মহামতি বিদুর

মহামতি বিদুর

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব দর্শন শাস্ত্রাধ্যাপক,
কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব প্রধান দর্শনশাস্ত্রাধ্যাপক
ও
কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের
গবেষণা বিভাগের ভূতপূর্ব দর্শনশাস্ত্রাধ্যাপক
মহামহোপাধ্যায়

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ

প্রণীত

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ভূমিকা

ভারতীয় সাহিত্যে মহাভারত প্রসিদ্ধ ইতিহাস। প্রাচীনগণ বলিয়াছেন—

"ভারাশিবিব্রাঃ পঞ্চেতিহাসাঃ।"

ইহার অর্থ ভা—ভারত অর্থাৎ মহাভারত, রা—রামায়ণ, শি—শিবরহস্য, বি—বিদ্যাসূক্ত, ব্র—ব্রহ্মবিদ্যাসুখোদয়। এই পাঁচখানি ইতিহাস। এই প্রাচীন প্রসিদ্ধি অনুসারে মহাভারত ইতিহাস নামে প্রসিদ্ধ। এই ইতিহাসে ভারতীয় সভ্যতা সম্পূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। প্রত্যেকটি চরিত্রের গুণ ও দোষ অকপটে প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

আমাদের দেশে অনেকের ধারণা—হিন্দু শাসনকালে ভারতে শূদ্রের তাদৃশ মর্যাদা ছিল না, বরং অনার্য-শাসনে শূদ্রের মর্যাদা উত্তরোত্তর অধিক দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি। আর্যশাস্ত্রের অনুশীলন না করায় ও অভারতীয়গণের বিরুদ্ধ প্রচারের ফলে এইরূপ ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণা আজকাল ভারতবর্ষে অনেকের হইয়াছে। এই ধারণার কথঞ্চিৎ প্রশমনের জন্য 'মহামতি বিদুর' প্রবন্ধ লিখিত হইল। সে সময়ে শূদ্র যে সম্মান ও মর্যাদা পাইয়াছিলেন, বর্তমানে তদপেক্ষা অধিক দেওয়া হইয়াছে কিনা তাহা এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সুধীগণ বিচার করিয়া দেখিবেন।

বিদুর শূদ্রাগর্ভসম্ভূত সন্তান, কিন্তু শূদ্রাগর্ভজাত হইলেও ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু প্রভৃতি হইতে বিদুরের কিছুমাত্র অপকর্ষ মহাভারতে দেখান হয় নাই, বরং ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু অপেক্ষা বিদুরের বহু উৎকর্ষই দেখান হইয়াছে। এই প্রবন্ধ পাঠ করিলে আমাদের এই উক্তির সত্যতা বুঝিতে পারা যাইবে। বিদ্যামর্যাদায়, পদমর্যাদায়, সামাজিক মর্যাদায় কোন ক্ষেত্রেই বিদুরের অপকর্ষ

মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায় না। বিদুর নীতিশাস্ত্রে, অধ্যাত্মশাস্ত্রে, যোগশাস্ত্রে পারঙ্গতবিদ্বান্ ছিলেন। লৌকিক-ব্যবহারেও বিদুরের তুলনা নাই। অসাধারণ সহৃদয়তা ও ন্যায়নিষ্ঠতা, অকপটতা প্রভৃতি বহুগুণ বিদুরের ছিল। কৌরব-রাজ্যে বিদুরের কত প্রাধান্য ছিল তাহা এই প্রবন্ধের ১১১ পৃষ্ঠায় মহারাণী গান্ধারীর উক্তিতে প্রমাণিত হইয়াছে। বিদুরের স্ত্রী পুত্রাদিও ছিল, কিন্তু তাহাদের সহিত বিদুরের কোন বিশেষ ব্যবহার মহাভারতে উল্লিখিত হয় নাই। বিদুর যখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সহিত বনে গমন করিয়াছিলেন, তখনও বিদুরের স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতি কোনরূপ আসক্তির কথা মহাভারতে উল্লিখিত হয় নাই। বিদুর সর্বদা পরার্থপরায়ণ ছিলেন। এবং ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিগণের সহিতও অতি সুপরিচিত ছিলেন, বিদুর শূদ্রাগর্ভজাত ছিলেন বলিয়া কোন ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিই তাঁহাকে হীন মনে করেন নাই এবং হীনের মত ব্যবহারও করেন নাই। বিদুর ভীষ্ম পিতামহকে পিতা বলিয়া এবং ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর পুত্রগণকে নিজের পুত্র বলিয়া মনে করিতেন।

যুধিষ্ঠির প্রভৃতিও বিদুরকে সাক্ষাৎ পিতা বলিয়াই মনে করিতেন। এই প্রবন্ধের ১১১ পৃষ্ঠাতে যুধিষ্ঠিরের উক্তি হইতেই ইহা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যাইবে। বিদুর ব্রহ্মবিদ্যার নিধান ছিলেন, ইহা সনৎসুজাত পর্বের প্রথমে ধৃতরাষ্ট্র-বিদুর সংবাদে সুস্পষ্ট হইয়াছে। কিন্তু তিনি কাহার নিকটে অধ্যাত্মবিদ্যা ও যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, মহাভারতে তাহার উল্লেখ নাই। এই প্রবন্ধের ৫১ পৃষ্ঠাতে বলা হইয়াছে—বিদুর বৃহস্পতির নিকটে নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এই সমস্ত কথা আলোচনা করিলে বিদুর শূদ্রাগর্ভসম্ভূত বলিয়া তাঁহার প্রতি কাহারও হীন দৃষ্টি ছিল, ইহা বলিতে পারা যায় না, প্রত্যুত সকলেরই অতি উচ্চদৃষ্টি বিদুরের প্রতি ছিল, ইহাই প্রমাণিত হয়, সুতরাং

হিন্দু সভ্যতাতে শূদ্রের কোন বিষয়েই হীনতা ছিল না। বিদুর-নির্যাণ উপলক্ষ্যে বিদুরও যে যতিধর্মের অধিকারী, ইহাই মহাভারত স্পষ্টভাবে নির্দেশ করিয়াছেন।

বিদুরের ন্যায় কর্ণ, সঞ্জয় প্রভৃতি হীনবর্ণ বলিয়া পরিচিত হইলেও কোন ক্ষেত্রেই তাহাদের প্রতি হীন ব্যবহার দেখা যায় নাই।

পাঠক-পাঠিকাগণের নিকটে আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা অপক্ষপাত দৃষ্টিতে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধখানি আদ্যন্ত পাঠ করিলেই আমার শ্রম সার্থক বলিয়া মনে করিব।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, পরম কল্যাণীয় শ্রীমান্ প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক মহাশয় স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া এই পুস্তক মুদ্রণ করিয়া প্রচারে উদ্যোগী হইয়াছেন। এজন্য আমি ভগবৎ চরণে তাঁহার নিরাময় দীর্ঘজীবন ও কর্ম জীবনের পূর্ণ সাফল্য প্রার্থনা করি। ইতি—

২৯, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট
১৭।৯।৫৫

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দেবশর্মা

মহামতি বিদুর

“বিস্তরং কুরুবংশস্য গান্ধার্য্যা ধর্মশীলতাম্।
ক্ষত্তুঃ প্রজ্ঞাং ধৃতিং কুন্ত্যাঃ সম্যগ্‌ দ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ” ॥

(মহাভারত—আদিপর্ব, অনুক্রমণিকা পর্ব, ১ম অধ্যায়, ৯৯-১০০ শ্লোক)

মহামতি বিদুর মহাভারতের একজন অসাধারণ পাত্র, মহাভারতে ভগবান্ ব্যাসদেব যে সমস্ত চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে বিদুরের চরিত্র অসাধারণ। এজন্যই ব্যাসদেব অনুক্রমণিকাতে বলিয়াছেন—

মহারাণী গান্ধারীর অসাধারণ ধর্মশীলতা এবং ক্ষত্তা-বিদুরের অতিশয়িত প্রজ্ঞা এবং মহারাণী কুন্তীর অসাধারণ ধৈর্যশীলতা মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে।

এই অনুক্রমণিকাধ্যায়ে বলা হইয়াছে—

ক্ষেত্রে বিচিত্রবীর্যস্য কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ পুরা ॥
ত্রীনগ্নীনিব কৌরব্যান্ জনয়ামাস বীর্যবান্ ॥ ৯৫ শ্লো ॥

ইহার অর্থ—মহারাজ শান্তনুর পুত্র বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর এই তিন অগ্নিসদৃশ এবং কুরুবংশবিবর্ধন পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। বিদুর মহারাজ বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রজ পুত্র ভগবান্ ব্যাস হইতে উৎপন্ন এবং কুরুবংশবিবর্ধন। বিদুরও যে কুরুবংশীয় ছিলেন তাহা এই শ্লোকেই সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করা হইয়াছে।

বিদুরের এইরূপ সুস্পষ্ট পরিচয় থাকিলেও মহামতি **বিদুরের সম্বন্ধে বিকৃত ধারণা সমগ্র ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে প্রচলিত**

হইয়াছে। বঙ্গদেশে এইরূপ প্রসিদ্ধি হইয়াছে যে, বিদুর ভিক্ষোপজীবী, কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। এজন্য "বিদুরের খুদকুঁড়া" —এইরূপ প্রসিদ্ধি বঙ্গদেশে হইয়াছে।

বিদুর কুটির নির্মাণ করিয়া কুরুজাঙ্গল প্রদেশের রাজধানী হস্তিনার বহির্ভাগে ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা জীবিকানির্বাহপূর্বক অবস্থান করিতেন। আজকাল উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত মীরাট জেলায় গঙ্গার নিকটবর্তী স্থানে হস্তিনানগরীর অবস্থান নির্দেশ করা হয় এবং হস্তিনানগরীর অনতিদূরে বিদুরের আশ্রম দেখান হয়। বহু যাত্রী এই বিদুরের আশ্রমে যাইয়া ভক্তিভাবে বিদুরের আশ্রমদর্শন এবং আশ্রমে রক্ষিত খুদকুঁড়া "বিদুরের খুদকুঁড়া" মনে করিয়া তাহা ভক্তির সহিত গ্রহণ করেন ও পরিতৃপ্তি বোধ করেন।

মধ্যে মধ্যে মাসিক পত্রিকাদিতেও বিশিষ্ট শিল্পিগণ কর্তৃক অঙ্কিত বিদুরের চিত্র প্রদর্শিত হয়। তাহাতে বিদুরের ভগ্নপ্রায় পর্ণকুটির এবং সেই কুটিরে সমাগত শ্রীভগবান্ কৃষ্ণের অবস্থান এবং বিদুর অর্ধভগ্ন তালবৃন্ত হস্তে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পদসেবায় নিযুক্ত, এইরূপ দেখান হয়। বলা বাহুল্য যে, এই চিত্রে বিদুরের কণ্ঠী' তিলক প্রভৃতিও দেখান হয়। আর তাহাতে মনে হয়, বিদুর বঙ্গদেশে প্রচলিত একজন বৈষ্ণবেরই সম্পূর্ণ মূর্তি। ভারতবর্ষে এবং বিশেষতঃ বঙ্গদেশে * বিদুর সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা সুপ্রচলিত ও বদ্ধমূল হইলেও **মহাভারত আলোচনা করিলে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত মূর্তিই বিদুরের দেখিতে পাওয়া যায়।**

---

* মধ্ববিলাস পুস্তকালয় হইতে T. R. Krishnacharya যে মহাভারত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার উদ্যোগপর্বের প্রারম্ভে হস্তিনার সন্ধিসভার একখানি চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। এই চিত্রে সন্ধিসভায় উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের চরণসেবায় বিদুর নিযুক্ত। বিদুর মাটিতে বসিয়া কৃষ্ণের চরণসেবা করিতেছেন এইরূপ দেখান হইয়াছে। ইহা অতীব বিস্ময়কর।

অংশাবতরণপর্বের ৬০ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে—

যঃ পাণ্ডুং ধৃতরাষ্ট্রঞ্চ বিদুরঞ্চাপ্যজীজনৎ।
শান্তনোঃ সন্ততিং তন্বন্ পুণ্যকীর্তির্মহাযশাঃ॥ ৬ শ্লো॥

পুণ্যকীর্তি মহাযশাঃ ভগবান্ ব্যাস যিনি পাণ্ডু, ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুরকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন তিনি স্বর্গত মহারাজ শান্তনুর বংশ বিস্তার করিবার জন্যই এই তিনজনকে উৎপাদন করিয়াছিলেন। এই শ্লোকেও বিদুরকে সুস্পষ্টভাবে স্বর্গত মহারাজ শান্তনুর বংশধররূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। বিদুর কুরুবংশীয় অর্থাৎ কৌরব, মহারাজ শান্তনুর বংশধর, মহারাজ বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রজ পুত্র এবং ভগবান্ ব্যাসদেবকর্তৃক উৎপাদিত।

সম্ভবপর্বের ১০৭ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে—

পূর্বে একজন বেদার্থবিৎ পুরাণর্ষি যিনি পরে অণীমাণ্ডব্যরূপে প্রখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন তিনি স্বভাবতঃ অচোর হইলেও রাজপুরুষগণকর্তৃক চোরশঙ্কায় ধৃত হইয়া শূলে আরোপিত হইয়াছিলেন। এই মাণ্ডব্যঋষি শূলারূঢ় হইয়াও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন নাই দেখিয়া রাজা বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে শূল হইতে অবতারণ করিয়াছিলেন এবং শূলাগ্র তাঁহার শরীরে বিদ্ধ ছিল বলিয়া তিনি পরে অণীমাণ্ডব্য নামে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। এই অণীমাণ্ডব্য শূল হইতে অবতরণ করিয়া ধর্মরাজ যমের নিকট গমনপূর্বক বলিয়াছিলেন—কোন্ অপরাধে আমার এই দণ্ড হইল? তদুত্তরে যম বলিয়াছিলেন—তুমি বাল্যবয়সে একটি পতঙ্গিকাকে ইষিকা-দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিলে। এই পাপেই শূলারোপণ দণ্ড হইয়াছে। তদুত্তরে ঋষি বলিয়াছিলেন—এই লঘুপাপে তোমার ব্যবস্থা অনুসারে আমার শূলারোপণ রূপ বধদণ্ড হইয়াছে। ব্রহ্মবধ অতি গুরুতর পাপ। অল্প অপরাধে আমার এই গুরুতর দণ্ডের ব্যবস্থা করায় তুমি পাপী হইয়াছ। এজন্য তোমাকে আমি অভিসম্পাত

করিতেছি—তুমি পৃথিবীতে শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিবে। অণীমাণ্ডব্য ঋষির এই শাপবশতঃ ধর্মও শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আর ইনিই বিদুর। এই বিদুর অতি বিদ্বান্, নিষ্পাপ এবং ধর্মময়বিগ্রহ এইরূপ বলা হইয়াছে।

(সম্ভবপর্ব—১০৮ অধ্যায়, ১৮-১৯ শ্লোক)

শান্তনুর পুত্র মহারাজ বিচিত্রবীর্য, কাশীরাজের দুই কন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু মহারাজ বিচিত্রবীর্য অতিশয় ভোগপ্রসক্ত বলিয়া যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হইয়া পরলোকগমন করেন। মহারাজ বিচিত্রবীর্যের কোন পুত্রাদি উৎপন্ন হয় নাই। মহারাজ শান্তনুর বংশ এইরূপে উচ্ছেদ হইয়া যাইতেছে দেখিয়া বিচিত্রবীর্যের মাতা সত্যবতী তাঁহার কানীনপুত্র ব্যাসদেবকে বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রে পুত্র উৎপাদন করিতে অনুমতি করিয়াছিলেন। ভীষ্মও এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন। তখন ব্যাসদেব নিয়োগ ধর্মানুসারে মাতৃসম্বন্ধে ভ্রাতা বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রে পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। ব্যাসদেব সম্মত হইয়া বলিয়াছিলেন—

ঈপ্সিতং তে করিষ্যামি দৃষ্টং হ্যেতৎ সনাতনম্।
ভ্রাতুঃ ত্রান্ পুত্রপ্রদাস্যামি মিত্রাবরুণয়োঃ সমান্॥
ব্রতং চরেতাং তে দেব্যৌ নির্দিষ্টমিহ যন্ময়া।
সম্বৎসরং যথা-ন্যায়ং ততঃ শুদ্ধে ভবিষ্যতঃ॥
ন হি মামব্রতোপেতা উপেয়াৎ কাচিদঙ্গনা।

(সম্ভবপর্ব—১০৫ অধ্যায়, ৪১-৪৩ শ্লোক)

ইহার অভিপ্রায়—ব্যাসদেব বলিয়াছিলেন, হে মাতঃ, তোমার নিয়োগ অনুসারে কেবল ধর্ম অভিপ্রায়ে তোমার ঈপ্সিত কার্য করিব। ইহা সনাতন ধর্ম। ভ্রাতা বিচিত্রবীর্যের তিনপুত্র প্রদান করিব। তাহারা দেবসদৃশ হইবে। কিন্তু আমার ভ্রাতার দুই পত্নী অম্বিকা ও অম্বালিকা আমার নির্দেশানুসারে এক বৎসর

পর্যন্ত ব্রত আচরণ করুন। এই সম্বৎসর কাল ব্রত আচরণের ফলে তাহারা দুইজনই বিশুদ্ধিলাভ করিবে। কিন্তু অব্রতোপেতা কোন স্ত্রী আমার সঙ্গলাভ করিতে পারে না।

ইহাতে ব্যাসের মাতা সত্যবতী বলিয়াছিলেন—

সদ্যো যথা প্রপদ্যেতে দেব্যৌ গর্ভং তথা কুরু।
অরাজকেষু রাষ্ট্রেষু প্রজাঽনাথা বিনশ্যতি॥

(সম্ভবপর্ব—১০৫ অধ্যায়, ৪৩ শ্লোক)

সত্যবতী বলিয়াছিলেন—সম্বৎসরকাল প্রতীক্ষা করিবার অবসর নাই। তোমার ভ্রাতার দুই পত্নী যাহাতে সদ্যই গর্ভলাভ করিতে পারেন, তাহা কর। কারণ এই রাজ্য অরাজক হইয়াছে। অরাজক রাজ্যে অনাথ প্রজাগণ বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে। প্রজাগণের সমস্ত ক্রিয়া নষ্ট হইতেছে। অরাজক রাজ্যে বর্ষণ হয় না, দেবতার অর্চনা হয় না। অরাজক রাজ্য কিছুতেই স্থিত হইতে পারে না।

এইরূপ বলিয়া সত্যবতী বলিয়াছিলেন—

"তস্মাদ্ গর্ভং সমাধৎস্ব ভীষ্মঃ সংবর্ধয়িষ্যতি।"

(সম্ভবপর্ব—১০৫ অধ্যায়, ৪৫ শ্লোক)

সেজন্য তুমি গর্ভ উৎপাদন কর, ভীষ্ম তাহাদিগকে বর্ধিত করিবেন।

এতদুত্তরে ব্যাসদেব বলিয়াছিলেন—

যদি পুত্রঃ প্রদাতব্যো ময়া ভ্রাতুরকালিকঃ।
বিরূপতাং মে সহতাং তয়োরেতৎ পরং ব্রতম্।
যদি মে সহতে গন্ধং রূপং বেশং তথা বপুঃ।
অদ্যৈব গর্ভং কৌশল্যা বিশিষ্টং প্রতিপদ্যতাম্॥

(সম্ভবপর্ব—১০৫ অধ্যায়, ৪৬-৪৭ শ্লোক)

ইহার অভিপ্রায়—ব্যাসদেব প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন—যদি সদ্যই অর্থাৎ কালবিলম্ব না করিয়াই ভ্রাতা বিচিত্রবীর্যের পুত্র

প্রদান করিতে হয় তবে বধূদ্বয় অম্বিকা ও অম্বালিকা আমার বিরূপতা সহন করুন। তাঁহারা যদি আমার গন্ধ, রূপ, বেশ ও বিকৃত বপু সহন করিতে পারেন তবে অম্বিকা অদ্যই বিশিষ্ট গর্ভ গ্রহণ করুন।

ব্যাস এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলে সত্যবতী বধূ অম্বিকাকে গোপনে বলিয়াছিলেন—হে অম্বিকে, আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ ভরতবংশের সমুচ্ছেদ উপস্থিত হইয়াছে। আমাকে অতিমাত্র ব্যথিত দর্শন করিয়া এবং পিতৃবংশের উচ্ছেদ শঙ্কা করিয়া এই বংশ বৃদ্ধির জন্য ভীষ্ম আমাকে এই বুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন। ভীষ্ম যে বুদ্ধি আমাকে প্রদান করিয়াছেন তাহা হে পুত্রি! তোমারই অধীন। এই বিনষ্ট ভরতবংশকে তুমি উদ্ধার কর। হে সুশ্রোণি, দেবরাজসমান প্রভাব বিশিষ্ট পুত্র উৎপাদন কর। তোমার সেই পুত্রই রাজ্যভার বহন করিবে। এইরূপে ধর্মতঃ কথঞ্চিৎ অনুনয়ের দ্বারা অম্বিকাকে সম্মত করাইয়া সত্যবতী বিপ্র দেবর্ষি অতিথিগণকে সমারোহের সহিত ভোজন করাইয়াছিলেন।

(সম্ভবপর্ব—১০৫ অধ্যায়, ৪৯-৫৪ শ্লোক)

নিয়োগদ্বারা পুত্রোৎপাদন বর্তমান সময়ে নিষিদ্ধ হইলেও মহাভারতের সময়ে ইহা শাস্ত্র সম্মত ও শিষ্টাচার সম্মত ধর্ম্যকার্য ছিল, এজন্য সত্যবতী এই কার্য গোপনে সম্পাদন করিতে প্রয়াস করেন নাই, বিপ্র দেবর্ষি প্রভৃতির ভোজনরূপ শুভানুষ্ঠান পূর্বক সঙ্কল্পিত নিয়োগের প্রখ্যাপন করিয়াছিলেন।

আদি পর্বের ১০৪ অধ্যায়ে ভীষ্ম-সত্যবতী সংবাদে মহামতি ভীষ্ম আপৎকালে নিয়োগ, শাস্ত্র ও শিষ্টাচার সম্মত ইহা বহু দৃষ্টান্ত দ্বারা সমর্থন করিয়াছিলেন। মহামতি ভীষ্মের পূর্ণ সম্মতি অনুসারেই সত্যবতী নিয়োগদ্বারা পুত্রোৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

ভগবান্ ব্যাসের সম্মতি অনুসারে সত্যবতী, ঋতুস্নাতা জ্যেষ্ঠাবধূ অম্বিকাকে তাহার শয়ন কক্ষে যাইয়া মৃদুভাবে বলিয়াছিলেন—

হে বধূ অম্বিকে! অদ্য রাত্রিতে তোমার দেবর ব্যাসদেব তোমার নিকটে আসিবেন। তুমি আগ্রহের সহিত তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা কর। সংস্কৃত সাহিত্যে স্বামীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও কনিষ্ঠভ্রাতা উভয়কেই দেবর বলা হয়। এজন্য ব্যাসদেব বিচিত্রবীর্য্যের জ্যেষ্ঠভ্রাতা হইলেও তাঁহাকে দেবর বলা হইয়াছে।

অম্বিকা শাশুড়ী সত্যবতীর বাক্যশ্রবণ করিয়া শুভশয্যাতে শয়নপূর্বক **ভীষ্ম সোমদত্ত প্রভৃতি কুরুবংশীয় শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন।** গর্ভধারণকালে স্ত্রী যে পুরুষকে গভীরভাবে চিন্তা করে তাদৃশগুণ-বিশিষ্ট পুত্রই উৎপন্ন হয়। এই অভিপ্রায়েই অম্বিকা কুরুবংশীয় শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের চিন্তা করিয়াছিলেন।

অনন্তর রাত্রিকালে প্রদীপ প্রভায় সমুজ্জ্বল অম্বিকার শয়ন গৃহে বাসদেব আগমন করিয়াছিলেন। সেই সময় ব্যাসদেবের উগ্ররূপ দর্শন করিয়া অম্বিকা দুই চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিলেন। ব্যাসদেবের কপিলবর্ণ জটামণ্ডল, প্রদীপ্ত চক্ষু যুগল ও শ্মশ্রু-মণ্ডল বভ্রুবর্ণ হইয়াছিল। ব্যাসদেব মাতা সত্যবতীর প্রিয় সম্পাদনের ইচ্ছায় রাণী অম্বিকার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। ব্যাসদেবকে দর্শন করিয়া অতিভীতা অম্বিকা ব্যাসদেবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও পারিলেন না।

রাণী অম্বিকার গৃহ হইতে ব্যাসদেব যখন বহির্গত হইলেন তখন ব্যাসের মাতা সত্যবতী ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—রাণী অম্বিকার গর্ভে গুণবান্ রাজপুত্র জন্মগ্রহণ করিবে ত?

মাতার বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্যাসদেব বলিয়াছিলেন—অযুত-হস্তিবলশালী বিদ্বান্ রাজর্ষি শ্রেষ্ঠ মহাবীর্য মহাবুদ্ধি সমন্বিত রাজপুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। **কিন্তু এই পুত্র মাতার দোষে অন্ধ হইবে।**

ব্যাসদেবের এই কথা শুনিয়া তাঁহার মাতা সত্যবতী বলিয়া-ছিলেন—জন্মান্ধ সন্তান কুরুবংশের যোগ্য নরপতি হইতে পারে

না। এজন্য পিতৃবংশের বর্ধনকারী জ্ঞাতি বংশের রক্ষক কুরুবংশের দ্বিতীয় রাজা তোমাকে প্রদান করিতে হইবে।

দ্বিতীয় পুত্র উৎপাদনে সম্মত হইয়া ব্যাসদেব অন্তর্হিত হইলেন।

যথা সময় অম্বিকা অন্ধপুত্র ধৃতরাষ্ট্রকে প্রসব করিলেন।

অনন্তর সত্যবতী, দ্বিতীয় পুত্রবধূ অম্বালিকাকেও পূর্ব্ববৎ অনুনয় করিয়া পুত্রোৎপাদনে সম্মত করাইয়া ব্যাসদেবকে আহ্বান করিলেন।

মাতা কর্তৃক আহূত হইয়া ব্যাসদেবও পূর্বের মতই রাণী অম্বালিকার নিকটে আগমন করিলেন। রাণী অম্বালিকাও ব্যাসদেবের উগ্ররূপ দর্শনে ভীত হইয়া বিবর্ণা অর্থাৎ পাণ্ডুবর্ণা হইয়াছিলেন। ব্যাসদেব বধূ অম্বালিকাকে অতিমাত্র ভীতা বিষণ্ণা ও পাণ্ডুবর্ণা দেখিয়া বলিয়াছিলেন—যেহেতু তুমি আমাকে বিরূপ দর্শন করিয়া পাণ্ডুবর্ণা হইয়াছ, **এজন্য তোমার পুত্রও পাণ্ডুবর্ণ হইবে এবং তাহার নামও পাণ্ডুই হইবে।** হে শুভাননে, তোমার পুত্র অবশ্যই জন্মিবে কিন্তু সে পাণ্ডু হইবে।

এই বলিয়া ভগবান্ ব্যাসদেব অম্বালিকার শয়ন গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন এবং সেইসময় মাতা সত্যবতী পুত্র ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—এই পুত্র কিরূপ হইবে?

তাহাতে ব্যাসদেব বলিয়াছিলেন—এই পুত্রও মাতার অপরাধে পাণ্ডুবর্ণ হইবে বলিয়া পাণ্ডু নামেই প্রখ্যাত হইবে।

কুরুবংশের রাজা পাণ্ডুবর্ণ হইবে এই কথা শুনিয়া সত্যবতী প্রসন্ন হইতে পারেন নাই। এজন্য তিনি পুনরায় ব্যাসদেবকে বলিয়াছিলেন—তুমি আর একটি পুত্র প্রদান কর।

তাহাতে মহর্ষি বেদব্যাস সম্মত হইয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন।

আহিতগর্ভা রাণী অম্বালিকাও যথাকালে পুত্র প্রসব করিলেন। এই পুত্রই মহারাজ পাণ্ডু। ইনি রাজলক্ষণযুক্ত এবং অতিশয়

সমুজ্জ্বলকান্তি। এই মহারাজ পাণ্ডুরই পুত্র যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, সত্যবতী আবার বধূ অম্বিকাকে ঋতুমতী হইতে দেখিয়া দ্বিতীয় পুত্র উৎপাদন করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠা বধূ অম্বিকা, মহর্ষি বেদব্যাসের রূপ ও গন্ধের কথা চিন্তা করিয়া ভীত হইয়া শাশুড়ীর বাক্য প্রতিপালন করিতে পারেন নাই।

এজন্য অম্বিকা তাঁহার এক দাসী, **যে অত্যন্ত রূপবতী, দ্বিতীয় অপ্সরার মত ছিল,** তাহাকে তিনি নিজের ভূষণবসনাদির দ্বারা সজ্জিত ও ভূষিত করিয়া ব্যাসের নিকটে গমন করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। কাশীপতির কন্যা অম্বিকা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া নানাবিধ অলঙ্কারাদির দ্বারা সজ্জিতা সেই সুরূপা দাসী মহর্ষি বেদব্যাসের নিকট গমন করিয়াছিলেন। রাত্রিতে বেদব্যাস শয়নগৃহে আগমন করিলে এই দাসী অত্যন্ত সাবধানতার সহিত গাত্রোত্থান করিয়া মহর্ষির প্রত্যুদ্গমন ও অভিবাদন করিয়াছিলেন এবং মহর্ষি কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া মহর্ষির নিকটে শয়ন করিয়াছিলেন এবং অত্যন্ত সৎকারপূর্ব্বক মহর্ষির পরিচর্যা করিয়াছিলেন। এই দাসীর সহিত সহবাস করিয়া ইহার পরিচর্যা ও সৎকারের গুণে ঋষি এই দাসীর প্রতি অতিশয় পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। সেই সংশিতব্রত মহর্ষি, দাসীর সহিত রাত্রি যাপন করিয়া শয্যাত্যাগ করিবার সময় দাসীকে বলিয়াছিলেন যে, তুমি অভুজিষ্যা হইবে অর্থাৎ অদাসী হইবে। অদ্য হইতে তোমার দাসীত্ব নিবৃত্ত হইল এবং তুমিও কুরুবধূগণের মধ্যে গণ্য হইবে।

আরও বলিয়াছিলেন—

অয়ঞ্চ তে শুভে গর্ভঃ, শ্রেয়ানুদরমাগতঃ।
ধর্মাত্মা ভবিতা লোকে সর্ববুদ্ধিমতাং বরঃ॥

(সম্ভব পর্ব—১০৬ অধ্যায়, ২৭ শ্লোক)

হে শুভে, বড় শ্রেষ্ঠ গর্ভ তোমার উদরে আগমন করিয়াছে। তোমার এই পুত্র ধর্মাত্মা হইবে এবং বুদ্ধিমান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইবে।

স যজ্ঞে বিদুরো নাম কৃষ্ণদ্বৈপায়নাত্মজঃ।
ধৃতরাষ্ট্রস্য বৈ ভ্রাতা পাণ্ডোশ্চৈব মহাত্মনঃ॥

(আদিপর্ব—১০৬ অধ্যায় ২৮ শ্লোক)

ইহার অভিপ্রায়, ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হইতে দাসীগর্ভে বিদুর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বিদুর ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর ভ্রাতা।

মহাভারতে যে স্থলেই বিদুরের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, কোনও স্থলেই তাঁহার অপকর্ষ প্রদর্শন করা হয় নাই। দাসী-গর্ভজাত হইলেও, বিদুর ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর ভ্রাতা বলিয়াই নির্দিষ্ট হইয়াছেন। অণীমাণ্ডব্যের শাপবশতঃ ধর্মই বিদুররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং এই বিদুর কামক্রোধবিবর্জিত ছিলেন। অনন্তর ব্যাসদেব শয়ন গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া মাতা সত্যবতীর নিকট রাণী অম্বিকা কর্তৃক প্রবঞ্চনা এবং শূদ্রার পুত্রজন্ম এই সমস্ত কথা বলিয়াছিলেন। এইরূপে মাতার আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া ধর্মের নিকটে অঋণ হইয়া এবং মাতার নিকটে শূদ্রার গর্ভলাভ নিবেদন করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন।

ততঃপর মহাভারতে বলা হইয়াছে—

এতে বিচিত্রবীর্যস্য ক্ষেত্রে দ্বৈপায়নাদপি।
জজ্ঞিরে দেবগর্ভাভাঃ কুরুবংশ-বিবর্ধনাঃ॥

(আদিপর্ব—১০৬ অধ্যায়, ৩২ শ্লোক)

ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর এই তিনজন মহারাজ বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রে এবং মহর্ষি দ্বৈপায়ন হইতে দেবপুত্র সদৃশ কুরুবংশ বিবর্ধনকারী উৎপন্ন হইয়াছিলেন। এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে বিদুরকে বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রজ পুত্র বলা হইয়াছে। বিদুরকেও

কুরুবংশবিবর্ধনকারী বলা হইয়াছে। এই তিন পুত্রকেই সমানভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু কোন উৎকর্ষাপকর্ষ বলা হয় নাই।

এই শ্লোকের টীকাতে নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন—বিদুরকেও বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রজ পুত্র বলায় দাসীরও ক্ষেত্রত্ব অবগত হওয়া যায়। এস্থলে, একটু বিবেচনা করার বিষয় এই—কাশীরাজের দুই কন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকা এবং অম্বিকার দাসী এই তিনজনই ভগবান্ ব্যাসদেব হইতে পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। কিন্তু অম্বিকা ও অম্বালিকা ব্যাসদেবের সহিত সঙ্গত হইবার সময়ে নানাবিধ বিকারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলেন। অম্বালিকা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলেন না বটে কিন্তু ঋষির বিকৃত রূপ দর্শন করিয়া অত্যন্ত ভীত, বিবর্ণ ও পাণ্ডুসঙ্কাশ হইয়াছিলেন তাহার ফলে তাঁহাদের দুই পুত্রের মধ্যেই বিকার দেখা গিয়াছিল। কিন্তু শূদ্রা দাসী ভগবান্ ব্যাসদেবের উগ্র রূপ দর্শন করিয়াও শয়ন গৃহে ব্যাসদেব সমাগত হইলে সেই দাসী ঋষির প্রত্যুদ্গমন ও অভিবাদনাদি করিয়াছিল এবং ঋষির সহিত সম্মিলিত হইয়াও ব্যাসদেবকে নানাবিধ উপচারে সৎকৃত করিয়াছিল।

আর এইজন্য মহাভারতে বলা হইয়াছে, এই দাসীর সহিত সঙ্গত হইয়া ব্যাসদেব তুষ্টিলাভ করিয়াছিলেন।

মহাভারতে বলা হইয়াছে—

কামোপভোগেন রহস্তস্যাং তুষ্টিমগাদৃষিঃ।
তয়া সহোষিতো রাজন্ মহর্ষিঃ সংশিতব্রতঃ॥

(আদিপর্ব—১০৬ অধ্যায়- ২৬ শ্লোক)

ইহার অর্থ—উগ্রতপা মহর্ষি বেদব্যাস দাসীর সহিত সঙ্গত হইয়া কামোপভোগবশতঃ সেই দাসীর প্রতি প্রীত হইয়াছিলেন। কিন্তু এরূপ কথা পূর্বে দুই রাণীর সহিত সহবাসকালে বলা

হয় নাই। কামোপভোগে ঋষি তাঁহাদের প্রতি তুষ্ট হন নাই। তাঁহারা নানাবিধ উপচারে ব্যাসদেবকে সংকৃতও করেন নাই এবং ব্যাসদেব শয়নগৃহে সমাগত হইলে তাঁহারা ব্যাসদেবের প্রত্যুদ্‌গমন বা অভিবাদন করেন নাই।

ইহাতে মনে হয়, মনুসংহিতাতে যে বলা হইয়াছে—

কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঽবরাঃ।

(মনু—৩ অধ্যায়, ১২ শ্লোক)

এই শ্লোকে কামতঃ প্রবৃত্ত ব্রাহ্মণের দারকর্মের জন্য প্রথমতঃ সবর্ণা স্ত্রী, ততঃপর ক্ষত্রিয়া, ততঃপর বৈশ্যা, ততঃপর শূদ্রা স্ত্রীর কথা বলা হইয়াছে। ইহাতে স্বতঃই সন্দেহ হয় যে, কামতঃ প্রবৃত্ত ব্রাহ্মণের জন্য বহু সবর্ণা স্ত্রীর ব্যবস্থা করিলেই তো হইত। ক্রমশঃ হীনবর্ণের স্ত্রীর ব্যবস্থা করিলেন কেন? ইহাতে আমাদের মনে হয়, হীনবর্ণে কামপ্রবৃত্তি অধিক। উচ্চবর্ণে ক্রমশঃ কামপ্রবৃত্তি অল্প। এইজন্য কামতঃ প্রবৃত্ত ব্রাহ্মণের জন্য হীনবর্ণের স্ত্রীর ব্যবস্থা মনু বলিয়াছেন।

এস্থলে মহাভারতেও ইহা সুস্পষ্ট হইয়াছে যে, উচ্চ বর্ণ ক্ষত্রিয়া স্ত্রী ঋষির কামোপভোগে যে তৃপ্তি উৎপাদন করিতে পারেন নাই, হীনবর্ণা শূদ্রা স্ত্রী তাহা উৎপাদন করিয়াছিলেন।

ততঃপর ১০৭ ও ১০৮ অধ্যায়ে অণীমাণ্ডব্যের উপাখ্যান বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে যাহা আমরা ইতঃপূর্বে সংক্ষিপ্তভাবে বলিয়াছি। অণীমাণ্ডব্য শব্দের অর্থ—**অণী শব্দের অর্থ শূলাগ্র। শূলাগ্রযুক্ত মাণ্ডব্যই অণীমাণ্ডব্য নামে** প্রসিদ্ধ। শূলারূঢ় মাণ্ডব্যকে শূল হইতে অবতরণ করাইয়া শূল নিষ্কাসনের চেষ্টা করা হইয়াছিল কিন্তু শূল নিষ্কাসিত হইতে না পারায় শূলের বহির্ভাগে ছেদন করা হয় এবং শূলের অগ্রভাগ মাণ্ডব্যের শরীরেই প্রবিষ্ট থাকে। এজন্য মাণ্ডব্য ঋষি পরে অণীমাণ্ডব্য নামে প্রসিদ্ধ হন।

প্রদর্শিত রূপে বিচিত্রবীর্যের তিন পুত্র উৎপন্ন হইলে কুরুজাঙ্গলদেশে ও হস্তিনাতে নানাবিধ সমৃদ্ধি হইয়াছিল। এই সময়ের বর্ণনাতে মহাভারতে বলা হইয়াছে—

"ভীষ্মেণ বিহিতং রাষ্ট্রে ধর্মচক্রমবর্ত্তত।"

(সম্ভব পর্ব—১০৯ অধ্যায়, ১৪ শ্লোক)

ধৃতরাষ্ট্রাদি পুত্রত্রয় উৎপন্ন হইলে ভীষ্ম ইহাদিগকে পুত্রের মত প্রতিপালন করেন।

"জন্ম প্রভৃতি ভীষ্মেণ পুত্রবৎ পরিপালিতঃ।

(সম্ভব পর্ব—১০৯ অধ্যায়, ১৭ শ্লোক)

ভীষ্ম যখন বিচিত্রবীর্যের পুত্রগণকে প্রতিপালনপূর্বক রাষ্ট্রের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন তখন কুরুরাষ্ট্রে ধর্মচক্র প্রবর্তিত হইয়াছিল। আমরা মহারাজ অশোকেরই ধর্মচক্র প্রবর্তনের কথা শুনিয়া মনে করিয়া ধর্মচক্র শব্দটি অশোকেরই আবিষ্কৃত এবং ভারতবর্ষে অশোকই সর্বপ্রথম ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন। কিন্তু তাহা সত্য নহে। মহাভারতেই ভীষ্মের সুশাসনে কুরুরাজ্যে **ধর্মচক্র প্রবর্ত্তনের কথা লিপিবদ্ধ** রহিয়াছে।

ভীষ্ম যে এই তিন কুমারকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিয়াছিলেন ইহাতে পুত্রদিগের মধ্যে কোন তারতম্য ব্যবস্থার উল্লেখ নাই। ইহাতে মনে হয়, বিদুরের প্রতি কাহারও কোন হীন দৃষ্টি ছিল না। যদিও আজকাল আমরা শূদ্রা-গর্ভ সম্ভূত বলিয়া বিদুরের প্রতি আপেক্ষিক হীনদৃষ্টি করিয়া থাকি।

ততঃপর ১০৯ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে—

সংস্কারৈঃ সংস্কৃতাস্তে তু ব্রতাধ্যয়নসংযুতাঃ।
শ্রমব্যায়ামকুশলাঃ সমপদ্যন্ত যৌবনম্॥
ধনুর্বেদে চ বেদে চ গদাযুদ্ধেঽসি চর্মণি।
তথৈব গজশিক্ষায়াং নীতিশাস্ত্রেষু পারগাঃ॥

ইতিহাসপুরাণেষু নানাশিক্ষাসু বোধিতাঃ।
বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞাঃ সর্বত্র কৃতনিশ্চয়াঃ॥
(সম্ভব পর্ব—১০৯ অধ্যায়, ১৮-২০ শ্লোক)

ইহার অভিপ্রায়—মহামতি ভীষ্ম কর্তৃক কুমারত্রয় পুত্রবৎ পরিপালিত হইয়াছিলেন এবং ভীষ্মই ইহাদের সংস্কার শিক্ষা প্রভৃতিরও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

বিদুরাদির বিদ্যাভ্যাস

ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর—মহারাজ বিচিত্রবীর্যের এই তিন পুত্র সকলেই নানাবিধ সংস্কারের দ্বারা সংস্কৃত হইয়াছিলেন ও নানাবিধ অধ্যয়নাঙ্গ ব্রত সহকারে অধ্যয়নসংযুক্ত হইয়াছিলেন। অধ্যয়নশব্দ সাধারণতঃ বেদাধ্যয়নেই প্রসিদ্ধ এবং শ্রমব্যায়ামকুশল হইয়াছিলেন। শাস্ত্রাভ্যাসজনিত শ্রম ও বাহুযুদ্ধাদির অভ্যাসজনিত ব্যায়ামকুশল তিনজনেই হইয়াছিলেন। ইহাতে বুঝিতে পারা যায়, মহামতি বিদুরও ধৃতরাষ্ট্রাদির মতই নানাবিধ শাস্ত্রাভ্যাসরূপশ্রম ও বাহুযুদ্ধাদির অভ্যাসরূপ ব্যায়ামে নিপুণ হইয়াছিলেন। বিদুর যে কেবল ধার্মিকই ছিলেন তাহা নহে তিনি বাহুযুদ্ধাদিতেও নিপুণ ছিলেন। এবং ক্রমে তিন পুত্র যৌবন লাভ করিয়াছিলেন। এই তিনপুত্র ধনুর্বেদে, বেদে, গদাযুদ্ধে, ঢালতলোয়ারের যুদ্ধে এবং গজারোহণাদিতে এবং নীতি শাস্ত্রসমূহে অর্থাৎ বার্হস্পত্যাদি রাজনীতি শাস্ত্রসমূহে ইঁহারা পারঙ্গত বিদ্বান্ হইয়াছিলেন। ইঁহারা ইতিহাস পুরাণাদিতে এবং অপর নানাবিধ শিক্ষাতে সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞ এবং সর্বত্র কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলেন। এই তিনপুত্রের মধ্যে পাণ্ডু ধনুর্বিদ্যাতে অতিশয় বিক্রমশীল হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে ধনুর্ধরগণের মধ্যে পাণ্ডুর মত বিক্রমশীল আর কেহ ছিল না। এবং ধৃতরাষ্ট্র শারীরবলে

সকলের অপেক্ষা অধিক হইয়াছিলেন। **এবং বিদুরের মত বিদ্বান্ এই তিনলোকের মধ্যে কেহ ছিল না। এবং বিদুর ধর্মনিত্য এবং রাজনীতিশাস্ত্রের পরমরহস্যবিৎ।** এই তিনপুত্র দ্বারা শান্তনুর প্রনষ্ট বংশ পুনরুদ্ধৃত হইয়াছিল। এই সমস্ত উক্তির দ্বারা ধৃতরাষ্ট্রাদি হইতে বিদুরের লেশমাত্রও ন্যূনতা কীর্তিত হয় নাই প্রত্যুত বিদুরের সর্বাতিশায়িতাই কীর্তিত হইয়াছে।

এই তিনপুত্রের মধ্যে ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠ হইলেও তিনি অন্ধ বলিয়া রাজ্যলাভ করিতে পারেন নাই অর্থাৎ রাজা হইতে পারেন নাই। শাস্ত্রানুসারে বিকলাঙ্গের রাজ্যাধিকার নাই। বিদুরও রাজ্যলাভ করিতে পারেন নাই কারণ তিনি পারসব। শূদ্রার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে জাত সন্তানকে পারসব বলে। এজন্য বিদুর জাতিতে পারসব ছিলেন। মহাভারতে **"পারসবত্বাৎ বিদুরঃ"** এইরূপ .লেখা আছে। কিন্তু কোন কোন পুস্তকে "করণত্বাচ্চ বিদুরঃ" এইরূপ পাঠ আছে। নীলকণ্ঠ ইহাকে অপপাঠ বলিয়াছেন। কারণ **"শূদ্রায়াং করণো বৈশ্যাৎ"** এই শাস্ত্র অনুসারে শূদ্রার গর্ভে বৈশ্যের ঔরসে জাত সন্তানই করণ হইয়া থাকে। সুতরাং করণত্বাচ্চ এই পাঠ সঙ্গত নহে। আর যদি এই পাঠই গ্রহণ করা যায় তবে করণ শব্দের পারসব অর্থে লক্ষণা স্বীকার করিতে হইবে। এজন্য ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুর বিভিন্ন কারণে রাজা হইতে না পারায় পাণ্ডুই রাজা হইয়াছিলেন।

(সম্ভব পর্ব—১০৯ অধ্যায়, ২৫ শ্লোক)

হস্তিনারাজপরিবারে বিদুরের প্রভাব

পূর্বেই বলা হইয়াছে, এই তিনপুত্র যৌবনলাভ করিয়াছেন এবং নানা বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়াছেন, এজন্য ইঁহাদের বিবাহকাল উপস্থিত হইয়াছে। এই কুমারগণের বিবাহপ্রদানে উদ্যুক্ত

হইয়া মহামতি ভীষ্ম **সর্বধর্ম তত্ত্বজ্ঞ বিদুরকে** বলিয়াছিলেন—হে বিদুর, আমাদের এই বংশ নানাবিধগুণে সমুজ্জ্বল এবং পৃথিবীর অন্যান্য রাজগণ অপেক্ষা এই বংশীয় রাজগণের মর্যাদা অধিক। পূর্বতন ধর্মবিৎ মহারাজগণ কর্তৃক এই রাজবংশ অতি যত্নের সহিত সুরক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। নানাবিধগুণে সমুজ্জ্বল এই রাজবংশ এ পর্যন্ত উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয় নাই। আমি এবং আমার মাতা সত্যবতী এবং মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মিলিত হইয়া **তোমাদের তিনজনকে আমাদের এই রাজবংশে সমবস্থাপিত করিয়াছি।** তোমরা এই তিনজন এই রাজবংশে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এই বংশের উচ্ছেদ হয় নাই কিন্তু এই বংশ যাহাতে ভবিষ্যতে অধিক বিস্তার লাভ করিতে পারে তাহা আমার ও তোমার অবশ্য কর্তব্য। শোনা যাইতেছে যদুবংশীয় গান্ধাররাজ সুবলের কন্যা ও মদ্ররাজের কন্যা ইহারা সংকুলসম্ভূত ও রূপবতী এবং আমাদের বংশের সহিত এই সমস্ত বংশের বৈবাহিক সম্বন্ধ উপযুক্ত। এজন্য মনে করি, ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর জন্য সেই সমস্ত কন্যাকে বরণ করা উচিত। এই সমস্ত কন্যার গর্ভে যে সন্তান হইবে তাহারাই কুরুবংশের যোগ্য সন্তান হইবে বলিয়া আমি মনে করি। আমার এইরূপ মনে হইলেও তুমি কিরূপ মনে কর তাহা জানা আবশ্যক। আমার বক্তব্য তোমার নিকটে বলিলাম। এ বিষয়ে তোমার যাহা বক্তব্য তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। উক্ত বিবাহে ভীষ্মের সম্মতি থাকিলেও ভীষ্ম বিদুরের সম্মতি না লইয়া বিবাহ অবধারণ করিতে সম্মত হইতেছেন না। ইহাতে **বিদুরের অসাধারণ প্রভাব ও বুদ্ধিমত্তার বিষয় বুঝিতে পারা যায়।**

অনন্তর বিদুর বলিয়াছিলেন—

"ভবান্ পিতা ভবান্ মাতা ভবান্ নঃ পরমো গুরুঃ।
তস্মাৎ স্বয়ং কুলস্যাস্য বিচার্য কুরু যদ্ধিতম্॥"

(সম্ভব পর্ব—১১০ অধ্যায়, ৮ শ্লোক)

ইহার অভিপ্রায়—বিদুর ভীষ্মকে বলিয়াছিলেন—তুমিই আমার পিতা, তুমিই আমার মাতা এবং তুমিই আমার পরম গুরু। এজন্য এই বংশের যাহা কল্যাণকর তাহা তুমি স্বয়ং বিচার করিয়া কর। ততঃপর গান্ধাররাজ সুবলের কন্যা গান্ধারীর সহিত ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহ হইয়াছিল এবং মহারাজ কুন্তীভোজের কন্যা কুন্তীদেবীর সহিত প্রথমে পাণ্ডুর বিবাহ প্রদান করিয়া পরে ভীষ্ম পাণ্ডুর দ্বিতীয় বিবাহের জন্য উদ্‌যুক্ত হইয়াছিলেন। এবং মদ্ররাজ শল্যের ভগিনী মাদ্রীর সহিত পাণ্ডুর দ্বিতীয় বিবাহ দিয়াছিলেন। এইরূপে মহারাজ পাণ্ডুর কুন্তী ও মাদ্রী দুই পত্নীর সহিত বিবাহ হইয়াছিল। মাদ্রীর বিবাহের পর একমাস অপেক্ষা করিয়া মহারাজ পাণ্ডু দিগ্বিজয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

"ততঃ স কৌরবো রাজা বিহৃত্য ত্রিদশা নিশাঃ।
জিগীষয়া মহীং পাণ্ডুর্নিরক্রামৎ পুরাৎ প্রভো॥

(আদিপর্ব—১১৩ অধ্যায়, ২১ শ্লোক)

পাণ্ডু দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া বহুদেশ জয় করিয়াছিলেন এবং বহু রাজগণকে পরাজিত করিয়া বহু ধনরত্ন সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পাণ্ডু দিগ্বিজয় করিয়া হস্তিনা নগরীতে যখন প্রতিনিবৃত্ত হইলেন তখন পাণ্ডুর সম্বর্দ্ধনা করিবার বিশেষ আয়োজন হইয়াছিল। দিগ্বিজয় করিয়া প্রতিনিবৃত্ত পুত্র পুনরাগত হইয়াছে দেখিয়া—

"পুত্রমাশ্লিষ্য ভীষ্মস্তু হর্ষাদশ্রূণ্যবর্তয়ৎ।"

(আদিপর্ব—১১৩ অধ্যায়, ৪৪ শ্লোক)

ভীষ্ম পুত্র পাণ্ডুকে আলিঙ্গন পূর্বক অতিশয়িত আনন্দে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাভারতের এই ব্যবহার অতিশয় হৃদয়স্পর্শী। ভীষ্মের ভ্রাতা বিচিত্রবীর্যের পুত্র পাণ্ডু, ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতিকে ভীষ্ম সর্বদাই পুত্র মনে করিয়াছেন। ভ্রাতার পুত্রও পুত্রই বটে।

মনুও বলিয়াছেন—

ভ্রাতৄণামেকজাতানামেকশ্চেৎ পুত্রবান্ ভবেৎ।
সর্বান্ তান্ তেন পুত্রেণ পুত্রিণো মনুরব্রবীৎ ॥

(মনু ৯ অধ্যায়, ১৮২ শ্লোক)

এক পিতার যতটি পুত্র তাহাদের মধ্যে একজনও পুত্রবান্ হইলে সেই পুত্র দ্বারা অন্য পুত্রেরাও পুত্রবান্ হইবে। সুতরাং বিচিত্রবীর্যের পুত্রদ্বারা ভীষ্মও পুত্রবান্ হইয়াছিলেন। অনন্তর দিগ্বিজয়লব্ধ ধনরাশি ভীষ্মকে, সত্যবতীকে ও নিজের মাতা অম্বালিকাকে এবং **বিদুরকে প্রদান করিয়াছিলেন।**

"ভীষ্মায় সত্যবত্যৈ চ মাত্রে চোপজহার সঃ।
বিদুরায় চ বৈ পাণ্ডুঃ প্রেষয়ামাস তদ্ধনম্ ॥"

(সম্ভবপর্ব—১১৪ অধ্যায়, ১।২ শ্লোক)

মহারাজ পাণ্ডুর দিগ্বিজয়লব্ধ অর্থ পাণ্ডু **নিজেই কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিদুরকে প্রদান করিয়াছিলেন** এবং বিদুরও তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার দ্বারা কি বুঝিতে পারা যায় বিদুর ভিক্ষোপজীবী ছিলেন অথবা বিদুর পর্ণকুটির নিবাসী ছিলেন। পর্ণকুটিরে বাস করিলে বিদুর এই অগণিত ধনরত্নরাশি রাখিলেন কোথায়? "বিদুরের খুদকুঁড়া" নিতান্তই যে কুকল্পনা তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

বিদুরের বিবাহ

অনেকে জানেন, বিদুর সংসার-বিরক্ত বৈষ্ণব ছিলেন এবং ভিক্ষোপজীবী ছিলেন কিন্তু বিদুরের স্ত্রী পুত্রাদির কথা কেহ কল্পনাও করে না, অথচ মহাভারতে বিদুরের উপযুক্ত স্থলে বিবাহ এবং বিবাহিত পত্নীর গর্ভে বিদুরের বহু পুত্রের উৎপত্তির কথা বর্ণিত আছে।

মহাভারতের আদিপর্বে ১১৪ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে—

"অথ পারসবীং কন্যাং দেবকস্য মহীপতেঃ।
রূপযৌবনসম্পন্নাং স শুশ্রাবাপগা-সুতঃ॥
ততস্তু বরয়িত্বা তামানীয় ভরতর্ষভঃ।
বিবাহং কারয়ামাস বিদুরস্য মহামতেঃ।"

(আদিপর্ব—১১৪ অধ্যায়, ১২-১৩ শ্লোক)

ইহার অভিপ্রায়—ভীষ্ম, দেবক নামক মহীপতির একটি রূপযৌবনসম্পন্না কন্যা আছে শুনিয়াছিলেন। সে কন্যাও পারসবী। বিদুরও পারসব ছিলেন। এজন্য তাঁহারই তুল্য পারসবী কন্যার সহিতই বিদুরের বিবাহ হইয়াছিল। এই পারসবী কন্যার কথা শ্রবণ করিয়া মহামতি ভীষ্ম, স্বীয় পুত্র বিদুরের বিবাহের জন্য সেই কন্যাকে বরণ করিয়া হস্তিনায় আনয়ন করিয়াছিলেন এবং সেই কন্যার সহিত বিদুরের বিবাহ প্রদান করিয়াছিলেন। ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর যেরূপ বিবাহ প্রদান করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভীষ্মই নিজে বিদুরেরও বিবাহ প্রদান করিয়াছিলেন। বিদুরের পত্নীর বিশেষ কোন নাম মহাভারতে উল্লিখিত হয় নাই। বিদুর স্বীয় বিবাহিত পত্নীর গর্ভে বিদুরসদৃশ গুণসম্পন্ন বহু পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন।

"তস্যাঞ্চোৎপাদয়ামাস বিদুরঃ কুরুনন্দনঃ।
পুত্রান্ বিনয়সম্পন্নানাত্মনঃ সদৃশান্ গুণৈঃ॥

(আদিপর্ব—১১৪ অধ্যায়. ১৪ শ্লোক)

ইহার অর্থ কুরুনন্দন বিদুর তাঁহার বিবাহিত পত্নীর গর্ভে বহু পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত পুত্র বিনয়সম্পন্ন এবং বিদুরের সদৃশ গুণশালী হইয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে— বিদুর বিবাহ করিয়াছিলেন এবং বহুগুণসম্পন্ন অনেক পুত্রও উৎপাদন করিয়াছিলেন। ভিক্ষোপজীবী বিদুরের সহিত মহীপতির কন্যার বিবাহ কোনক্রমেই সঙ্গত হইতে পারে না।

সম্ভবপর্বের ১১৫ অধ্যায়ে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর পুত্রগণের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্যোধন যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই সময়ে বহু দুর্নিমিত্ত প্রকাশ হওয়ার মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন এবং সেই সময়ে ভীষ্ম, বিদুর, ব্রাহ্মণগণ ও সুহৃদ্বর্গকে আনয়ন করিয়া এই দুর্নিমিত্তের ফল কি হইতে পারে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

তখন বিদুর বলিয়াছিলেন—**হে মহারাজ, তোমার জ্যেষ্ঠপুত্রের জন্মগ্রহণ মাত্রই যে সমস্ত দুর্নিমিত্ত পরিলক্ষিত হইতেছে তাহাতে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, তোমার এই পুত্র কুলান্তকারী অর্থাৎ বংশের বিনাশকারী হইবে।** ইহাকে পরিত্যাগ করিলে শান্তি হইবে এবং ইহাকে রক্ষা করিলে মহান্ অনর্থ হইবে। এক পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াও তোমার একশত পুত্রকে সুরক্ষিত কর। এই বংশের শান্তি ইচ্ছা করিলে তোমার এই জ্যেষ্ঠ পুত্রকে পরিত্যাগ করা উচিত। এক পুত্র ত্যাগ করিয়া বংশের এবং জগতের শান্তিবিধান কর। কুল রক্ষা করিবার জন্য একজনের পরিত্যাগ এবং গ্রামরক্ষার জন্য কুলের পরিত্যাগ, জনপদ রক্ষার জন্য গ্রামের পরিত্যাগ এবং আত্মার জন্য পৃথিবীকে পরিত্যাগ করিবে।

বিদুর এইরূপ বলিলেও ধৃতরাষ্ট্র পুত্রস্নেহবশতঃ দুর্যোধনকে ত্যাগ করেন নাই। ইহাতে বুঝিতে পারা যায়, রাজপরিবারে কোন দুর্দৈব উপস্থিত হইলে তাহার সমাধানের জন্য সকলেই বিদুরের প্রতীক্ষা করিতেন। ইহাতে রাজপরিবারে বিদুরের যে প্রাধান্য ছিল তাহা বুঝিতে পারা যায়।

সম্ভবপর্বের ১২৬ অধ্যায়ে মহারাজ পাণ্ডু ও মহারাণী মাদ্রীর মৃতদেহ লইয়া শতশৃঙ্গপর্বত নিবাসী ঋষিগণ গুহ্যক ও চারণগণের সহিত মিলিত হইয়া হস্তিনানগরীতে আসিয়াছিলেন এবং হস্তিনা-নগরীতে আসিয়া তাঁহারা ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, ভীষ্ম প্রভৃতিকে যে-ভাবে

পাণ্ডুর ও মাদ্রীর মৃত্যু হইয়াছে এবং যেভাবে পঞ্চপাণ্ডবের উৎপত্তি হইয়াছে তাহা সমস্ত কীর্তন করিয়া রাজোচিত সংস্কার লাভের জন্য পাণ্ডু ও মাদ্রীর মৃতদেহদ্বয় এবং পঞ্চপাণ্ডব ও বিধবা মহারাণী কুন্তীকে ধৃতরাষ্ট্রাদির নিকটে সমর্পণ করিয়া তাঁহারা অন্তর্হিত হইয়াছিলেন।

১২৭ অধ্যায়ে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, মহারাজ পাণ্ডু ও মাদ্রীর মৃতদেহ সৎকারের জন্য **বিদুরকে আদেশ** করিয়াছিলেন।

"পাণ্ডোর্বিদুর সর্বাণি প্রেতকার্যাণি কারয়।
রাজবদ্ রাজসিংহস্য মাদ্র্যাশ্চাপি বিশেষতঃ ॥"

(সম্ভবপর্ব—১২৭ অধ্যায়, ১ শ্লোক)

ইহার অভিপ্রায়— হে বিদুর, তুমি রাজসিংহ পাণ্ডুর ও মাদ্রীর সমুদায় প্রেতকার্য রাজোচিতভাবে করাও।

তৎপর মহাভারতে বলা হইয়াছে—

"বিদুরস্তং তথেত্যুক্ত্বা ভীষ্মেণ সহ ভারত।
পাণ্ডুং সংস্কারয়ামাস দেশে পরমপূজিতে ॥"

(সম্ভবপর্ব—১২৭ অধ্যায় ৫ শ্লোক)

ইহার অভিপ্রায়—মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞানুসারে বিদুর ভীষ্মের সহিত মিলিত হইয়া পরমপূজিত দেশে পাণ্ডুর সংস্কার করাইয়াছিলেন। ইহাতেও রাজপরিবারে বিদুরের প্রাধান্য বুঝিতে পারা যায়।

এই সম্ভবপর্বের ১২৮ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির, দুর্যোধন প্রভৃতি কুরুকুমারগণের গঙ্গাতে জলক্রীড়া বর্ণিত হইয়াছে। এই জলক্রীড়া উপলক্ষ্যে দুর্যোধন স্বীয় হস্তে কালকূটবিষমিশ্রিত বহুবিধ সুভক্ষ্য অন্ন ভীমের মুখে উঠাইয়া দিয়াছিলেন। ভীমও অশঙ্কচিত্তে সেই দারুণবিষমিশ্রিত অন্ন বহু পরিমাণে ভোজন করিয়াছিলেন। ভীম বিষপানে খিন্ন এবং জলক্রীড়ায় পরিশ্রান্ত হইয়া শয়ন করিলে দুর্যোধন ভীমকে নানাবিধ লতাপাশে বন্ধন
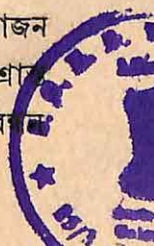
করিয়া গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। পরিশ্রান্ত কুমারগণ সকলেই সুখসুপ্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর তাঁহারা নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কেহই ভীমকে দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর ভীমকে পরিত্যাগ করিয়াই তাঁহারা হস্তিনানগরে আগমন করিলেন এবং মহারাজ যুধিষ্ঠির শঙ্কিতচিত্তে মাতার নিকটে আসিয়া ভীমের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, ভীম হয়ত তাঁহাদের পূর্বেই হস্তিনায় চলিয়া আসিয়াছেন কিন্তু ভীম পূর্বেই হস্তিনাতে উপস্থিত হন নাই জানিয়া মাতার সহিত তাহারা সকলেই শঙ্কাকুল হইলেন এবং ভীমের মৃত্যু হইয়াছে এইরূপ আশঙ্কা করিয়া মনে করিলেন অতি পাপবুদ্ধি দুর্যোধন হয়ত জলক্রীড়াচ্ছলে ভীমের বিনাশসাধন করিয়াছেন। তখন কুন্তী অতি ব্যাকুল হইয়া মহামতি বিদুরকে আনয়ন করিলেন।

বিদুরকে কুন্তী বলিলেন—

ক্ষত্তারমানায্য তদা কুন্তী বচনমব্রবীৎ।
ক্ব গতো ভগবন্ ক্ষত্তর্ভীমসেনো ন দৃশ্যতে ॥
উদ্যানান্নির্গতাঃ সর্ব্বে ভ্রাতরো ভ্রাতৃভিঃ সহ।
তত্রৈকস্তু মহাবাহুর্ভীমো নাভ্যেতি মামিহ ॥
ন চ প্রীণয়তে চক্ষুঃ সদা দুর্যোধনস্য সঃ।
ক্রূরোঽসৌ দুর্মতিঃ ক্ষুদ্রো রাজ্যলুব্ধোঽনপত্রপঃ ॥
নিহন্যাদপি তং বীরং জাতমন্যুঃ সুযোধনঃ।
তেন মে ব্যাকুলং চিত্তং হৃদয়ং দহ্যতীব চ ॥

(আদিপর্ব—১২৯ অধ্যায় ১৩—১৬ শ্লোক)

ইহার অভিপ্রায়—কুন্তী কহিলেন, হে ভগবন্ ক্ষত্তঃ। জলক্রীড়া হইতে ভীমসেন ফিরিয়া আসে নাই। সকল ভ্রাতারাই ফিরিয়া আসিয়াছে, কেবল এক ভীমই ফিরিয়া আসে নাই। ভীম দুর্যোধনের চক্ষুর প্রীতিজনক নহে। দুর্যোধন ক্রূর, দুর্মতি, ক্ষুদ্রচেতা, রাজ্যলুব্ধ এবং নির্লজ্জ। ভীমের প্রতি ক্রুদ্ধ দুর্যোধন ভীমকে

বধ করিয়াও থাকিতে পারে। এজন্য আমার চিত্ত বড় ব্যাকুল হইয়াছে, হৃদয় দগ্ধ হইতেছে।

তখন বিদুর বলিয়াছিলেন—

মৈবং বদস্ব কল্যাণি, শেষসংরক্ষণং কুরু।
প্রত্যাদিষ্টো হি দুষ্টাত্মা শেষেঽপি প্রহরেত্তব॥
দীর্ঘায়ুষস্তব সুতা যথোবাচ মহামুনিঃ।
আগমিষ্যতি তে পুত্রঃ প্রীতিঞ্চোৎপাদয়িষ্যতি॥

(সম্ভবপর্ব—১২৯ অধ্যায়, ১৭-১৮ শ্লোক)

বিদুর বলিয়াছিলেন, হে কল্যাণি, আপনি এরূপ বলিবেন না। আপনার অবশিষ্ট পুত্রগণের রক্ষা করুন। ভীমের মৃত্যুতে দুর্যোধনকে দোষী করিলে সেই দুষ্টাত্মা দুর্যোধন আপনার অবশিষ্ট পুত্রগণকেও বিনাশ করিতে পারে। আপনার পুত্রগণ সকলেই দীর্ঘায়ু ইহা মহামুনি ব্যাস বলিয়াছেন। ভীম অবশ্যই ফিরিয়া আসিবে এবং আপনার প্রীতি উৎপাদন করিবে। এখানে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বিধবা রাণী কুন্তী, হস্তিনানগরীতে বান্ধবগণ পরিবৃত হইয়া অবস্থান করিলেও তিনি বিদুরকেই বিপদের একমাত্র বান্ধব বুঝিয়াছিলেন। এজন্য তিনি নিজের দুঃখের কথা অন্যকে না বলিয়া বিদুরকেই বলিয়াছিলেন। বিদুরও দীর্ঘদর্শী বুদ্ধিমানের মতই পরামর্শ দিয়াছিলেন। হস্তিনা নগরীতে মহারাণী কুন্তীর অসহায়তা বিদুরই একমাত্র অনুভব করিয়াছিলেন। বিপদে তিনিই কুন্তীর সহায় ছিলেন। যাহা হউক, ভীম গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হইয়া নাগলোকে নীত হন। তখন নাগগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া নাগলোকে রসায়ন পান করিয়া প্রবৃদ্ধবল হইয়া জলক্রীড়ার অষ্টম দিবসে মাতার নিকটে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

যখন কুরুপাণ্ডব কুমারগণ দ্রোণাচার্যের নিকটে অস্ত্রগ্রাম শিক্ষা করিয়া কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন তখন তাঁহাদের অস্ত্র-কৌশল পরীক্ষা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে এই কথা দ্রোণাচার্য

ধৃতরাষ্ট্রের নিকট বলিয়াছিলেন। তখন ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে আদেশ করিয়াছিলেন—হে বিদুর, দ্রোণাচার্য যেরূপ আদেশ করিবেন সেইরূপ অনুষ্ঠান কর। এই কথা বলিলে বিদুর দ্রোণাচার্যকে সঙ্গে করিয়া রাজগৃহ হইতে বাহিরে আগমন করেন এবং কুমারগণের অস্ত্রশিক্ষা প্রদর্শনের যোগ্য ভূমি নিরূপণ করেন। কুমারেরা যেস্থানে অস্ত্রকৌশল প্রদর্শন করিবেন সেই ভূমির নাম রঙ্গভূমি। সেই রঙ্গভূমিতে দর্শকগণের জন্য প্রেক্ষাগৃহ সমুদয় নির্মিত হইয়াছিল এবং অস্ত্ররক্ষার জন্য আয়ুধাগার এবং স্ত্রীলোকদের দর্শন করিবার জন্য পৃথক্ গৃহ নির্মিত হইয়াছিল। সেই রঙ্গভূমিতে দর্শকদের জন্য নানাবিধ মঞ্চ নির্মিত হইয়াছিল। কুমারগণের যুদ্ধক্রীড়া দর্শন করিবার জন্য সমস্ত দর্শকগণ সমাগত হইলে সচিবগণ পরিবৃত হইয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, বিদুর প্রভৃতি যথাস্থানে উপবেশন করিয়াছিলেন এবং গান্ধারী, কুন্তী প্রভৃতি রাজবধূগণ তাহাদের প্রেষ্যাগণের সহিত মঞ্চারোহণ পূর্বক যুদ্ধক্রীড়া দর্শনের জন্য উপবেশন করিয়াছিলেন। ক্রমশঃ সেই রঙ্গভূমিতে অস্ত্রশস্ত্র ও পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া কুরুপাণ্ডব কুমারেরা জ্যেষ্ঠানুক্রমে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিয়া স্ব স্ব শক্তি অনুসারে ও শিক্ষা অনুসারে অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োগ দেখাইতে লাগিলেন। এই সময়ে অন্ধ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে মহামতি বিদুর ও মহারাণী গান্ধারীর নিকটে কুন্তী উপবেশন করিয়া কুমারগণের পরিচয় ও তাহাদের অস্ত্রক্রীড়ার বর্ণনা করিয়াছিলেন। সেই রঙ্গভূমিতে যুদ্ধক্রীড়া প্রদর্শনের জন্য যখন মহাবীর অর্জুন প্রবেশ করিয়াছিলেন তখন সেই রঙ্গভূমিতে তুমুল হর্ষধ্বনি ও কোলাহল উত্থিত হইয়াছিল। তখন এই ঘোর কোলাহল শ্রবণ করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত হৃষ্টচিত্ত হইয়া বিদুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—হে বিদুর, বিক্ষুব্ধ মহাসমুদ্রের নির্ঘোষের মত কি জন্য এই জনকোলাহল উত্থিত হইয়াছে? মনে হইতেছে যেন আকাশ বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে।

তদুত্তরে **বিদুর বলিয়াছিলেন—**

"এষ পার্থো মহারাজ ফাল্গুনঃ পাণ্ডুনন্দনঃ।
অবতীর্ণঃ সকবচস্তত্রৈষ সুমহাস্বনঃ॥

(সম্ভবপর্ব—১৩৫ অধ্যায়, ১৬ শ্লোক)

বিদুর বলিয়াছিলেন—হে মহারাজ, কবচাবৃত হইয়া পাণ্ডুনন্দন অর্জুন রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিয়াছেন। তাহার জন্যই এই কোলাহল।

মহাভারতের আদিপর্বে ১৪০ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হইয়াছে যে পাণ্ডুপুত্রেরা যখন সকলেই অত্যন্ত বলশালী ও যুদ্ধনিপুণ হইয়া নানাদেশ জয় করিতে থাকেন তখন পাণ্ডবগণের অতিবলশালিতার কথা অবগত হইয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের মনে পাণ্ডবদের প্রতি বিদ্বেষভাব উৎপন্ন হইয়াছিল।

দূষিতঃ সহসা ভাবো ধ্বতরাষ্ট্রস্য পাণ্ডুষু।
স চিন্তাপরমো রাজা ন নিদ্রামলভন্নিশি॥

(সম্ভবপর্ব—১৩৯ অধ্যায়, ২৭ শ্লোক)

ততঃপর ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া কর্তব্য নির্ধারণের জন্য রাজনীতিশাস্ত্রবিৎ মন্ত্রী কণিককে আহ্বান করিয়া তাহার নিকটে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। কণিক রাজনীতি অনুসারে অতি কূট নীতি ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে বলিয়াছিলেন। এই কণিকের নীতি অনুসারে অনুশিষ্ট হইয়া ধৃতরাষ্ট্র কুন্তীর সহিত পাণ্ডবগণকে বিনষ্ট করিবার জন্য জতুগৃহের আয়োজন করিয়াছিলেন।

জতুগৃহ পর্বের প্রারম্ভে বলা হইয়াছে—শকুনি, দুর্যোধন, দুঃশাসন ও কর্ণ এই চারজন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের অনুজ্ঞা অনুসারে সপুত্র কুন্তীকে অগ্নিতে দগ্ধ করিতে মন্ত্রণা করিয়াছিলেন। যখন ইঁহারা এইরূপ ক্রূর মন্ত্রণা করিতেছিলেন তখন **মহামতি বিদুর** তাঁহাদের ইঙ্গিত ও ভাবদ্বারা এবং তাঁহাদের আকারপ্রকার দ্বারা তাঁহারা যে পাণ্ডবদের প্রতিকূল অতি ক্রূর মন্ত্রণা করিতেছিলেন তাহা

বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা কীদৃশ ক্রূর মন্ত্রণা করিতেছিলেন তাহাও বলা হইয়াছে।

"তেষামিঙ্গিতভাবজ্ঞো বিদুরস্তত্ত্বদর্শিবান্।
আকারেণ চ তং মন্ত্রং বুবুধে দুষ্টচেতসাম্॥"

(জতুগৃহপর্ব—১৪১ অধ্যায়, ৩ শ্লোক)

অর্থাৎ তাহাদের নেত্রবক্ত্রাদির বিকারের দ্বারা তাহাদের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ভীমের বলাধিক্য ও অর্জুনের অসাধারণ অস্ত্রজ্ঞতা দর্শন করিয়া দুর্যোধন অত্যন্ত দুর্মনা হইয়া সন্তাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন। কর্ণ ও শকুনি ইহারা অনেক ক্রূর উপায়ের দ্বারা তাহাদের বিনাশে যত্ন করিয়াছিলেন। পাণ্ডবেরাও **বিদুরের অনুশাসনে** স্থিত হইয়া শকুনি প্রভৃতিদের অনুষ্ঠিত ক্রূর কর্মের প্রতিকার করিতেছিলেন। কিন্তু শকুনি প্রভৃতিদের অনুষ্ঠিত দুষ্কার্যের প্রখ্যাপন করেন নাই। বিদুরের পরামর্শ অনুসারেই তাহা করেন নাই। তাহারা গুপ্তভাবে যে সমস্ত অনিষ্টের চেষ্টা করিয়াছিল তাহা প্রখ্যাপন করিলে তাহারা প্রকাশ্যভাবেই পাণ্ডবদের অনিষ্ট করিত।

পাণ্ডবদিগকে অতি গুণজ্ঞ দর্শন করিয়া পুরবাসিগণ পাণ্ডবদের অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়াছিল এবং নগরবাসিগণ নানাস্থানে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সভা চত্বর প্রভৃতিতে এইরূপ বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল যে, ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ বলিয়া রাজ্যলাভ করিতে পারেন নাই এবং ভীষ্ম পূর্বেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছেন, এজন্য পাণ্ডুই রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন। স্বর্গত পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠপুত্র যুধিষ্ঠির অত্যন্ত গুণশালী, এজন্য আমরা অতি সত্বর পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠপুত্র যুধিষ্ঠিরকেই রাজ্যে অভিষিক্ত করিব। যুধিষ্ঠির রাজা হইলে তিনি ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রের পালন পোষণাদি করিবেন। ইহা কি রাজতন্ত্র ব্যবস্থা? অথবা প্রজাতন্ত্র ব্যবস্থা?

পৌরবর্গের এই সমস্ত কথা অবগত হইয়া দুর্মতি দুর্যোধন অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়াছিলেন এবং পৌরগণের মন্ত্রণার প্রতিকার করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন এবং ঈর্ষ্যায় অতিশয়-দগ্ধ হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে গমন করিয়াছিলেন। দুর্যোধন বলিয়াছিলেন— পুরবাসিগণের অমঙ্গল সঙ্কল্প আমি শ্রবণ করিয়াছি। তোমাকেও ভীষ্মকে অনাদর করিয়া তাহারা যুধিষ্ঠিরকেই রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে উদ্‌যুক্ত হইয়াছে। তুমি জীবিত থাকিতেই যদি যুধিষ্ঠির রাজ্যে অভিষিক্ত হয় তবে পুত্রপৌত্রাদির সহিত আমাদের আর রাজ্যে কোন অধিকার থাকিবে না। আর তাহাতে আমাদের প্রকারান্তরে বিনাশই হইবে। দুর্যোধনের এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া এবং **মন্ত্রী কণিকের নীতি অবগত** হইয়া ধৃতরাষ্ট্র দ্বিধাচিত্ত ও শোকার্ত হইয়াছিলেন। তখন দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসন এই চারজন একত্রিত হইয়া মন্ত্রণা স্থির করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছিলেন, হস্তিনানগরী হইতে যুধিষ্ঠিরাদিকে কোন দূরস্থানে নির্বাসিত কর। আমাদের মনে হয়, বারণাবত নগরী সমৃদ্ধ এবং সেই স্থানে উৎসবের আয়োজন হইতেছে। এই উৎসব দর্শন উপলক্ষ্য করিয়া যুধিষ্ঠিরাদিকে বারণাবত নগরীতে পাঠাইয়া দাও। সুকৌশলে এই কার্য কর যাহাতে যুধিষ্ঠিরাদি তাহারা যে নির্বাসিত হইতেছে এইরূপ বুঝিতে না পারে।

যুধিষ্ঠিরাদির প্রতি বান্ধববর্গের ও পৌরবর্গের অতিশয়িত অনুরাগের কথা চিন্তা করিয়া যুধিষ্ঠিরাদিকে হস্তিনা হইতে বহিষ্কৃত করিতে ধৃতরাষ্ট্র ভীত হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর এবং কৃপাচার্য ইঁহারা সকলেই যুধিষ্ঠিরের পক্ষ অবলম্বন করিবেন বলিয়া যুধিষ্ঠিরকে হস্তিনা হইতে বহিষ্কৃত করা সহজসাধ্য হইবে না—এইরূপ মনে করিয়াছিলেন। তাহাতে দুর্যোধন নানা যুক্তি দেখাইয়া মৃদুভাবে সাম উপায় অবলম্বন পূর্বক যুধিষ্ঠিরাদিকে বারণাবত নগরে প্রেরণ করা হউক, তাহারা

কিছুদিন হস্তিনা হইতে দূরে অবস্থান করিলে সমস্ত বান্ধববর্গ ও পৌরবর্গকে আমি দানমান দ্বারা আয়ত্ত করিব—ইহারা আমার আয়ত্ত হইলে আর যুধিষ্ঠিরাদি কিছু করিতে পারিবে না। বারণাবত নগরীতে পশুপতি মহাদেব প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময়ে সেই স্থানে পশুপতির যাত্রোৎসবাদি হইবে—ইহাই উপলক্ষ্য বলিয়া যুধিষ্ঠিরাদিকে বারণাবতে প্রেরণ করা হউক।

পাণ্ডবগণের বারণাবত নগরীতে গমন স্থিরীকৃত হইলে দুর্যোধন অতি হৃষ্টমনে পুরোচন নামক একজন ম্লেচ্ছ শিল্পীকে বারণাবতে জতুগৃহ নির্মাণ করিতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। গালা বা লাক্ষাকে জতু বলে। ইহা অতিশয় আগ্নেয়। জতু, বসা, ঘৃত, সর্জরস, (ধূনা), শণ প্রভৃতি আগ্নেয় দ্রব্যের দ্বারা অতি সুরম্য জতুগৃহ নির্মিত হইয়াছিল। এই জতুগৃহে পাণ্ডবদের অবস্থানের ব্যবস্থা করিয়া সেই গৃহে অগ্নিপ্রদানপূর্বক পাণ্ডবদিগকে দগ্ধ করাই দুর্যোধনের অভিপ্রায় ছিল। **মহামতি বিদুর** দুর্যোধনাদির এই অতি ক্রূর মন্ত্রণা সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

যখন পাণ্ডবেরা হস্তিনা হইতে বারণাবতে গমন করেন তখন তাঁহারা হস্তিনাস্থিত সুহৃদ্, বান্ধববর্গ, মাতৃবর্গ, সখিবর্গ এবং পৌরবর্গের সহিত নিজেদের বৃত্তান্ত বলিয়া তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য অভিবাদনাদি করিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন। তখন হস্তিনার পৌরবর্গ ও ব্রাহ্মণবর্গ পাণ্ডুপুত্রগণকে অতি দুঃখিত ও দীন দর্শন করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে বহু নিন্দা করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা হস্তিনা পরিত্যাগ করিয়া যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরও তাহাদিগকে নানা মধুর বাক্যে আশ্বাসন করিয়া প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছিলেন। যখন পৌরবর্গ যুধিষ্ঠিরের নিকট হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিল তখন **মহামতি বিদুর** পাণ্ডবদিগকে সতর্ক করিবার জন্য **ম্লেচ্ছভাষা** অবলম্বন করিয়া উপস্থিত বিপদের

কথা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন এবং উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধারের উপায়ও বলিয়া দিয়াছিলেন। জনসাধারণ যাহাতে বিদুরের কথা বুঝিতে না বুঝিতে পারে এ জন্যই বিদুর ম্লেচ্ছভাষা অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই ভাষা পাণ্ডবদের মধ্যে মাত্র যুধিষ্ঠিরই অবগত ছিলেন।

পৌরেষু বিনিবৃত্তেষু বিদুরঃ সত্যধর্ম্মবিৎ।
বোধয়ন্ পাণ্ডবশ্রেষ্ঠমিদং বচনমব্রবীৎ॥

(জতুগৃহপর্ব—১৪৫ অধ্যায় ১৯ শ্লোক)

ইহার অভিপ্রায়, বারণাবত গমনে যুধিষ্ঠিরের অনুবর্তন করিবার জন্য যে সমস্ত পুরবাসিগণ আসিয়াছিল তাহারা যখন যুধিষ্ঠিরের নিকট হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিল তখন সত্যধর্মবিদ্ বিদুর পাণ্ডবশ্রেষ্ঠকে দুর্যোধনের কাপট্য জ্ঞাপন করিবার জন্য এই বাক্য বলিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরাদিকে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া বধ করিবার জন্য যে অতি ক্রুর মন্ত্রণা কর্ণ, দুর্যোধন, দুঃশাসন ও শকুনি এই চারজন স্থির করিয়াছিলেন তাহা তাহাদের ইঙ্গিত, আকার হাব-ভাব হইতে সম্পূর্ণ অবগত হইয়া এই বিপদ হইতে পাণ্ডবগণকে উদ্ধার করিবার জন্য বিদুর ম্লেচ্ছভাষাতে বলিয়াছিলেন। তাহাতে যুধিষ্টির ভিন্ন আর কেহই বিদুরের উক্তি বুঝিতে পারেন নাই। যদিও বিদুর যুধিষ্ঠিরকে ম্লেচ্ছভাষায় বলিয়াছিলেন তথাপি ভগবান ব্যাস সেই সমস্ত উক্তিকে **সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করিয়া বলিয়াছেন।**

এস্থলে **টীকাকার নীলকণ্ঠ** বলিয়াছেন—

"যদ্যপি যুধিষ্ঠিরং প্রতি বিদুরেণ ম্লেচ্ছভাষয়া উক্তং
তথাপি ব্যাসেন তৎ সংস্কৃতেনৈবোপনিবদ্ধম্।"

(জতুগৃহপর্ব—১৪৫ অধ্যায়, ২০ শ্লোক)

বিদুর যখন যুধিষ্ঠিরকে দুর্যোধনের কপট অভিপ্রায় শুনাইতে ছিলেন সেই সময় অপর পাণ্ডবেরা ও কুন্তী উপস্থিত ছিলেন কিন্তু

তাঁহারা বিদুরের কথা কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। এজন্য বিদুর পাণ্ডবদিগের নিকট হইতে চলিয়া গেলে মহারাণী কুন্তী যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

"অজাতশত্রুমাসাদ্য কুন্তী বচনমব্রবীৎ॥
ক্ষত্তা যদব্রবীদ্বাক্যং জনমধ্যেঽব্রুবন্নিব।
ত্বয়া চ স তথেত্যুক্তো জানীমো ন চ তদ্বয়ম্॥
যদিদং শক্যমস্মাভি র্জ্ঞাতুং ন চ সদোষবৎ।
শ্রোতুমিচ্ছামি তৎ সর্বং সংবাদং তব তস্য চ॥"

(জতুগৃহপর্ব—১৪৫ অধ্যায়, ২৯-৩১ শ্লোক)

কুন্তী বলিয়াছিলেন—হে যুধিষ্ঠির, বিদুর না বলার মত হইয়া তোমাকে যে বহু কথা বলিয়াছেন আর তুমিও তাহার উত্তরে "বুঝিয়াছি" বলিয়াছ তাহা আমরা কিছুই বুঝিতে পারি নাই। তাহা যদি আমাদের জানার যোগ্য হয় এবং আমাদের কাছে বলিলে কোন দোষ না হয় তবে বিদুর কি বলিয়াছেন তাহা আমরা জানিতে ইচ্ছা করি। এই শ্লোকে যে "অব্রুবন্নিব অব্রবীৎ" বলা হইয়াছে তাহার অর্থ—ম্লেচ্ছভাষা অব্যক্তবাক্ বলিয়া অব্যক্ত-বাক্যে বলা না বলারই তুল্য। এজন্যই কুন্তী "অব্রুবন্নিব" বলিয়াছেন।

তদুত্তরে যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন—তোমাদের বাসগৃহ অগ্নিতে দগ্ধ করা হইবে, তোমাদের বাসগৃহ আগ্নেয়, ইহা তোমরা সর্বদা স্মরণ রাখিবে। তোমাদের বাসস্থানের চতুর্দিকে সমস্ত পথ তোমরা অবগত থাকিবে। জিতেন্দ্রিয় পুরুষই বসুধার অধিপতি হইয়া থাকে। এই সমস্ত কথা বিদুর বলিয়াছিলেন এবং আমিও বলিয়াছিলাম, "অবগত হইয়াছি।" বিদুরের উক্তিতে বলা হইয়াছিল, **সজারুর গর্তের মত উভয়তোমুখ গর্তের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে অগ্নি ভয় হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।** আর সর্বদা বিচরণশীল হইলে চতুর্দিকে পথের সন্ধান পাওয়া যায়

এবং নক্ষত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে দিক্ নিরূপণ করিতে পারা যায়। নক্ষত্রবিদের দিক্-বিভ্রম হয় না। এইরূপে বিদুর যুধিষ্ঠিরের নিকটে দুর্যোধনের ক্রূর অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন।

যুধিষ্ঠির বারণাবতে উপস্থিত হইয়া তথায় দশদিন অবস্থান করিবার পরে দুর্যোধন কর্তৃক নিযুক্ত পুরোচন, যুধিষ্ঠিরাদির বাসোপযোগী অতি সুরম্য গৃহ যুধিষ্ঠিরাদির নিবাসের জন্য প্রদান করিয়াছিলেন। এই গৃহ বাহ্যতঃ মঙ্গলময় হইলেও বস্তুতঃ তাহা ঘোর অমঙ্গলময় ছিল। যুধিষ্ঠির এই গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া ভীমকে বলিয়াছিলেন—এই গৃহ আগ্নেয়। যুধিষ্ঠির গৃহের ভিত্তি প্রভৃতি আঘ্রাণ করিয়া ঘৃত জতু মিশ্রিতবসা-গন্ধ পাইয়াছিলেন। তাহাতে যুধিষ্ঠির সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন এই গৃহ আগ্নেয়। শণ, সর্জরস অর্থাৎ ধূনা, মুঞ্জতৃণ এবং বাঁশ ঘৃতযুক্ত করিয়া শিল্পিগণের দ্বারা সুষ্ঠুভাবে নির্মিত হইয়াছে। আমাদিগকে দগ্ধ করিবার জন্যই এই গৃহে আনা হইয়াছে। পাপবুদ্ধি পুরোচন দুর্যোধনের বশবর্তী হইয়া এই কার্য করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছে। মহাবুদ্ধি বিদুর এই সমস্ত বিষয় পূর্বেই দেখিতে পাইয়াছিলেন। আমাদের এই ঘোর বিপদ তিনি বুঝিতে পারিয়াই আমাকে সমস্ত কথা বুঝাইয়াছিলেন। **আমাদের সর্বদা হিতৈষী কণীয়ান্ পিতা বিদুর** স্নেহবশবর্তী হইয়া এই অমঙ্গল গৃহের কথা আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। দুর্যোধনানুবর্তী অনার্য শিল্পিগণকর্তৃক এই গৃহ নির্মিত হইয়াছে।

তাহাতে ভীম বলিয়াছিলেন—এই গৃহ আগ্নেয় বলিয়া যদি আপনি বুঝিতে পারিয়া থাকেন তবে আমরা ইতঃপূর্বে যেস্থানে ছিলাম সেই স্থানেই চলিয়া যাই। তাহাতে যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন—আমাদের তাহা করা সঙ্গত হইবে না কারণ সর্বতোভাবে আমরা আমাদের আকার ও অভিপ্রায়

প্রচ্ছন্ন রাখিয়া অপ্রমত্তভাবে এই স্থানে অবস্থান করিব। দুষ্টবুদ্ধি পুরোচন যদি লেশতঃও আমাদের আকার অভিপ্রায় বুঝিতে পারে তবে সেই ক্ষিপ্রকারী পুরোচন বলপূর্বক আমাদিগকে দগ্ধ করিবে। এই পুরোচন কোন অধর্ম কার্যের অনুষ্ঠানে কুণ্ঠিত নহে। আর আমরা যদি দাহের ভয়ে পলায়ন করি তবে দুর্যোধন রাজ্যলুব্ধ বলিয়া গুপ্তঘাতকের দ্বারাই আমাদের বধ করাইবে। দুর্যোধন পদস্থ, আমরা অপদস্থ। আমরা পক্ষহীন, সে সপক্ষ। আমরা হীনকোষ, সে মহাকোষ। এজন্য সে নানাবিধ উপায়ে আমাদেরবধ করিতে পারে। এজন্য আমরা এই পাপ পুরোচন ও সেই পাপ দুর্যোধনকে বঞ্চনাপূর্বক প্রচ্ছন্নভাবে অপ্রমত্ত হইয়া এইখানে অবস্থান করিব। এই সমস্ত আলোচনাতে জতুগৃহ পর্বের ১৪৬ অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

১৪৭ অধ্যায়ের প্রারম্ভে বলা হইয়াছে—মৃত্তিকা খননকার্যে অত্যন্ত নিপুণ বিদুরের কোন বিশেষ সুহৃৎ বারণাবতে আসিয়া যুধিষ্ঠিরকে একান্ত অবস্থায় দেখিয়া বলিয়াছিল—বিদুর আমাকে পাঠাইয়াছেন। আমি খননকার্যে অতি কুশল। বিদুর অতি গোপনভাবে আমাকে বলিয়াছেন, পাণ্ডবদের প্রিয় সম্পাদনের জন্য তুমি পাণ্ডবদের নিকট গমন করিয়া তোমার কার্যের কুশলতা জ্ঞাপন কর। আমি বিদুরের অতি বিশ্বস্ত লোক। আপনাদের কি করিতে হইবে বলুন। আগামী কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীর রাত্রিতে এই পুরোচন এই গৃহের দ্বারদেশে অগ্নিপ্রদান করিবে। কুন্তীর সহিত পাণ্ডবদিগকে দগ্ধ করার জন্য দুর্যোধন এই মন্ত্রণা করিয়াছে। আপনারা যখন হস্তিনা হইতে বারণাবতে আসিতেছিলেন, তখন বিদুর ম্লেচ্ছভাষাতে আপনাকে কিছু বলিয়াছিলেন। আপনিও “হাঁ বুঝিয়াছি” এরূপ বলিয়াছিলেন।

ইহা বিদুর আমাকে বলিয়া দিয়াছেন। আর ইহাতে আমিই যে বিদুরের বিশ্বস্ত লোক ইহা আপনি বুঝিতে পারিবেন। ইহাতে আমার প্রতি আপনার কোন অবিশ্বাসের কারণ থাকিবে না। এতদুত্তরে যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন—হে সৌম্য, তুমি যে বিদুরের সুহৃৎ ইহা আমি জানি। তুমি পবিত্রচেতা, আপ্ত এবং প্রিয় এবং বিদুরের প্রতি দৃঢ় ভক্তিসম্পন্ন। মহাবুদ্ধি বিদুরের কোন প্রয়োজনই অবিজ্ঞাত নাই। বিদুর যেমন তোমাকে বিশ্বাস করেন, আমরাও সেইরূপ তোমাকে বিশ্বাস করি। ততঃপর যুধিষ্ঠির অন্যের অলক্ষ্যে এই খনকদ্বারা গৃহমধ্যে বৃহৎ সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। অনন্তর একদিন রাত্রিকালে সকলে সুখসুপ্ত হইলে ভীম পুরোচনের গৃহে অগ্নি প্রদান করিয়া তাহাদের সেই আগ্নেয়গৃহেরও দ্বারদেশে অগ্নিসংযোগ করিয়া যখন দেখিলেন সমস্ত গৃহই প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে তখন মাতার সহিত পাণ্ডবেরা সেই খনক নির্মিত সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই সুড়ঙ্গপথে নির্গত হইয়া সকলের অলক্ষিতভাবে চার ভ্রাতা ও মাতাকে বহন করিয়া ভীম অতি দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা এইরূপে জতুগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গঙ্গাকূলে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং **এই সময় মহামতি বিদুর** নিজের কথিত সঙ্কেত অনুসারে গঙ্গাতীরস্থ অরণ্যে একজন বিশ্বস্ত লোককে পাঠাইয়াছিলেন। বিদুর প্রেরিত লোকটি পাণ্ডবেরা গঙ্গা পার হইবার জন্য কোথায় জল অল্প, কোথায় অধিক ইহা নিরূপণ করার চেষ্টা করিতেছেন এই অবস্থায় দেখিতে পাইল এবং এইরূপ ঘটনা যে হইবে তাহা মহাবুদ্ধি বিদুর পূর্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। গুপ্তচরের সাহায্যে বিদুর এই সমস্ত সংবাদ সর্বদাই সংগ্রহ করিতেন। বিদুর প্রেরিত এই লোকটি পাণ্ডবগণকে গঙ্গাপার করিবার জন্য একটি বিশিষ্ট নৌকা লইয়া উপস্থিত ছিল। মহাভারতে এই নৌকার যে বর্ণনা আছে তাহাতে এই

নৌকা যে সাধারণ নৌকা হইতে বিলক্ষণ তাহা বুঝিতে পারা যায়।

মহাভারতে বলা হইয়াছে—

“পার্থানাং দর্শয়ামাস মনো-মারুতগামিনীম্॥
সর্ববাতসহাং নাবং যন্ত্রযুক্তাং পতাকিনীম্।
শিবে ভাগীরথীতীরে নরৈর্বিশ্রম্ভিভিঃ কৃতাম্॥

[বিশ্রম্ভৈঃ শিল্পিভিঃ কৃতামিত্যপি পাঠঃ]

(আদিপর্ব—১৪৯ অধ্যায়, ৪-৫ শ্লোক)

বিদুর প্রেরিত লোকটি গঙ্গাপারেচ্ছু যুধিষ্ঠিরাদিকে একটি নৌকা দেখাইয়াছিল। সেই নৌকা মনের মত ও বায়ুর মত শীঘ্রগামী এবং অনুকূল প্রতিকূল সর্ববিধ বায়ুসহ। সেই নৌকা যন্ত্রযুক্ত ও পাতাকাযুক্ত। গঙ্গাতীরস্থ বিশিষ্ট শিল্পিগণের দ্বারা ইহা নির্মিত। সুতরাং ইহাতে বুঝিতে .পারা যায়, এই নৌকা আমাদের দেশী সাধারণ নৌকা নহে। এই লোকটিও যুধিষ্ঠিরের নিকটে আসিয়া যুধিষ্ঠিরকে বিদুর ম্লেচ্ছভাষায় যে উপদেশ করিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশের আবৃত্তি করিল এবং বলিল, এই সঙ্কেত বাক্য হইতে আপনি আমাকে বিদুরের বিশ্বস্ত লোক বলিয়া জানিতে পারিবেন। ততঃপর মহামতি বিদুর আমাকে তোমাদিগকে বলিবার জন্য বলিয়াছেন—কর্ণ এবং ভ্রাতৃগণ সমন্বিত দুর্যোধন ও শকুনিকে তোমরা যুদ্ধে পরাজিত করিয়া পৃথিবী ভোগ করিবে। তখন যুধিষ্ঠিরাদি সকলে বিদুরের পরামর্শমত সেই নৌকায় আরোহণ করিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই গঙ্গার অপর পারে গমন করিয়াছিলেন। ততঃপর **মহাভারতে আদিপর্বের ২০০ অধ্যায়ে বিদুরাগমন—রাজ্যলম্ভপর্ব বলা হইয়াছে।** পাণ্ডবেরা জতুগৃহদাহ হইতে কোন ক্রমে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নানাস্থান পরিভ্রমণপূর্বক বহু দুঃখপ্রাপ্ত হইয়া একচক্রা নগরীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেইখানে তাঁহারা দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সংবাদ শ্রবণ

করিয়া কুন্তীকে সঙ্গে লইয়া দ্রুপদরাজ্যে উপস্থিত হইয়া এক কুম্ভকারের কর্মশালাতে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় প্রদানপূর্বক প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করেন এবং স্বয়ংবর সভাতে ব্রাহ্মণরূপে পঞ্চপাণ্ডব উপস্থিত হইয়া অর্জুন লক্ষ্যভেদ করিয়া দ্রৌপদীকে লাভ করেন। ততঃপর দ্রৌপদীর সহিত পঞ্চপাণ্ডবের বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভাতে দুর্যোধন প্রভৃতি রাজন্যবৃন্দ সমাগত হইয়াছিলেন। কিন্তু দ্রৌপদীকে লাভ করিতে না পারিয়া ভগ্নদর্প হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং দ্রৌপদীকে অর্জুন লাভ করিয়াছেন ইহাও বিদুর জানিয়াছিলেন। **পাণ্ডবগণ** দ্রৌপদী লাভ করিয়াছেন এবং দুর্যোধন প্রভৃতি লজ্জিত ও ভগ্নদর্প হইয়া হস্তিনায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিলেন ইহা শুনিয়া মহামতি বিদুর অতিশয় হৃষ্ট হইয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট উপস্থিত হইয়া এই আনন্দ সংবাদ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে প্রদান করিয়াছিলেন—

"ততঃ প্রীতমনাঃ ক্ষত্তা ধৃতরাষ্ট্রং বিশাম্পতে।
উবাচ দিষ্ট্যা কুরবো বর্ধন্ত ইতি বিস্মিতঃ ॥"

(আদিপর্ব—২০০ অধ্যায়, ১৭ শ্লোক)

এস্থলে বিদুর চতুরতাপূর্বক ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে গিয়া বলিয়াছিলেন—হে মহারাজ, কুরুবংশের অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে। দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে দ্রৌপদীকে লাভ করিয়া কৌরবগণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র মনে করিয়াছিলেন—বোধ হয়, দুর্যোধনই স্বয়ংবরে দ্রৌপদীকে লাভ করিয়াছেন। আর এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র অতিশয় প্রসন্ন হইয়া বলিয়াছিলেন—বহু সুবর্ণালঙ্কার দ্রৌপদীকে দেওয়া হউক এবং দ্রৌপদী ও দুর্যোধনকে আমার নিকটে আনয়ন কর। ধৃতরাষ্ট্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া বিদুর বলিলেন, মহারাজ দ্রৌপদী পাণ্ডবগণকে বরণ করিয়াছে। পাণ্ডবগণ কুশলে আছে এবং

মহারাজ দ্রুপদ কর্তৃক অতিশয় সম্মানিত হইয়াছে। মহারাজ দ্রুপদের সম্বন্ধী বান্ধবগণ এই স্বয়ংবরে পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইয়াছে।

(আদিপর্ব—২০০ অধ্যায়, ২০-২২ শ্লোক)

ইহা শ্রবণ করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডুর পুত্র হইলেও তাহারা আমারও পুত্র। তাহাদের প্রতি আমার অত্যধিক প্রীতি আছে। এজন্য আমি এই সংবাদে অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। পাণ্ডবেরা কুশলে আছে এবং তাহারা মিত্রলাভ করিয়াছে ইহাতে আমি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। আজ দ্রুপদ পক্ষীয়গণ পাণ্ডবদের সম্বন্ধী হইয়াছে। দ্রুপদপক্ষীয়গণ অতি বলশালী এবং তাহারা সংখ্যায় ও অধিক। সবান্ধব মহারাজ দ্রুপদকে মিত্ররূপে লাভ করিয়া আমরা অতিশয় প্রীত হইয়াছি। অনন্তর বিদুর বলিলেন—মহারাজ, আপনি আজ যাহা বলিতেছেন পাণ্ডবগণের প্রতি আপনার এই বুদ্ধি চিরকাল থাকুক। এই বলিয়া বিদুর স্বভবনে গমন করিলেন।

(আদিপর্ব—২০০ অধ্যায়, ২৩-২৬ শ্লোক)

অনন্তর দুর্যোধন ও কর্ণের সহিত ধৃতরাষ্ট্রের যখন কথা হইয়াছিল তখন দুর্যোধন বলিয়াছিলেন—মহারাজ, বিদুর নিকটে ছিলেন বলিয়া আমরা কোন কথা বলিতে পারি নাই। এখন তুমি একাকী আছ বলিয়া বলিতেছি। তোমার কি মতিবিভ্রম ঘটিয়াছে? শত্রু পাণ্ডবগণের বৃদ্ধিতে তুমি নিজের বৃদ্ধি মনে করিতেছ? বিদুরের সমক্ষে তুমি শত্রু পাণ্ডবগণেরই স্তুতি করিতেছিলে? শত্রু পাণ্ডবগণের বলবিঘাতই আমাদের একমাত্র কর্তব্য। তাহাদের বিনাশ করিতে না পারিলে আমরাই বিনষ্ট হইব। তদুত্তরে ধৃতরাষ্ট্র বলিয়াছিলেন—**তোমরা যেরূপ মনে করিতেছ, আমিও সেইরূপই মনে** করি, কিন্তু বিদুরের নিকটে

আমার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না। এজন্য বিদুরের নিকটে আমি পাণ্ডবদের গুণই কীর্তন করিয়া থাকি যাহাতে বিদুর আমার দুষ্ট গূঢ় অভিপ্রায় আমার আকার ইঙ্গিতের দ্বারা বুঝিতে না পারে। সম্প্রতি আমাদের কর্তব্য কি তাহা তোমরা দুইজনে বল। পাণ্ডবদের বিনাশের জন্য দুর্যোধন অনেক উপায় উল্লেখ করার পরে কর্ণ তাহা সঙ্গত মনে না করিয়া বলিয়াছিলেন—অতি শীঘ্র পাণ্ডবদের বিরোধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া দ্রুপদরাজ্যে অবস্থিত পাণ্ডবগণকে বিনাশ করা উচিত। ধৃতরাষ্ট্র তখন ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুরকে আনয়ন করিয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। এইখানে মহাভারতে ২০২ অধ্যায় শেষ হইয়াছে। ২০৩ অধ্যায়ের প্রারম্ভে ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধনকে বলিয়াছিলেন—পাণ্ডবদের সহিত যুদ্ধ কোনমতেই সঙ্গত হইতে পারে না। ইহাতে আমার কোন সম্মতি নাই। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু উভয় ভ্রাতাই আমার নিকটে তুল্য এবং তাহাদের পুত্রগণও আমার নিকটে তুল্য। আমার মতানুসারে পাণ্ডবগণকে রাজ্যার্ধ প্রদান করা উচিত। সামবাক্য প্রয়োগপূর্বক তাহাদের পৈতৃক রাজ্যার্ধ তাহাদিগকে প্রদান করা উচিত। ইহাতেই ধৃতরাষ্ট্রপক্ষের ও পৃথিবীর কল্যাণ হইবে। ইহার অন্যথা করিলে তোমাদের হিত হইবে না। অনন্তর ভীষ্ম বহু কথা বলিয়া শেষে বলিয়াছিলেন—যদি ধর্ম করিতে ইচ্ছা কর যদি নিজের কল্যাণ চাও তবে হে দুর্যোধন, পাণ্ডবগণকে রাজ্যার্ধ প্রদান কর। এই স্থলে ২০৩ অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে। অনন্তর ২০৪ অধ্যায়ে মন্ত্রণা করিবার জন্য সমাহূত আচার্য দ্রোণ স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

তিনি প্রথমতঃ সংক্ষেপে বলিয়াছিলেন—

"মমাপ্যেষা মতিস্তাত যা ভীষ্মস্য মহাত্মনঃ।"

(আদিপর্ব—২০৪ অধ্যায়, ২ শ্লোক)

ভীষ্মের যাদৃশ সম্মতি আমারও তাদৃশ সম্মতিই বুঝিতে হইবে।

অনন্তর দ্রোণ আরও বলিয়াছিলেন—আজই কোন একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ যে অতিশয় প্রিয়ভাষী তাহাকে মহারাজ দ্রুপদের নিকটে পাঠান হউক। বহু ধনরত্ন সঙ্গে লইয়া সে দ্রুপদরাজ্যে গমন করুক। দ্রুপদের সহিত কুরুবংশের সম্বন্ধ হইয়াছে জানিয়া আমাদের অত্যন্ত হর্ষ হইয়াছে ইহা দ্রুপদের নিকটে নিবেদন করুক। দ্রুপদ ও ধৃতষ্টদ্যুম্ন উভয়ের নিকটে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধন এই বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনে অতিশয় প্রীত হইয়াছেন ইহা প্রখ্যাপন করুক। স্বর্ণ নির্মিত বহু অলঙ্কার দ্রৌপদীকে প্রদান করুক এবং দ্রুপদ পুত্রগণকেও প্রদান করুক। পাণ্ডবগণের ও কুন্তীর উপযুক্ত বহু দ্রব্য প্রদান করুক। অনন্তর বহুতর সামবাক্য প্রয়োগ করিয়া দ্রৌপদীর সহিত পাণ্ডবগণকে হস্তিনায় আনয়ন করিবার জন্য দ্রুপদের নিকটে নিবেদন করুক। মহারাজ দ্রুপদ তাহাতে সম্মত হইলে দ্রৌপদীর সহিত পাণ্ডবগণকে আনয়ন করিবার জন্য বহুতর সৈন্য সুসজ্জিত হইয়া তথায় গমন করুক। পাণ্ডবেরা বহু সম্মানিত হইয়া হস্তিনায় আগমন করিলে তাহারা পৈতৃক পদে অবস্থান করিবে ইহা আমার ও ভীষ্মের উভয়ের অভিপ্রায়।

(আদিপর্ব—২০৪ অধ্যায়, ২-১২ শ্লোক)

দ্রোণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কর্ণ ইহার ঘোর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। দ্রোণ পাণ্ডবপক্ষাবলম্বন করিয়াছেন এরূপও বলিয়াছিলেন। দ্রোণের মন্ত্রণা পক্ষপাত দুষ্ট, ইহা শ্রবণ করিয়া দ্রোণ বলিয়াছিলেন—উভয়পক্ষের যাহা পরম কল্যাণ তাহা আমি বলিলাম। কর্ণ যদি ইহা দুষ্ট বলিয়া মনে করেন তবে যাহা কল্যাণকর তাহা তিনি বলুন। কিন্তু আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি, আমি যাহা বলিলাম তাহার যদি অন্যথা করা হয় তবে

কুরুবংশ অচিরকালে বিনষ্ট হইবে। এই স্থলে ২০৪ অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

অনন্তর ২০৫ অধ্যায়ে বিদুরের বাক্য বলা হইয়াছে। বিদুর বলিয়াছিলেন—হে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র! যাহা নিঃসংশয় শ্রেয়ঃ, তাহাই বান্ধবগণ কর্তৃক উক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু শ্রোতা যদি শুনিতে ইচ্ছা না করেন তবে বক্তার বাক্য বৃথাই হয়। যাহা তোমার একান্ত হিত ও প্রিয় তাহা শান্তনু-তনয় ভীষ্ম তোমাকে বলিয়াছেন কিন্তু তাহা তুমি গ্রহণ করিতেছ না। এইরূপ দ্রোণও তোমার উত্তম হিত বহু বলিয়াছেন কিন্তু তাহা রাধাসুত কর্ণ তোমার হিত বলিয়া মনে করেন না। কিন্তু আমি বহু চিন্তা করিয়াও ভীষ্ম ও দ্রোণের মত তোমার সুহৃত্তম আর কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না। এই দুইজন অপেক্ষা কাহাকেও বুদ্ধিমান্‌ও দেখিতে পাইতেছি না। এই পুরুষ-সিংহদ্বয় বয়সে ও প্রজ্ঞায় বৃদ্ধ। ইঁহারা বিদ্যাবৃদ্ধ, তোমার ও পাণ্ডবপক্ষের উভয়ের হিতচিন্তক ও সমদর্শী; ধর্ম ও সত্যতাতে ইঁহারা সর্বশ্রেষ্ঠ। ইনি দাশরথি রাম ও মহারাজ গয় অপেক্ষা অল্পজ্ঞ নহেন। ইঁহারা দুইজন কখনও তোমার অকল্যাণকর কথা বলিবেন না। কখনও ইঁহারা দুইজন তোমার অকল্যাণকর কথা বলেনও নাই। কখনও অপকারও করেন নাই। নিরপরাধ তোমার নিকটে তোমার অকল্যাণকর মন্ত্রণা কেন প্রদান করিবেন? এই দুইজন এই লোকে অত্যন্ত প্রজ্ঞাবান্‌। এজন্য ইঁহারা কখনও তোমার অকল্যাণকর মন্ত্রণা দিতে পারেন না। হে কুরুনন্দন, এইরূপ আমার দৃঢ়নিশ্চয় আছে যে, এই দুইজন ধর্মজ্ঞ কখনও অর্থলোভে পক্ষপাত করিবেন না। আর ইঁহারা যাহা বলিয়াছেন তাহাই পরম কল্যাণ বলিয়া আমি মনে করি। হে মহারাজ! দুর্যোধন প্রভৃতি যেমন তোমার পুত্র, সেইরূপ পাণ্ডুপুত্রগণও তোমার পুত্র ইহাতে সংশয় নাই। যে মন্ত্রী

পাণ্ডবদের অহিত মন্ত্রণা প্রদান করিবে সে মন্ত্রী কখনও কল্যাণ অবগত হইতে সমর্থ নয়। হে মহারাজ, যদি তোমার হৃদয়ে পাণ্ডবগণ হইতে তোমার পুত্রের প্রতি কোন বিশেষ ভাব থাকিয়াও থাকে তাহা বাহিরে প্রকাশ করিলে তোমার কল্যাণ হইবে না। আর এইজন্যই এই মহাবুদ্ধি ভীষ্ম ও দ্রোণ কোন পক্ষপাতযুক্ত কথা বলেন নাই। আর পঞ্চপাণ্ডব যুদ্ধে অজেয়। এজন্য ইঁহারা যাহা বলিয়াছেন তদনুসারে কর্ম কর। আরও, পাণ্ডব সব্যসাচী ধনঞ্জয় যাহাকে ইন্দ্রও যুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারেন না। অযুত-হস্তিবলশালী ভীমসেনকে দেবতারাও যুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারেন না। যুদ্ধে অতিশয় কুশল যমজ ভ্রাতৃযুগল নকুল সহদেবকে জীবিতেপ্সু কোন ব্যক্তি যুদ্ধে জয় করিতে পারিবে না, আর যে যুধিষ্ঠিরে ধৃতি, অনুক্রোশ, ক্ষমা, সত্য এবং পরাক্রম সর্বদা বিদ্যমান আছে সেই যুধিষ্ঠিরকে কে যুদ্ধে পরাজিত করিবে? যে-পাণ্ডবগণের পক্ষাবলম্বী বলরাম, যাহাদের মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ এবং যাহাদের পক্ষে মহাবীর সাত্যকি তাহাদের যুদ্ধে অজেয় কি কেহ থাকিতে পারে? যাহাদের মহারাজ দ্রুপদ শ্বশুর, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পার্ষতগণ যাহাদের শ্যালক তাহারা যুদ্ধে কখনই পরাজিত হইতে পারে না। এজন্য তাহাদের ন্যায্য রাজ্যভাগ তাহাদিগকে প্রদান কর। আরও কথা, পাপাত্মা পুরোচন কর্তৃক তোমার যে অযশঃ প্রখ্যাপিত হইয়াছে পাণ্ডবদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তাহা প্রক্ষালন কর। পাণ্ডবদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে আমাদের এই বংশই অনুগৃহীত হইবে এবং ক্ষত্রিয়কুলের বিবৃদ্ধি ঘটিবে। মহাবলশালী মহারাজ দ্রুপদ, আমাদের প্রতি পূর্বে বৈরভাবসম্পন্ন ছিলেন। এই সম্বন্ধে তাঁহাকেও আমরা গ্রহণ করিলে স্বপক্ষেরই বিবৃদ্ধি হইবে। যদুবংশীয়গণ আজ বলশালী এবং সংখ্যায়ও বহু। যাদব-শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ যে পক্ষ অবলম্বন করিবেন সমস্ত যাদবেরা সেই পক্ষ অবলম্বন করিবে এবং কৃষ্ণ যে পক্ষ অবলম্বন করিবেন

সেই পক্ষের অবশ্যই জয় হইবে। যে দুঃসাধ্য কার্য মাত্র সামবাক্যদ্বারা সিদ্ধ করিতে পারা যায়, দৈবাভিশপ্ত ব্যক্তি ভিন্ন তাহা যুদ্ধ দ্বারা প্রাপ্ত হইতে কেহ ইচ্ছা করে না। পাণ্ডবগণ জীবিত আছে জানিয়া পৌর জানপদবর্গ তাহাদের দর্শনে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। পাণ্ডবগণকে এখানে আনিয়া তাহাদেরও প্রিয় সম্পাদন কর। দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি প্রভৃতি অধার্মিক, দুর্বুদ্ধি এবং বালক। ইহাদের বাক্য কখনও শুনিও না। আর পূর্বে ত আমি একথা তোমাকে বলিয়াছি—দুর্যোধনের অপরাধে সমস্ত প্রজা বিনষ্ট প্রাপ্ত হইবে। (আদিপর্ব—২০৫ অধ্যায়, ১-৩০ শ্লোক)

এস্থলে বিদুরের উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সমস্ত দিক্ হইতে আলোচনা করিয়া বিদুর যাহা বলিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। ভীষ্ম, দ্রোণ উভয়েই সমদর্শী, প্রজ্ঞাবান্, বহুশ্রুত এবং উভয়পক্ষের হিতচিন্তক। এইরূপ উভয়পক্ষের একান্ত হিতচিন্তক আর কেহ হইতে পারে না। ইঁহারা দুইজনেই বহুধা পূর্বে পরীক্ষিত হইয়াছেন। ইঁহারা কখনও অর্থলোভে অন্যথা বলিতে পারেন না। দুর্যোধন প্রভৃতি ও পাণ্ডবগণ ধর্মতঃ ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে অবিশেষ। অন্তরে ভেদ থাকিলেও তাহা প্রকাশ করিলে অনর্থই হইবে। পাণ্ডবগণ অজেয় এবং মহারাজ যুধিষ্ঠির পরম ধার্মিক। কৃষ্ণ বলরাম প্রভৃতি যদুবংশীয়গণ সকলেই পাণ্ডবগণের পক্ষাবলম্বী। প্রবল পরাক্রান্ত মহারাজ দ্রুপদ স্বীয় দুর্ধর্ষ পুত্রগণের সহিত সম্বন্ধ প্রযুক্ত পাণ্ডবগণের পক্ষাবলম্বী হইয়াছে। পাণ্ডবগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলে পুরোচনকৃত অযশেরও প্রক্ষালন হইবে। পূর্বে কৃতবৈর মহারাজ দ্রুপদের সংগ্রহে স্বপক্ষের বৃদ্ধি হইবে। এই সমস্ত বিষয় লক্ষ্য করিয়া দীর্ঘদর্শী বিদুর যে হিত মন্ত্রণা প্রদান করিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। এইজন্যই মহাভারতে বারবার বিদুরকে দীর্ঘদর্শী, মহাপ্রাজ্ঞ প্রভৃতি বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত করা হইয়াছে।

মহাভারতের আদিপর্বের ২০৬ অধ্যায়ে বিদুরের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বলিয়াছিলেন ভীষ্ম, দ্রোণ ও তুমি যাহা আমাদের পরম হিত বা সত্য তাহাই বলিয়াছ। কুন্তীপুত্রগণ যেমন পাণ্ডুর পুত্র সেইরূপ তাহারা ধর্মতঃ আমারও পুত্র ইহাতে কোন সংশয় নাই। এই কুরুরাজ্য যেমন আমার পুত্রগণের এইরূপ পাণ্ডুপুত্রগণেরও এই রাজ্য। অতএব হে বিদুর, তুমি পাঞ্চালরাজ্যে গমন করিয়া রাণী কুন্তীর সহিত সমাদরপূর্বক পাণ্ডবগণকে আনয়ন কর এবং দেবরূপিণী বধূ কৃষ্ণাকেও সঙ্গে আনয়ন কর। আমার বড় সৌভাগ্য—পাণ্ডবগণ ও কুন্তী জীবিত আছেন এবং সেই মহারথ পাণ্ডবগণ দ্রুপদকন্যাকে যে লাভ করিয়াছে ইহাও আমার বহু সৌভাগ্যের কথা। সৌভাগ্যবশতঃই আমাদের এরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে এবং সৌভাগ্যবশতঃই পাপাত্মা পুরোচন বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। সৌভাগ্যবশতঃই আমার ঘোর দুঃখ অপনীত হইয়াছে। পাণ্ডবগণের মৃত্যুই ধৃতরাষ্ট্রের ঘোর দুঃখের কারণ হইয়াছিল—ইহাই এ স্থলে ধৃতরাষ্ট্র প্রকাশ করিয়াছেন।

(আদিপর্ব—২০৬ অধ্যায়, ১-৬ শ্লোক)

অতঃপর মহামতি বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞাক্রমে মহারাজ দ্রুপদ ও পাণ্ডবগণের নিকট গমন করিয়াছিলেন। বিদুর গমন করিবার সময় মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে বহু ধন ও বিবিধ রত্ন সঙ্গে লইয়াছিলেন। দ্রৌপদী, পাণ্ডবগণ ও মহারাজ দ্রুপদকে দেওয়ার জন্যই এই সকল ধনরত্ন সঙ্গে লইয়াছিলেন। অনন্তর সর্বধর্মবিশারদ ধর্মজ্ঞ বিদুর জ্যেষ্ঠানুক্রমে নমস্কার আলিঙ্গনাদি সদাচার প্রদর্শন পূর্বক দ্রুপদের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন এবং মহারাজ দ্রুপদও ধর্মানুসারে বিদুরকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরস্পর মিলিত হইয়া কুশলপ্রশ্নাদি করিয়াছিলেন। বিদুর পাঞ্চালরাজ্যে গমন করিয়া পাণ্ডবগণকে ও বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের সকলকেই অত্যন্ত

স্নেহে আলিঙ্গন করিয়া তাহাদের কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণ কর্তৃক যথাক্রমে বিদুর পূজিত হইয়াছিলেন। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের বাক্যানুসারে স্নেহযুক্তভাবে পুনঃপুনঃ পাণ্ডবগণের কুশল প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। আর বিবিধরত্নাদি যাহা বিদুর সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন তাহাও বিভাগ করিয়া পাণ্ডবগণকে, কুন্তীকে, দৌপদীকে, মহারাজ দ্রুপদকে ও দ্রুপদপুত্রগণকে প্রদান করিলেন। এই সমস্ত ধনরত্নাদি প্রদান করিয়া বিদুর পাণ্ডবগণের ও শ্রীকৃষ্ণের সমক্ষে মহারাজ দ্রুপদকে বলিয়াছিলেন, হে মহারাজ! আপনি পুত্র ও অমাত্যগণ সহকারে আমার বাক্য শ্রবণ করুন। আমি আপনাকে যাহা বলিব তাহা সপুত্রামাত্যবান্ধব ধৃতরাষ্ট্র বলিয়াছেন। আমি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের উক্তিই আপনার নিকটে বলিব। আপনার সহিত ধৃতরাষ্ট্রের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ায় মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত প্রীত হইয়া আপনাদের পুনঃপুনঃ কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং শান্তনুনন্দন ভীষ্মও কৌরবগণের সহিত মিলিত হইয়া অত্যন্ত প্রীতিসহকারে আপনার কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আপনার প্রিয় সখা ভারদ্বাজ মহাপ্রাজ্ঞ দ্রোণ বাহুযুগল দ্বারা আপনার কণ্ঠ গাঢ় আলিঙ্গনপূর্বক আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। হে পাঞ্চালরাজ, সমস্ত কৌরবগণের সহিত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আপনার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ হওয়ায় তাঁহারা সকলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করিয়াছেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যলাভ হইলেও এইরূপ প্রীত হইতেন না আপনার সহিত সম্বন্ধ হওয়ায় যেরূপ প্রীত হইয়াছেন। কৌরবপক্ষের প্রীতির কথা অবগত হইয়া পাণ্ডবগণকে হস্তিনায় যাইতে অনুমতি প্রদান করুন। সমস্ত কুরুবংশীয়েরা পাণ্ডুপুত্রগণকে দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। পাণ্ডুপুত্রগণ দীর্ঘকাল বিদেশে অতিবাহিত করিয়াছেন। এজন্য পাণ্ডুপুত্রেরা হস্তিনানগরী দর্শন করিতে

উৎসুক হইয়াছেন এবং কুন্তীও উৎসুক হইয়াছেন। বধূ পাঞ্চালী কৃষ্ণাকে দর্শন করিবার জন্য সমস্ত কুরুস্ত্রীগণ, নগরবাসিনীগণ ও রাজ্যবাসিগণ উৎসুক হইয়াছে। অতএব আপনি পাণ্ডুপুত্রগণের হস্তিনাগমনে আজ্ঞা করুন। পাণ্ডবেরা যেন পত্নীর সহিত হস্তিনাতে গমন করেন। আপনার অনুমতি পাইলে আমি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে শীঘ্রগামী দূতগণকে প্রেরণ করিব যাহারা কুন্তী ও কৃষ্ণার সহিত পাণ্ডবগণের হস্তিনাতে আগমনবার্তা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট বলিবে। অনন্তর মহারাজ দ্রুপদ মহামতি বিদুরের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া পাণ্ডবগণের হস্তিনাগমনে অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। কুন্তী ও দ্রৌপদীর সহিত পাণ্ডবেরা হস্তিনায় প্রবেশ করিলে পুরবাসিগণ ও রাষ্ট্রবাসিগণ অত্যন্ত হর্ষপ্রকাশ করিয়াছিলেন। ততঃপর ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞানুসারে পাণ্ডবেরা পৈতৃক রাজ্যের অর্ধাংশ লাভ করিয়া খাণ্ডবপ্রস্থে গমন করিয়াছিলেন। এই খাণ্ডবপ্রস্থ পূর্ব্বে অরণ্যময় ভূমি ছিল। পাণ্ডবেরা এই স্থানে ইন্দ্রপ্রস্থ নগরী স্থাপন করিয়াছিলেন। পাণ্ডবগণের সহিত কৃষ্ণ ও বলরাম আসিয়াছিলেন এবং তাঁহারা ইন্দ্রপ্রস্থ নগরী স্থাপিত হইলে পাণ্ডবদের অনুমতিক্রমে দ্বারকানগরীতে গমন করিয়াছিলেন।

(আদিপর্ব—২০৬-২০৭ অধ্যায়, ৭-৫২ শ্লোক)

অনন্তর পাণ্ডবগণ ইন্দ্রপ্রস্থে রাজসূয় মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই মহাযজ্ঞে যাদৃশ সমৃদ্ধি ও সম্ভারের কথা মহাভারতের সভাপর্বে বর্ণিত হইয়াছে তাহার কল্পনাতেও চিত্ত আনন্দে পরিপ্লুত হয়। এই মহাযজ্ঞে যে অনন্ত ধনরত্নরাশি ব্যয়িত হইয়াছিল সেই ব্যয় বিভাগের পূর্ণ কর্তৃত্ব মহামতি বিদুরের হস্তে যুধিষ্ঠির ন্যস্ত করিয়াছিলেন।

সভাপর্বের ৩৫ অধ্যায়ের ৯ম শ্লোকে বলা হইয়াছে—

ক্ষত্তা ব্যয়করস্ত্বাসীদ্ বিদুরঃ সর্বধর্মবিৎ।

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে বাহ্লিক, সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা, ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি কুরুবংশীয়গণ দুর্যোধন প্রভৃতি ধার্তরাষ্ট্রগণ, কৃপাচার্য, দ্রোণ, অশ্বত্থামা প্রভৃতি গুরুবর্গ, শকুনি, জয়দ্রথ প্রভৃতি বান্ধববর্গ, সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়াছিলেন। আর নিমন্ত্রিত দুর্যোধন সমস্ত করদীকৃত নৃপতিগণের নিকট হইতে উপঢৌকন সমূহ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দুর্যোধনস্ত্বর্হণানি প্রতিজগ্রাহ সর্বশঃ।

(সভাপর্ব—৩৫ অধ্যায়, ৯ শ্লোক)

এই উপঢৌকন গ্রহণ করিয়া দুর্যোধনের চিত্ত বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিল। অপর্যাপ্ত ধনরত্নরাশি জম্বুদ্বীপের আর্যম্লেচ্ছ নরপতিগণ রাজসূয়যজ্ঞে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে অর্পণ করিয়াছিলেন আর সেই সমস্তেরই গ্রহীতা ছিলেন মহারাজ দুর্যোধন। দুর্যোধনের নিকটেই সমস্ত রাজারা ধনরত্ন প্রদান করিয়াছিলেন। পাণ্ডবগণের এই অগণিত ধনরত্নরাশি দর্শন করিয়া দুর্যোধন ঈর্ষ্যায় দগ্ধ হইতেছিলেন। বলপ্রয়োগ দ্বারা পাণ্ডবদের ধনরত্ন আত্মসাৎ করিতে পারিবেন না জানিয়া দুর্যোধন ছলপূর্বক আত্মসাৎ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কপট দ্যূতক্রীড়া করিয়া পাণ্ডবদের সমস্ত ধনরাশি আত্মসাৎ করিবার জন্য উদ্যুক্ত হইয়া পাণ্ডবদের সহিত দ্যূতক্রীড়া করিবার জন্য মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। পাণ্ডবদের ধনরত্ন আত্মসাৎ করিতে না পারিলে প্রাণত্যাগ করিবেন ইহাও দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছিলেন। ইহাতে ধৃতরাষ্ট্র প্রথমতঃ, দুর্যোধনের প্রস্তাবে অত্যন্ত অসম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন—

বাহুনির্বৈতান্ মা চ্ছেৎসীঃ পাণ্ডুপুত্রাস্তথৈব তে।
ভ্রাতৄণাং তদ্ধনার্থং বৈ মিত্রদ্রোহঞ্চ মা কুরু॥

(সভাপর্ব—৫৪ অধ্যায়, ৯ শ্লোক)।

ইহার অভিপ্রায়—হে দুর্যোধন, পাণ্ডবেরা তোমার বাহুস্থানীয়, এই বাহুস্থানীয় পাণ্ডবগণকে ছেদন করিও না। নিজের বাহু নিজে ছেদন করিলে নিজেও বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। মিত্রদ্রোহপূর্বক ভ্রাতৃগণের ধন আত্মসাৎ করিও না। যখন ধৃতরাষ্ট্রের কথায় দুর্যোধন কিছুতেই সম্মত হইলেন না এবং গান্ধাররাজ শকুনি দুর্যোধনের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বলিয়াছিলেন—

স্থিতোঽস্মি শাসনে ভ্রাতুর্বিদুরস্য মহাত্মনঃ।
তেন সঙ্গম্য বেৎস্যামি কার্যস্যাস্য বিনিশ্চয়ম্॥

(সভাপর্ব—৫৬ অধ্যায়, ৬ শ্লোক)

ইহার অভিপ্রায়—আমার ভ্রাতা মহাত্মা বিদুর, আমি তাহার অনুশাসনেই সর্বদা স্থিত আছি। আমি বিদুরের অনুশাসন ব্যতীত কোন কার্য করিতে পারিব না। এজন্য বিদুরের সহিত পরামর্শ করিয়া তোমার প্রস্তাবিত দ্যূতক্রীড়া করণীয় কিনা তাহা নিশ্চয় করিব।

তদুত্তরে দুর্যোধন বলিয়াছিলেন—

ব্যপনেষ্যতি তে বুদ্ধিং বিদুরো মুক্তসংশয়ঃ।
পাণ্ডবানাং হিতে যুক্তো ন তথা মম কৌরব॥

(সভাপর্ব—৫৬ অধ্যায়, ৭ শ্লোক)

ইহার অভিপ্রায়—দুর্যোধন বলিয়াছিলেন, বিদুরের সহিত পরামর্শ করিলে বিদুর কখনও এই প্রস্তাবে সম্মত হইবেন না। বিদুর তোমার এই বুদ্ধিরই অপনয়ন করিবেন। বিদুর পাণ্ডবগণের যেরূপ হিতাকাঙ্ক্ষী আমার সেরূপ নয়। ততঃপর ধৃতরাষ্ট্র বলিয়াছিলেন—এই দ্যূতক্রীড়াতে ঘোর অনর্থ সংঘটিত হইবে। আর ইহা বিদুর পূর্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। আর এইজন্য ধৃতরাষ্ট্র বলিয়াছিলেন—

দৃষ্টং হ্যেতদ্ বিদুরণৈব সর্বং বিপশ্চিতা বুদ্ধিবিদ্যানুগেন।
তদেবৈতদবশস্যাভ্যুপৈতি মহদ্ ভয়ং ক্ষত্রিয়জীবঘাতি॥
(সভাপর্ব—৫৬ অধায়, ১৬ শ্লোক)

ক্ষত্রিয় বিনাশকারী মহান্ অনর্থরূপ এই দ্যূতক্রীড়া পূর্বেই বুঝিতে পারিয়া মহাবুদ্ধি বিদুর আমাকে বলিয়াছিলেন আর সেই মহাভয়ই আজ উপস্থিত হইতেছে। অনন্তর পুত্রের বাক্যে কথঞ্চিৎ সম্মত হইয়া ধৃতরাষ্ট্র বলিয়াছিলেন—

ততো বিদ্বান্ বিদুরং মন্ত্রিমুখ্যমুবাচেদং ধৃতরাষ্ট্রো নরেন্দ্রঃ।
যুধিষ্ঠিরং রাজপুত্রঞ্চ গত্বা মদ্‌বাক্যেন ক্ষিপ্রমিহানয়স্ব॥
(সভাপর্ব—৫৬ অধ্যায়. ২৩ শ্লোক)

অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার প্রধানমন্ত্রী বিদুরকে বলিয়াছিলেন—হে বিদুর, তুমি অতিশীঘ্র যুধিষ্ঠিরের নিকটে গমন করিয়া আমার বাক্যানুসারে দ্যূতক্রীড়া করিবার জন্য যুধিষ্ঠিরকে এখানে আনয়ন কর। বিদুর যে ধৃতরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাহা এই শ্লোকে বুঝিতে পারা যায়।

এই **সভাপর্বের ৪৯ অধ্যায়ে** এই কথাগুলিই প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে। দুর্যোধন যখন দ্যূতক্রীড়ায় প্রস্তাব করিয়াছিল তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বলিয়াছিলেন—

ক্ষত্তা মন্ত্রী মহাপ্রাজ্ঞঃ স্থিতো যস্যাস্মি শাসনে।
তেন সঙ্গম্য বেৎস্যামি কার্যস্যাস্য বিনিশ্চয়ম্॥
স হি ধর্মং পুরস্কৃত্য দীর্ঘদর্শী পরং হিতম্।
উভয়োঃ পক্ষয়োর্যুক্তং বক্ষ্যত্যর্থ-বিনিশ্চয়ম্॥
(সভাপর্ব—৪৪ অধ্যায়, ৪৪ শ্লোক)

ইহার অভিপ্রায়, আমার প্রধানমন্ত্রী মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর। আমি তাহার শাসনেই সর্বদা স্থিত আছি। তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া তোমার প্রস্তাবের যুক্তত্বাযুক্তত্ব নিশ্চয় করিব। দীর্ঘদর্শী

বিদুর ধর্মানুসারে যাহা উভয়পক্ষের হিতকর এইরূপ কথাই বলিবে।

ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের সহিত পরামর্শ করিতে চাহিতেছেন জানিয়া দুর্যোধন অত্যন্ত অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়াছিলেন—

নিবৃত্তে ত্বয়ি রাজেন্দ্র, মরিষ্যেঽহমসংশয়ম্।
সত্যং ময়ি মৃতে রাজন্ বিদুরেণ সুখী ভব॥
ভোক্ষ্যসে পৃথিবীং কৃৎস্নাং কিং ময়া ত্বং করিষ্যসি।

(সভাপর্ব—৪৪ অধ্যায়, ৪৫ শ্লোক)

ইহার অভিপ্রায়, বিদুরের সহিত পরামর্শ করিলে দুর্যোধনের প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবেই পরিত্যক্ত হইবে। পাণ্ডবদের সহিত দ্যূতক্রীড়াতে বিদুর কননও সম্মত হইবেন না, ইহা দুর্যোধন ভালভাবেই জানিতেন। এজন্য বিদুরের সহিত পরামর্শ করিলে ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছিলেন—তুমি দ্যূতক্রীড়া হইতে নিবৃত্ত হইলে আমি অবশ্যই প্রাণত্যাগ করিব। আমার মৃত্যু হইলে তুমি বিদুরকে লইয়া সুখে বাস কর। বিদুরের সাহায্যেই তুমি সমগ্র পৃথিবী ভোগ করিতে পারিবে। আমার দ্বারা আর তোমার কি প্রয়োজন? দুর্যোধনের এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনের শান্তির জন্য অগত্যা দ্যূতক্রীড়াতে সম্মত হইয়া শিল্পিগণকে দ্যূতসভা নির্মাণের আদেশ করিয়াছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনের দুরাগ্রহে কথঞ্চিৎ সম্মত হইলেও তিনি বিদুরের পরামর্শ গ্রহণ করিতে অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়াছিলেন।

ধৃতরাষ্ট্রো মহারাজ প্রাহিণোদ্ বিদুরায় বৈ।
অপৃষ্ট্বা বিদুরং স্বস্য নাসীৎ কশ্চিদ্বিনিশ্চয়ঃ॥
দ্যূতে দোষাংশ্চ জানন্ স পুত্রস্নেহাদকৃষ্যত।
তচ্ছ্রুত্বা বিদুরো ধীমান্ কলিদ্বারমুপস্থিতম্।
বিনাশমুখমুৎপন্নং ধৃতরাষ্ট্রমুপাদ্রবৎ॥

(সভাপর্ব—৪৯ অধ্যায়, ৫০-৫২ শ্লোক)

ইহার অভিপ্রায়—মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনের অত্যন্ত আর্তবাক্য শ্রবণ করিয়া দ্যূতক্রীড়ায় কথঞ্চিৎ সম্মত হইলেও বিদুরের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং বিদুরকে আনয়ন করিবার জন্য লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন। কারণ, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের পরামর্শ ব্যতীত কোন কার্যেরই নিশ্চয় করিতেন না। দ্যূতক্রীড়ায় বহুদোষ জানিয়াও কেবল পুত্রস্নেহ প্রযুক্তই তিনি কথঞ্চিৎ সম্মত হইয়াছিলেন। বিদুর এই সংবাদ শ্রবণ করিবামাত্র বুঝিয়াছিলেন যে ঘোর বিবাদের দ্বার উপস্থিত হইয়াছে এবং ইহাই কুরুকুল বিনাশের মুখ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা জানিয়া বিদুর অতি দ্রুত ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে আগমন করিয়াছিলেন। মহামতি বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে উপস্থিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রকে স্পষ্টাক্ষরে দ্যূতক্রীড়া করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। বিদুর বলিয়াছিলেন—

নাভিনন্দামি তে রাজন্ ব্যবসায়মিমং প্রভো।
পুত্রৈর্ভেদো যথা ন স্যাদ্ দ্যূতহেতোস্তথা কুরু ॥

(সভাপর্ব—৪৯ অধ্যায়, ৫৪ শ্লোক)

বিদুর বলিয়াছিলেন, মহারাজ, আপনার এই অভিপ্রায় আমার নিকট ভাল বোধ হইতেছে না। এই দ্যূতক্রীড়ায় পুত্রগণের মধ্যে দারুণ ভেদ উৎপন্ন হইবে। দ্যূতক্রীড়াবশতঃ পুত্রদের মধ্যে যাহাতে ভেদ উৎপন্ন না হয় আপনি তাহাই করুন। অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র নানাপ্রকার যুক্তির দ্বারা বিদুরকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন—এই দ্যূতক্রীড়ায় আমরা উপস্থিত থাকিব বলিয়া ইহাতে পুত্রদের মধ্যে কোন ভেদ হইবে না। অনন্তর মহারাজ বলিয়াছিলেন, সমস্ত শুভাশুভের মূল দৈব। দৈব প্রতিকূল হইলে তাহার অন্যথা কেহ করিতে পারিবে না স্তুতরাং হে বিদুর, তুমি অদ্যই খাণ্ডবপ্রস্থ হইতে যুধিষ্ঠিরাদিকে দ্যূতক্রীড়ার জন্য

এখানে আনয়ন কর। ইহা শ্রবণ করিয়া বিদুর বুঝিয়াছিলেন, কুরুবংশের বিনাশ অবশ্যই হইবে।"

"ইত্যুক্তো বিদুরো ধীমান্ নেদমস্তীতি চিন্তয়ন্।
আপগেয়ং মহাপ্রাজ্ঞমভ্যগচ্ছৎ সুদুঃখিতঃ ॥

(সভাপর্ব—৪৯ অধ্যায়, ৬৮ শ্লোক)

ইহার অর্থ, ধৃতরাষ্ট্রের কথা অনুসারে বুঝিতে পারা যাইতেছে—এই কুরুকুল অবশ্যই বিনষ্ট হইবে। কুরুকুলের এই ভাবী বিনাশ দর্শন করিয়া বিদুর অতি দুঃখিত চিত্তে মহামতি ভীষ্মের নিকটে গমন করিয়াছিলেন।

ততঃপর ৫০ অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্রের সহিত দুর্যোধনের মন্ত্রণা বর্ণিত হইয়াছে। ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের কথা অনুসারে সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, দ্যূতক্রীড়ায় ঘোরতর অনিষ্ট হইবে। এজন্য তিনি দুর্যোধনকে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন।

"বিদুরস্য মতিং জ্ঞাত্বা ধৃতরাষ্ট্রোঽম্বিকাসুতঃ।
দুর্যোধনমিদং বাক্যমুবাচ বিজনে পুনঃ ॥

(সভাপর্ব—৫০ অধ্যায়, ৬ শ্লোক)

বিদুরের পরামর্শ শ্রবণ করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে নির্জনে বলিয়াছিলেন—

"অলং দ্যূতেন গান্ধারে! বিদুরো ন প্রশংসতি।
ন হ্যসৌ সুমহাবুদ্ধিরহিতং নো বদিষ্যতি ॥

(সভাপর্ব—৫০ অধ্যায়, ৭ শ্লোক)

ধৃতরাষ্ট্র বলিয়াছিলেন, হে গান্ধারীতনয়, তুমি দ্যূতক্রীড়া হইতে নিবৃত্ত হও কারণ বিদুর এই দ্যূতক্রীড়ার প্রশংসা করেন না। মহাবুদ্ধি বিদুর আমাদের কখনও অহিত বলিতে পারেন না।

ততঃপর ধৃতরাষ্ট্র বলিয়াছিলেন—

"রাজ্যং চ কৃৎস্নং পার্থেভ্যো যজ্ঞার্থং বিনিবেদিতম্ ।"

(সভাপর্ব—৫০ অধ্যায়, ৮ শ্লোক)

এই কথাটি এস্থলে সম্পূর্ণ নূতন। ধৃতরাষ্ট্র বলিতেছেন—হে দুর্যোধন, আমাদের সমগ্র রাজ্য পাণ্ডবগণের রাজসূয় যজ্ঞ-নির্বাহের জন্য আমরা তাহা পাণ্ডবগণের নিকটে নিবেদন করিয়াছি। এই রাজ্য কেবল আমাদেরই এইরূপ চিন্তা করা এখন অন্যায়। আরও কথা বিদুর যাহা বলিয়াছে তাহাই আমাদের পক্ষে পরম হিতকর। সুতরাং হে পুত্র, তুমি বিদুরের কথা অনুসারে কার্য কর। আর তাহাতেই তোমার পক্ষে পরম হিতকর হইবে। ধৃতরাষ্ট্র বলিয়াছিলেন, এই বিদুর সাধারণ পুরুষ নহে। কারণ দেবর্ষি বৃহস্পতি ইন্দ্রকে যে শাস্ত্রের উপদেশ করিয়াছিলেন সেই বার্হস্পত্য নীতিশাস্ত্র বিদুর সম্পূর্ণভাবে অবগত আছেন এবং এই নীতিশাস্ত্রের যাহা রহস্য তাহা বিদুর সম্পূর্ণভাবে অবগত আছেন আরও কথা, হে পুত্র, আমি সর্বদাই বিদুরের বাক্যে স্থিত আছি। আমি বিদুরের পরামর্শ ব্যতীত কোন কার্যই করি নাই। সমস্ত কুরুগণের মধ্যে বিদুর সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান্। যেমন যদুবংশীয়দের মধ্যে উদ্ধব সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও বুদ্ধিমান্। অতএব হে পুত্র, পরস্পর ভেদজনক দ্যূতক্রীড়া করা তোমার সঙ্গত নয়।

(সভাপর্ব—৫০ অধ্যায়, ৯-১২ শ্লোক)

এই স্থলে ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে কুরুবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। বিদুর কুরুবংশের শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী। যেমন মহামতি উদ্ধব যদুবংশের প্রধান মন্ত্রী। ভাগবতেও উদ্ধবকে যদুবংশের প্রধান মন্ত্রী বলা হইয়াছে—

যদূনাং প্রবরো মন্ত্রী কৃষ্ণস্য দয়িতঃ সখা ।
সাক্ষাদ্ বৃহস্পতেঃ শিষ্য উদ্ধবো বুদ্ধিসত্তমঃ ॥

উদ্ধব নীতিশাস্ত্রে বাতব্যাধি নামে প্রখ্যাত। কৌটিলীয় অর্থ শাস্ত্রেও এই বাতব্যাধির বহু সিদ্ধান্ত আলোচিত হইয়াছে। এইজন্য মাঘকাব্যেও মহামন্ত্রী উদ্ধবের মন্ত্রণার কুশলতা প্রদর্শিত হইয়াছে। উদ্ধবের মত বিদুরও বৃহস্পতির শিষ্য, বার্হস্পত্য নীতির অনুসারী। এখনও লোকে বুদ্ধির প্রশংসা করিতে বলিয়া থাকে—ইনি বুদ্ধিতে বৃহস্পতি। এই বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ভরদ্বাজ। ইনি নীতি-শাস্ত্রের একজন প্রধান আচার্য। "প্রাচীন ভারতের দণ্ডনীতি" গ্রন্থে আমরা এই দুইজনেরই নীতির পরিচয় প্রদান করিয়াছি।

মহাভারতের এই সমস্ত কথা আলোচনা করিলে মহামতি বিদুরের অসাধারণ প্রভাব যে কুরুবংশীয়গণের উপর ছিল এবং তাঁহার পদগৌরবও যে অসাধারণ ছিল তাহা বুঝিতে পারা যায়। তিনি নীতিশাস্ত্রে যে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন তাহা বার্হস্পত্য নীতিশাস্ত্রের সারবেত্তা বলিয়াই বুঝিতে পারা গিয়াছে। বিদুরকে রাজনীতিশাস্ত্রে যেমন অসাধারণ পণ্ডিত বলা হইয়াছে—কিন্তু ভক্তিশাস্ত্রেও তিনি অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন এরূপ বলা হয় নাই এজন্য পরবর্তীকালে বিদুরকে যে ভাগবত-প্রধান করা হইয়াছে তাহা মহাভারতবিরুদ্ধ। বিদুরের মত মহামতি উদ্ধবকেও ভাগবতপ্রধান করা হইয়াছে। অধ্যাত্ম বিষয়ের আলোচনার জন্য বিদুরোদ্ধব সংবাদই তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

মহাভারতের সভাপর্বের ৫৭ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, দুর্যোধনের অভিপ্রায় সম্পূর্ণ অবগত হইয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ভাবী কুলনাশে ভীত হইয়া বুঝিয়াছিলেন—দৈবই দুস্তর। দৈব লঙ্ঘন করিবার কাহারও সামর্থ্য নাই। এজন্যই তিনি দুর্যোধনের মতানুসারে দ্যূতক্রীড়ার জন্য যুধিষ্ঠিরাদিকে হস্তিনায় আনয়ন করিতে বিদুরকে বলিয়াছিলেন—

"অন্যায়েন তথোক্তস্তু বিদুরো বিদুষাং বরঃ।
নাভ্যনন্দদ্ বচো ভ্রাতুর্বচনঞ্চেদমব্রবীৎ॥"

(সভাপর্ব—৫৭ অধ্যায়, ২ শ্লোক)

ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক অন্যায় পূর্বক আদিষ্ট হইয়া বিদুর ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রের বাক্যের অনুমোদন করেন নাই। বিদুর বলিয়াছিলেন,—

"নাভিনন্দে নৃপতে প্রৈষমেতং মৈবং কৃথাঃ কুলনাশাদ্ বিভেমি।
পুত্রৈর্ভিন্নৈঃ কলহস্তে ধ্রুবং স্যাদেতচ্ছঙ্কে দ্যূতকৃতে নরেন্দ্র॥"

(সভাপর্ব—৫৭ অধ্যায়, ৩ শ্লোক)

ইহার অভিপ্রায়, বিদুর বলিয়াছিলেন—হে মহারাজ, আমি তোমার আজ্ঞার অভিনন্দন করিতে পারি না। তুমি এরূপ আজ্ঞা করিও না। ইহাতে অবশ্যই কুলনাশ হইবে। দ্যূতক্রীড়াতে ভেদপ্রাপ্ত পুত্রগণের মধ্যে বিরোধ অবশ্য হইবে। এই শঙ্কাতে আমি তোমার আজ্ঞার অভিনন্দন করিতে পারি না। এতদুত্তরে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বলিয়াছিলেন, সমস্তই দৈবের বশবর্তী, কেহই স্বতন্ত্র হে। যাহা দৈবে আছে তাহা অবশ্যই হইবে। অতএব বিদুর তুমি যুধিষ্ঠিরাদিকে দ্যূতক্রীড়ার জন্য হস্তিনায় আনয়ন কর।

(সভাপর্ব—৫৭ অধ্যায়, ৫ শ্লোক)

অনন্তর ৫৮ অধ্যায়ে বিদুর যুধিষ্ঠিরাদির নিকটে গমন করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ যুধিষ্ঠিরের নিকটে বলিয়াছিলেন এবং দ্যূতক্রীড়া করিবার জন্য হস্তিনায় আগমন করিবার কথাও বলিয়াছিলেন। তাহাতে যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন—হে বিদুর, দ্যূতক্রীড়া করিলে কলহ অবশ্যই হইবে। ইহা জানিয়া কেহই দ্যূতক্রীড়ার অনুমোদন করিতে পারে না। দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত কিনা ইহা আমি আপনার নিকটে জিজ্ঞাসা করি আমরা আপনার বাক্যেই স্থিত আছি।

(সভাপর্ব—৫৮ অধ্যায়, ১০ শ্লোক)

তদুত্তরে বিদুর বলিয়াছিলেন, দ্যূত অনর্থের মূল ইহা আমি অবগত আছি। ইহা নিবারণের জন্য আমি বহু যত্নও করিয়াছি। কিন্তু রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাহাতে নিবৃত্ত না হইয়া তোমাদিগকে লইয়া যাইবার জন্যই আমাকে পাঠাইয়াছেন। তুমি নিজে বিবেচনা করিয়া অনুরূপ কার্য কর।

(সভাপর্ব—৫৮ অধ্যায়, ১১ শ্লোক)

তখন যুধিষ্ঠির এই দ্যূতসভাতে দ্যূতক্রীড়া করিবার জন্য কাহারা উপস্থিত হইয়াছে। ইহা জানিতে চাহিলে বিদুর গান্ধাররাজ শকুনি প্রভৃতির নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন।

(সভাপর্ব—৫৮ অধ্যায়, ১৩ শ্লোক)

ইহা জানিয়া যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন—মহাভয়োৎপাদক অত্যন্ত মায়াবী দ্যূতক্রীড়াসক্ত পুরুষগণ আসিয়াছেন। এজন্য ইহার ফল কখনও কল্যাণকর হইতে পারে না। ইহা জানিয়াও যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন—সমস্তই দৈবের বশ, কেহই স্বতন্ত্র নহে। বিশেষতঃ আমি ধৃতরাষ্ট্রের শাসন লঙ্ঘন করিতে ইচ্ছা করি না। এই সমস্ত আলোচনার পরে দ্রৌপদীর সহিত যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব বিদুরের সহিত হস্তিনাতে গমন করিয়াছিলেন।

অনন্তর ৬০ অধ্যায় হইতে দ্যূতক্রীড়ার আরম্ভ বর্ণিত হইয়াছে। এই দ্যূতক্রীড়াতে যখন যুধিষ্ঠির ক্রমশঃ দ্যূতক্রীড়াতে পরাজিত হইয়া সমস্ত ধনরত্নাদি হইতে বিচ্যুত হইতেছিলেন, তখন সেই দ্যূতক্রীড়াতে **বিদুর সভাপর্বের ৬২ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোক হইতে বলিয়াছিলেন**—হে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, এই দ্যূত সম্বন্ধে বহু কথা আমি পূর্বে বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি কিন্তু মুমূর্ষু ব্যক্তির ঔষধে যেমন রুচি থাকে না সেইরূপ তুমিও আমার কথায় আস্থাবান্ হইতেছ না। আমি আবার বলিতেছি, যে দুর্যোধন জন্মগ্রহণ করিবামাত্র শৃগালের মত বিস্বর চীৎকার করিয়াছিল। এই পাপচেতা দুর্যোধনই ভারতকুলের বিনাশকারী।

এই দুর্যোধনই আপনার বংশের কাল। হে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, এই পাপশৃগাল দুর্যোধন, তোমার গৃহে বাস করিতেছে কিন্তু তুমি মোহপ্রযুক্ত বুঝিতে পারিতেছ না। দুর্যোধনের বাহ্যরূপে তুমি মুগ্ধ হইয়াছ। আমি শুক্রাচার্যের নীতি বলিতেছি, শোন। মধুসংগ্রহকর্তা মধুর লোভে দুরারোহ পর্বতে আরোহণ করিয়া মধুসঞ্চয়ের জন্য অগ্রে ধাবিত হয়। কিন্তু পর্বত হইতে পতনের ভয় তৎকালে তাহার থাকে না। এইরূপ এই অক্ষদ্যূতে মত্ত হইয়া দুর্যোধন স্বীয় বিনাশ লক্ষ্য করিতেছে না। এই মহারথ পাণ্ডবগণের সহিত বিরোধ করিয়া নিজের বিনাশ নিজেই আহ্বান করিতেছে। বংশনাশকারী পুত্র সর্বথা পরিত্যাগার্হ; ভোজবংশীয়েরাও এইরূপ পুত্র ত্যাগ করিয়াছিল। অন্ধক যাদব প্রভৃতিরাও কংসকে ত্যাগ করিয়াছিল। অতএব হে মহারাজ, তোমার নিয়োগানুসারে অর্জুন দুর্যোধনকে নিগৃহীত করুক। অর্জুন কর্তৃক দুর্যোধন নিগৃহীত হইলে এই পাপের নিগ্রহে কুরুকুল সুখে অবস্থান করিবে। একটি কাকের বিনিময়ে ময়ূরসমূহ ক্রয় কর। একটি শৃগালের বিনিময়ে সিংহসমূহ ক্রয় কর। তাহা না করিয়া শোকসাগরে মগ্ন হইও না।

এস্থলে বিদুরের কথার অভিপ্রায়—দুর্যোধন কাক বা শৃগাল-সদৃশ এবং পাণ্ডবেরা ময়ূর বা সিংহসদৃশ। একটি বাড়ী রক্ষা করিবার জন্য একজন পুরুষকে ত্যাগ করিবে, একটি গ্রাম রক্ষার জন্য একটি বাড়ী ত্যাগ করিবে। জনপদ রক্ষার জন্য একটি গ্রাম ত্যাগ করিবে। আত্মরক্ষার জন্য পৃথিবী ত্যাগ করিবে। এইরূপে বহু কথা বলিয়া পরে বিদুর বলিয়াছিলেন পাণ্ডবেরা স্থিত থাকিলে তাহা হইতে তুমি বহু পুষ্প আহরণ করিতে পারিবে। তুমি মালাকারের মত পাণ্ডবরূপ পুষ্পবৃক্ষসমূহকে রক্ষা কর। কিন্তু অঙ্গারকারকের মত পাণ্ডববৃক্ষগণকে দগ্ধ করিও না। পাণ্ডবদের সহিত বিরোধ উৎপন্ন হইলে তুমি পুত্র, অমাত্য

এবং সৈন্যগণের সহিত যমালয়ে গমন করিবে। সমবেত পাণ্ডব গণের সহিত যুদ্ধ করিতে কেহই সমর্থ নয়। সাক্ষাৎ ইন্দ্রও সমর্থ নহেন।

ততঃপর ৬৩ অধ্যায়ে বিদুর এই দ্যূতক্রীড়া হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য সমস্ত কুরুকুলকে সম্বোধন করিয়া বহু কথা বলিয়াছিলেন। এই দ্যূতক্রীড়ার নিদারুণ পরিণামের কথাও পুনঃপুনঃ বলিয়াছিলেন।

৬৪ অধ্যায়ে বিদুরের কথার প্রতিবাদ করার জন্য দুর্যোধন কতকগুলি কথা বলিয়াছিলেন। এই অধ্যায়ে অষ্টম শ্লোকে দুর্যোধন বলিয়াছিলেন—

একঃ শাস্তা ন দ্বিতীয়োহস্তি শাস্তা।
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা ভবামি ॥

(সভাপর্ব—৬৪ অধ্যায়, ৮ শ্লোক)

এই শ্লোকের অনুরূপ শ্লোক পাণ্ডবগীতাতে দুর্যোধনের উক্তি বলিয়া পাওয়া যায়। তাহাতে **"যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি"** এইরূপ পাঠ আছে। **অনেকে ঐ শ্লোকটি মহাভারতের কিনা এরূপ সন্দেহ করেন।** ঐ শ্লোকটি না থাকিলেও ইহার অনুরূপ শ্লোক মহাভারতে আছে। তাহা সভাপর্বের ৬৪ অধ্যায়ের ৮ম শ্লোক।

এই অধ্যায়ে দ্বাদশ শ্লোক হইতে বিংশ শ্লোক পর্যন্ত বিদুর দ্যূতক্রীড়ার নানাবিধ দুষ্পরিণাম বলিয়াছেন। দুর্যোধনকে বালকবুদ্ধি বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। বিদুর বলিয়াছেন—হে রাজপুত্র দুর্যোধন, তুমি নিজেকে অবালকবুদ্ধি বলিয়া মনে করিতেছ। কিন্তু তুমি যথার্থ বালকবুদ্ধি। কারণ যাহারা স্বভাবসিদ্ধ বান্ধবগণকে নিজের ক্রিয়ার দ্বারা শত্রুরূপে স্থাপন করে সেই যথার্থ বালকবুদ্ধি। তোমার মন্ত্রণাদাতা সকলেই হীনবুদ্ধি এবং স্ত্রী-বালক জড়-পঙ্গুর মত। তিনি বলিয়াছিলেন—হে রাজকুমার,

প্রিয়ভাষী পাপিষ্ঠ পুরুষের অভাব নাই। কিন্তু অপ্রিয় হিতবাক্যের বক্তা ও শ্রোতা উভয়েই দুর্লভ। যে মন্ত্রী রাজার প্রিয় ও অপ্রিয়ের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া ধর্মানুসারে উপদেশ করে এবং রাজার হিতজনক অপ্রিয় বাক্যও বলিয়া থাকে তাদৃশ মন্ত্রীর দ্বারাই রাজা সহায়বান্ হইয়া থাকেন। যে রাজাকে শ্রুতিমধুর অথচ অহিত বাক্যের উপদেশ করে সে রাজার কুমন্ত্রী। আমি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের সর্বদাই যশঃ ও ধনের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকি কিন্তু তাহারা আমার বাক্য শ্রবণ করে না। পণ্ডিতব্যক্তি আশীবিষ ও নেত্রবিষ পুরুষকে কখনও কোপিত করিবেন না। এজন্য আমি বারবার নেত্রবিষ পাণ্ডবগণকে ক্রুদ্ধ করিতে নিষেধ করিতেছি। এইরূপে ৬৪ অধ্যায় শেষ হইয়াছে।

অনন্তর ৬৫ অধ্যায়ে এই দ্যূতক্রীড়া চরম পর্যায়ে উপনীত হইয়াছিল। তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণকে এবং নিজেকে পণ করিয়া দ্যূতক্রীড়ার দ্বারা পরাজিত হইয়াছিলেন। নিজেও পরাজিত হইয়া যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় মত্ততাবশতঃ দ্রৌপদীকে পণ করিয়াছিলেন। যখন যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পণরূপে গ্রহণ করেন তখন দ্যূতসভায় মহাবিক্ষোভ উৎপন্ন হইয়াছিল। দ্যূতসভায় সমাগত রাজন্যবৃন্দ সকলেই শোকাকুল হইয়াছিল। এইখানে বলা হইয়াছে—

ভীষ্মদ্রোণকৃপাদীনাং স্বেদশ্চ সমজায়ত।
শিরো গৃহীত্বা বিদুরো গতসত্ত্ব ইবাভবৎ॥
আস্তে ধ্যায়ন্নধো বক্ত্রো নিঃশ্বসন্নিব পন্নগঃ।

(সভাপর্ব—৬৫ অধ্যায়, ৪২ শ্লোক)

ইহার অভিপ্রায়, এই দ্যূতক্রীড়ায় লোমহর্ষণকারী নিদারুণ পরিণাম অবলোকন করিয়া ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য প্রভৃতি ঘর্মাক্তকলেবর হইয়াছিলেন। বিদুরও মাথায় হাত দিয়া গতপ্রাণের মত হইয়াছিলেন এবং অধোমুখে চিন্তামগ্ন হইয়া

সর্পের মত দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছিলেন। এইস্থানে ৬৫ অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে। ততঃপর দ্রৌপদীকে জয় করিয়া দুর্যোধন দ্রৌপদীকে দ্যূতসভায় আনয়ন করিবার জন্য বিদুরকে আদেশ করিয়াছিলেন। এই কথা ৬৬ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

অনন্তর ৬৬ অধ্যায়ে বিদুর দুর্যোধনের কথা শুনিয়া অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্যোধনকে বলিয়াছিলেন—হে রাজপুত্র, মন্দবুদ্ধি দুর্যোধন, তুমি মৃত্যুপাশে আবদ্ধ হইয়া অতি কুকথা মুখে উচ্চারণ করিতেছ। তুমি অগাধ গহ্বরে পতিত হইবার জন্য লম্বমান হইয়াছ অথচ তাহা তুমি বুঝিতে পারিতেছ না। তুমি মৃগসদৃশ হইয়া ব্যাঘ্রগণকে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ করিতেছ। রে মন্দবুদ্ধি! ঘোর বিষধর পূর্ণকোপ সর্পসমূহ তোমার মস্তকে রহিয়াছে। এই সর্পসমূহকে আর ক্রুদ্ধ করিও না এবং ইহাদিগকে ক্রুদ্ধ করিয়া তুমি যমালয়ে গমন করিও না। ততঃপর বিদুর বলিয়াছিলেন—**পণে জয় করিয়া দ্রৌপদীকে তুমি দাসী বলিতেছ। কিন্তু দ্রৌপদী কখনও দাসী হইতে পারেন না কারণ রাজা যুধিষ্ঠির পূর্বেই নিজে পরাজিত হইয়াছেন। রাজা যুধিষ্ঠির পরাজিত হইয়া নিজেই নিজের প্রতি অনীশ্বর হইয়াছেন।** রাজা নিজের প্রতি অনীশ্বর **হইয়া দ্রৌপদীকে পণরূপে উপস্থাপন করিয়াছেন।** নিজের প্রতি অনীশ্বর হইলে তাহার আর অন্যকে **পণরূপে উপস্থাপন করিবার সামর্থ্য থাকে না।** সুতরাং রাজা যুধিষ্ঠিরের এই অবস্থায় দ্রৌপদীকে পণরূপে উপস্থাপন করিবার যোগ্যতাই নাই। ততঃপর বিদুর বলিয়াছিলেন—বাঁশের ফল হইলে বাঁশ যেমন বিনাশপ্রাপ্ত হয় দুর্যোধনেরও তাহাই হইয়াছে। দ্যূতক্রীড়া ঘোর শত্রুতাজনক এবং মহাভয়প্রদ। দ্যূতক্রীড়ায় মত্ত হইয়া দুর্যোধন নিজের মৃত্যুও দেখিতেছে না। ততঃপর বিদুর অতি সারগর্ভ নীতিকথা বলিয়াছিলেন।

(সভাপর্ব—৬৬ অধ্যায়, ২-৫ শ্লোক)

নারুন্তুদঃ স্যান্ন নৃশংসবাদী ন হীনতঃ পরমভ্যাদদীত।
যয়াঽস্য বাচা পর উদ্বিজেত ন তাং বদেদুশতীং পাপলোক্যাম্॥
সমুচ্চরন্ত্যতিবাদাশ্চ বক্ত্রাদ্ যৈরাহতঃ শোচতি রাত্র্যহানি।
পরস্য নামর্মসু তে পতন্তি তান্ পণ্ডিতো নাবসৃজেৎ পরেষু॥

(সভাপর্ব—৬৬ অধ্যায়, ৬-৭ শ্লোক)

ইহার অভিপ্রায়—নৃশংসবাক্যের দ্বারা কখনও অন্যের মর্মপীড়া উৎপাদন করিবে না। হীনকর্ম দ্বারা শত্রুকে বশীভূত করিবে না। যে বাক্য দ্বারা পরের উদ্বেগ উৎপন্ন হয় তাদৃশ পরপ্রদাহকারী পাপলোকপ্রদ বাক্য কখনও বলিবে না। মুখ হইতেই অতি কুকথা উচ্চারিত হইয়া থাকে, যাহার দ্বারা আহত হইয়া শ্রোতা দিনরাত শোকগ্রস্ত হইয়া থাকে। পরের প্রতি প্রযুক্ত দুরুক্তি পরের মর্মস্থানই ভেদ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহা কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। অর্থাৎ পরের অমর্ম স্থলে পতিত হয় না। এজন্য পরের মর্মপীড়াদায়ক বাক্য পণ্ডিত কখনও উচ্চারণ করিবে না। পাণ্ডবগণের সহিত তুমি যে বৈরকর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছ ইহার দ্বারা তুমিই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। তুমি যেরূপ দুর্বাক্য উচ্চারণ করিয়াছ এরূপ দুর্বাক্য পাণ্ডবেরা কোনও হীন পুরুষের প্রতিও প্রয়োগ করেন না। কুকুর প্রকৃতির লোকেরাই এইরূপ দুরক্ষর বাক্য উচ্চারণ করে। দুর্যোধন ঘোর নরকের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়াও তাহা নিজে বুঝিতে পারিতেছেন না। কৌরবগণ দুর্যোধনেরই পক্ষ অনুবর্তন করিতেছে। দুর্যোধন অতি মূঢ়বুদ্ধি। আমার পথ্য উক্তিও সে শ্রবণ করিতেছে না। সুতরাং আমি স্পষ্ট বুঝিতেছি কুরুবংশের অচিরকালমধ্যে বিনাশ হইবে। এই নিদারুণ বিনাশ সর্বঘাতী হইবে। আমি তাহাদের একমাত্র সুহৃৎ। অত্যন্ত লোভাভিভূত হইয়া তাহারা পথ্য সুহৃদ্‌বাক্য শ্রবণ করিতেছে না। এইখানে ৬৬ অধ্যায় শেষ হইয়াছে।

বিদুর দুর্যোধনের কথা অনুসারে কার্য না করায় দুর্যোধন বিদুরকে ধিকার প্রদান করিয়া দ্রৌপদীকে দ্যূতসভায় আনয়ন করিবার জন্য প্রাতিকামীকে আদেশ করিয়াছিলেন। অনন্তর প্রাতিকামী দ্রৌপদীকে আনিতে অসমর্থ হইলে দুঃশাসন স্বয়ং বলপূর্বক দ্রৌপদীকে দ্যূতসভায় আনয়ন করিয়াছিল। অনন্তর দ্রৌপদী দ্যূতসভায় আগমন করিয়া দুর্যোধনের এই দুষ্কার্যের অত্যন্ত প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। দুঃশাসন দ্রৌপদীকে পুনঃ পুনঃ দাসী শব্দের দ্বারা সম্বোধন করিয়াছিলেন। দুর্মতি কর্ণও দুঃশাসনের সমর্থন করিয়াছিলেন। যাহা হউক্, দ্যূতে পরাজিত হইয়া যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়াছিলেন ইহাতে যুধিষ্ঠিরের অধিকার আছে কিনা ইহাই সভ্যগণকে দ্রৌপদী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। বিদুর পূর্বেই বলিয়াছিলেন—ইহাতে যুধিষ্ঠিরের অধিকার নাই। এই জন্য এই ৬৭ অধ্যায়ের ৪৭ শ্লোকে ভীষ্ম বলিয়াছিলেন—হে দ্রৌপদী, ধর্ম অতিসূক্ষ্ম বলিয়া এই প্রশ্নের আমি নিরূপণ করিতে পারিতেছি না। যে অস্বামী সে পরস্ব পণ করিতে পারে না ইহাও যেমন ঠিক্ এইরূপ স্ত্রী সর্বদাই স্বামীর অধীন ইহাও ঠিক। ধর্মবিগ্রহ যুধিষ্ঠির নিজেই বলিয়াছেন আমি দ্যূত ক্রীড়ায় পরাজিত হইয়াছি। সুতরাং এই প্রশ্নের উত্তর যথাযথভাবে আমি দিতে পারিতেছি না। এইরূপে দ্যূত-সভাতে ঘোর অনর্থের সৃষ্টি হইয়াছিল। পাণ্ডবেরা যখন পরাজিত হইয়া নিজ নিজ বসন ভূষণাদি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তখন দুঃশাসন বলপূর্বক দ্রৌপদীর বস্ত্র আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তখন দ্রৌপদী অনন্যগতি হইয়া ভগবান্ কৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। কৃষ্ণও দ্রৌপদীর আহ্বানে আহূত হইয়া অলক্ষ্যে দ্রৌপদীকে আশ্বাসন দিয়াছিলেন। কৃষ্ণের দ্বারা আশ্বাসিতা দ্রৌপদীর বস্ত্র দুঃশাসন যতই আকর্ষণ করিতে লাগিলেন ততই বস্ত্র বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। বস্ত্রের রাশি সঞ্চিত হইয়া গেল তথাপি

দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্র সম্পূর্ণরূপে আকর্ষণ করিতে পারিলেন না। তখন সেই সভামধ্যে ঘোর হলহলা শব্দ সমুত্থিত হইয়াছিল। এই আশ্চর্য ঘটনা দর্শন করিয়া সভাস্থ সকলেই দ্রৌপদীর প্রশংসা ও দুর্যোধনের নিন্দা করিতে লাগিল।

অনন্তর বিদুর ৬৮ অধ্যায়ের ৫৯ শ্লোক হইতে সভাস্থ সকলকে লক্ষ্য করিয়া দ্রৌপদীর প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। এইখানে বিদুর, প্রশ্নের যথার্থ উত্তরদানে মহিমা সুধন্বা-প্রহ্লাদ আখ্যায়িকার দ্বারা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এইরূপে নানা যুক্তি তর্কের অবতারণায় কিছু সময় অতিবাহিত হইলে ৭১ অধ্যায়ের ১৬ শ্লোক হইতে বিদুর বলিয়াছিলেন।

ইতঃপূর্বে ভীম দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। তাহাতে বিদুর বলিয়াছিলেন—হে মহারাজ প্রতীপের বংশধরগণ, তোমরা অবগত হও। যে ঘোর দুর্নীতি এই বংশে উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে ভীমসেন কর্তৃক তোমাদের নিদারুণ ভয় হইবে। ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ অতিদ্যূতক্রীড়া করিয়াছেন, যেহেতু পাণ্ডবগণের পত্নীকে সভায় আনয়ন করিয়াছে। ইহাতে ইহাদের সমগ্র যোগক্ষেম নষ্ট হইয়াছে এবং কৌরবগণ পাপ-মন্ত্রণায় লিপ্ত হইয়াছে। হে কৌরবগণ তোমরা শ্রবণ কর, যুধিষ্ঠির যদি পূর্বে দ্রৌপদীকে পণ করিতেন, অর্থাৎ তিনি নিজে অপরাজিত হইয়া দ্রৌপদীকে যদি পণ করিতেন তবে দ্রৌপদী তোমাদের দাসী হইতে পারিত। নিজে অনীশ্বর হইয়া অন্যের ধনের দ্বারা দ্যূতক্রীড়াতে পণ হইতে পারে না। যেমন স্বপ্নলব্ধ ধনের দ্বারা দ্যূতে পণ হয় না। হে কৌরবগণ, তোমরা শকুনির কথায় ধর্মপথ হইতে বিচলিত হইও না। এই কথা অর্জুনও বলিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির নিজেও যখন পরাজিত হইয়াছেন তখন তাঁহার কোন ধনেই অধিকার থাকিতে পারে না।

এইরূপ দারুণ দুর্ঘটনা সংঘটিত হইলে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের গৃহে এবং তাঁহার অগ্নিশালাতে শৃগালসমূহ প্রবিষ্ট হইয়া ঘোর আর্তনাদ করিয়াছিল এবং শৃগালধ্বনিতে গর্দভগণ ও দারুণ পক্ষিসমূহ চীৎকার করিয়াছিল। এই দারুণ অমঙ্গল শব্দ, তত্ত্বদর্শী **বিদুর ও মহারাণী গান্ধারী** শ্রবণ করিয়াছিলেন। ভীষ্ম-দ্রোণাদিও এই অমঙ্গল শব্দ শ্রবণ করিয়া "স্বস্তি" শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলেন। তখন মহারাণী গান্ধারী ও বিদুর এই ঘোর উৎপাত দর্শন করিয়া অতিশয় আর্ত ও ব্যাকুলিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকট নিবেদন করিয়াছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও বিদুরের বাক্য শ্রবণ করিয়া দুর্যোধনকে বলিয়াছিলেন—রে মন্দবুদ্ধি দুর্যোধন, তুই হত হইলি। তুই এই সভাতে পাণ্ডবপত্নীকে আনয়ন করিয়া তাহাকে দুর্বাক্য বলিয়াছিস্। এই কথা বলিয়া ধৃতরাষ্ট্র দ্রৌপদীকে বরপ্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। দ্রৌপদীও ধৃতরাষ্ট্রের নিকট হইতে বর গ্রহণ করিয়া এক বরে পাণ্ডবগণের অদাসতা এবং দ্বিতীয় বরে পাণ্ডবগণের রথ, ধনু, অস্ত্রশস্ত্রাদি চাহিয়াছিলেন। ততঃপর ধৃতরাষ্ট্র আরও বর দিতে চাহিলে দ্রৌপদী আর বর গ্রহণ করেন নাই।

অতঃপর ধৃতরাষ্ট্র দ্যূতক্রীড়ার অবসানে পাণ্ডবদের সমস্ত ধনরত্ন সহকারে তাহাদের অধিকৃত রাজ্য প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন এবং এই দ্যূতক্রীড়ার জন্য শত্রুতা বিস্মৃত হইবার জন্য পাণ্ডবগণকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। আরও বলিয়াছিলেন, কুরুবংশ সর্বথা অশোচ্য। কারণ কুরুবংশের প্রধান পুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির এই বংশের অনুশাসনকর্তা এবং **সর্বশাস্ত্রবিশারদ ধীমান্ বিদুর এই বংশের মন্ত্রী**।

অনন্তর ৭৪ অধ্যায়ে অনুদ্যূত বর্ণনা করা হইয়াছে। এই অনুদ্যূতের জন্য মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু দ্রোণ, সোমদত্ত, বাহ্লীক, কৃপাচার্য, বিদুর, অশ্বত্থামা, যুযুৎসু,

ভূরিশ্রবা, ভীষ্ম এবং বিকর্ণ—সকলেই একবাক্যে অনুদ্যূত করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু পুত্রস্নেহাতুর ধৃতরাষ্ট্র তাহা শ্রবণ করেন নাই।

অতঃপর ৭৫ অধ্যায়ে এই অনুদ্যূতের কথা শ্রবণ করিয়া পুত্রগণের কল্যাণ কামনা করিয়া মহারাণী গান্ধারী অত্যন্ত শোকযুক্ত হইয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে ধর্ম বাক্য বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—হে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, এই পাপিষ্ঠ দুর্যোধন জন্মগ্রহণ মাত্র শৃগালের মত চীৎকার করিয়াছিল। তখন মহামতি বিছুর বলিয়াছিলেন—

নীয়তাং পরলোকায় সাধ্বয়ং কুলপাংশনঃ।

(সভাপর্ব—৭৫ অধ্যায়, ২ শ্লোক)

যে উৎপন্ন হইয়াই শৃগালের মত চীৎকার করিয়াছিল, হে ভারত, এই কুলপাংশন পুত্র এই বংশকে ধ্বংস করিবার জন্যই উৎপন্ন হইয়াছে। হে মহারাজ, তুমি নিজের দোষে এই আপদে নিমজ্জিত হইও না। এই অশিষ্ট বালকগণের বুদ্ধির অনুবর্তন করিও না। তুমি নিজে এই ঘোর কুলক্ষয়ের কারণ হইও না। কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বদ্ধজলসেতুকে বিদীর্ণ করে? শান্ত অগ্নিকে কে পুনর্বার উদ্দীপিত করে? এবং শমে স্থিত পাণ্ডবগণকে কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ক্রুদ্ধ করিতে পারে? হে মহারাজ, তুমি এই সমস্ত অবগত থাকিলেও পুনর্বার আমি তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি—শাস্ত্র, দুর্বুদ্ধি পুরুষকে কল্যাণ ও অকল্যাণের পথ দেখাইতে পারে না। মহারাজ তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ, তুমি বালকের বুদ্ধি গ্রহণ করিও না। তোমার নেতৃত্বে তোমার পুত্রগণ অবস্থান করুক্। তোমার নেতৃত্বে ইহারা ভেদগ্রস্ত না হউক। এজন্য হে মহারাজ, আমার বাক্যানুসারে এই **কুলপাংশন পুত্রকে পরিত্যাগ কর।** গান্ধারী এইরূপ বলিলে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বলিয়াছিলেন—যদি অনুদ্যূতে

কুলোচ্ছেদ হয় হউক, আমি নিবারণ করিতে পারিব না। দুর্যোধনাদি যাহা, ইচ্ছা করিয়াছে তাহাই হউক। পাণ্ডবেরা প্রত্যাগমন করুক, পুনর্বার দ্যূতক্রীড়া হউক।

(সভাপর্ব—৭৫ অধ্যায়, ১২ শ্লোক)

অনন্তর প্রাতিকামী যুধিষ্ঠিরাদিকে ফিরাইয়া নিয়া আসিয়াছিল। আর এই অনুদ্যূতে পণ ছিল যে, যিনি পরাজিত হইবেন তিনি বার বৎসর অরণ্যবাস ও ততঃপর এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিবেন। শকুনিনির্দিষ্ট এই পণে মহারাজ যুধিষ্ঠির সম্মত হইয়া পুনর্বার দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া পূর্বোক্ত পণানুসারে কার্য করিয়াছিলেন। অনন্তর পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী বনগমনে উদ্যুক্ত হইয়া ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর প্রভৃতির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(সভাপর্ব—৭৮ অধ্যায়)

এই সময় বিদুর যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন, রাজপুত্রী মহারাণী কুন্তী অরণ্যে গমন করিবেন না। ইনি সুকুমারী, বৃদ্ধা এবং নিত্য সুখলালিতা। ইনি আমার দ্বারা সৎকৃত হইয়া আমার গৃহে অবস্থান করিবেন। হে পাণ্ডবগণ, তোমরা ইহা অবগত হও এবং তোমাদের সর্বদা কল্যাণ হউক। এতদুত্তরে পাণ্ডবগণ বলিয়াছিলেন—হে বিদুর, তুমি আমাদের পিতৃব্য এবং পিতৃসম। আমরাও তোমার অধীন। তুমি যেরূপ আজ্ঞা করিতেছ তাহাই হইবে। তুমি আমাদের পরম গুরু। ইহা ব্যতীতও আর যদি কিছু থাকে তাহাও আজ্ঞা কর।

(সভপের্ব—৭৮ অধ্যায়, ৭৮ শ্লোক)

অনন্তর বিদুর, যুধিষ্ঠিরাদির অনেক কর্তব্য নির্দেশ করিয়া বিরত হইয়াছিলেন। অনন্তর পাণ্ডবেরা বনগমন করিলে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া বিদুরকে আহ্বান করিয়াছিলেন এবং বিদুরও ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞাক্রমে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গিয়াছিলেন।

অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর উপস্থিত হইলে সাশঙ্কচিত্তে বলিয়াছিলেন—পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদী ও পুরোহিত ধৌম্য কিরূপে বনগমন করিলেন ইহা শুনিতে ইচ্ছা করি। উত্তরে বিদুর বলিলেন—যুধিষ্ঠির বস্ত্র দ্বারা মুখ আবৃত করিয়া বনগমন করিতেছেন। বিশাল বাহুযুগল দর্শন করিতে করিতে ভীম গমন করিতেছেন। হস্তে ধূলি মুষ্টি লইয়া তাহা বিকীর্ণ করিতে করিতে অর্জুন রাজার অনুবর্তন করিতেছেন এবং মাদ্রীপুত্র সহদেব মুখ আলেপন করিয়া গমন করিতেছেন এবং ধূলার দ্বারা সমস্ত শরীর আবৃত করিয়া নকুল গমন করিতেছেন। দ্রৌপদী কেশের দ্বারা মুখ আচ্ছাদন করিয়া গমন করিতেছেন। পুরোহিত ধৌম্য রুদ্র-দেবতার ও যম দেবতার সাম গান করিতে করিতে কুশ মুষ্টি গ্রহণ করিয়া গমন করিতেছেন।

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন—পাণ্ডবেরা এইরূপে গমন করিতেছে কেন? **তাহাতে বিদুর বলিলেন**—অত্যন্ত ধর্মশীল মহারাজ যুধিষ্ঠির তোমার পুত্রগণ কর্তৃক কপট দ্যূতে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া অতি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার ক্রুদ্ধ চক্ষু যাহার উপরেই পতিত হইত সেই বিনাশপ্রাপ্ত হইত। এইজন্য যুধিষ্ঠির চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যাইতেছেন। ক্রোধে ঘোর চক্ষুর দ্বারা অন্য-পুরুষ দগ্ধ না হউক্ এজন্যই রাজা যুধিষ্ঠির মুখ আচ্ছাদন করিয়া যাইতেছেন। আমার বাহুযুগলের মত বল কাহারও নাই ইহাই প্রদর্শন করিবার জন্য বাহুযুগল দর্শন করিতে করিতে ভীম যাইতেছেন। কুন্তীপুত্র অর্জুন শত্রুর প্রতি অসংখ্য শর নিপাত করিয়া শত্রু ধ্বংস করিবেন ইহাই বুঝাইবার জন্য ধূলি মুষ্টি বিকীর্ণ করিতে করিতে যাইতেছেন। আমার মুখ কেহ দেখিতে না পারুক এই মনে করিয়া সহদেব মুখ আলিপ্ত করিয়াছেন। অসাধারণ রূপবান্ নকুল, পথে আমাকে দেখিয়া স্ত্রীগণ বিহ্বল না হউক এজন্য পাংশুলিপ্ত-সর্বাঙ্গ হইয়া যাইতেছেন।

আর একবস্ত্রা মুক্তকেশী রজঃস্বলা শোণিতাক্তবসনা দ্রৌপদী এই বলিয়া যাইতেছিলেন যে, যাহাদের জন্য আমি আজ এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছি, অদ্য হইতে চতুর্দশ বৎসরে তাহাদের পত্নীগণ হতপতি, হতপুত্র, হতবন্ধু হইয়া বহুশোণিতদিগ্ধাঙ্গ হইয়া এবং মুক্তকেশী হইয়া মৃত পতি-পুত্রগণের তর্পণ করিয়া এইভাবে হস্তিনাতে প্রবেশ করিবে ইহাই বুঝাইবার জন্য এইভাবে যাইতেছিলেন। ধৌম্য নৈঋত কোণের দিকে কুশ মুষ্টি ধারণ করিয়া যমদেবতার সামগান করিতে করিতে অগ্রে যাইতেছেন। তাহার অভিপ্রায় এই যে, ঘোর যুদ্ধে কৌরব বংশ নির্মূল হইলে কুরুবংশের পুরোহিতেরা এই যমদেবতার সামগান করিবে। পাণ্ডবেরা যখন হস্তিনা হইতে বনে গমন করিতেছিলেন তখন কুরুরাজ্যে বহুবিধ উৎপাত দেখা দিয়াছিল। অনভ্র আকাশে বিদ্যুৎপাত, ভূমিকম্প, অকালে সূর্যগ্রহণ, উল্কাপাত, গৃধ্র-গোমায়ু-বায়স প্রভৃতির দারুণ অশিব নিনাদ প্রভৃতি ঘোর দুর্লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

অনন্তর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র এই সমস্ত ঘোর উৎপাত অবগত হইয়া সঞ্জয়কে বলিয়াছিলেন—এই দ্যূতক্রীড়াতেও ঘোর অনিষ্ট দর্শন করিয়া **বিদুর যখন** আমার নিকট নিবেদন করিয়াছিলেন তখন বিদুরের কথা অনুসারে বিদুরের বাক্য প্রেরিত হইয়া আমি দ্রৌপদীকে দুইটি বর প্রদান করিয়াছিলাম তখন সর্বধর্মবিৎ বিদুর বলিয়াছিলেন—

"এতদন্তাস্ত ভরতা যদ্ বঃ কৃষ্ণা সভাং গতা।"

(সভাপর্ব—৮১ অধ্যায়, ২৯ শ্লোক)

"এই পাঞ্চাল রাজকন্যা দ্রৌপদীকে দ্যূত সভায় আনয়ন করায় ভরতকুলের সংহার অবশ্য হইবে ইহা বুঝিতে পারা গিয়াছে। অমর্ষণ পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর এই ক্লেশ কখনও সহ্য করিবে না। মহেষ্বাস যাদববংশীয়গণ এবং মহাব্রত পাঞ্চালবংশীয়গণও ক্ষমা

করিবে না। সত্যাভিসন্ধ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রক্ষিত হইয়া এবং পাঞ্চাল-গণে পরিবৃত হইয়া অর্জুন আগমন করিবে এবং তাহাদের মধ্যে মহাবল ভীমও গদাহস্তে দ্বিতীয় যমের মত আগমন করিবে। অর্জুনের গাণ্ডীব নির্ঘোষ ও ভীমের গদাবেগ কোন রাজাই সহ্য করিতে পারিবে না। এজন্য আমি পাণ্ডবগণের সহিত সর্বদা সামই আকাঙ্ক্ষা করি, বিগ্রহ আকাঙ্ক্ষা করি না। কৌরবগণ হইতে পাণ্ডবগণকে আমি অধিক বলশালী মনে করি। মহাবলশালী জরাসন্ধ বাহুযুদ্ধে ভীমের নিকট পরাজিত হইয়া নিহত হইয়াছিল। এজন্য হে মহারাজ, পাণ্ডবগণের সহিত সাম অবলম্বন করাই উচিত, বিগ্রহ করা উচিত নয়।" হে সঞ্জয়, বিদুর এইরূপ আমাকে ধর্মার্থ-সহিত বাক্য পুনঃপুনঃ বলিলেও আমি পুত্রহিতৈষী হইয়াই তাহার বাক্য গ্রহণ করি নাই। এইখানে সভাপর্ব সমাপ্ত হইয়াছে।

(সভাপর্ব—৮১ অধ্যায়, ৩৯ শ্লোক)

বনপর্ব ৪র্থ অধ্যায়—দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া পাণ্ডবগণ কাম্যকবনে অবস্থান করিয়াছিলেন। পাণ্ডবেরা যখন কাম্যকবনে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগের বনগমনে সন্তপ্ত হইয়া তাঁহার প্রধান মন্ত্রী অগাধবুদ্ধি বিদুরকে বলিয়াছিলেন—"হে বিদুর, শুক্রাচার্যের মত তোমার বিশুদ্ধবুদ্ধি। তুমি পরম সূক্ষ্ম ধর্ম অবগত আছ। তুমি সমদর্শী এবং কৌরবগণের অতি শ্রদ্ধার পাত্র। তুমি পাণ্ডবগণের ও আমাদের যাহাতে কল্যাণ হয় তাহা বল। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণকে ছলপূর্বক নির্বাসিত করিয়া মনে মনে বিশেষ শঙ্কিত হইয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন—আমাদের এই অন্যায় আচরণ আমার পৌরবর্গ ও জানপদবর্গ সহ্য করিবে না। আর তাহাতে পৌর-জানপদবর্গ আমাদিগকেই রাজ্যভ্রষ্ট করিবে। এইরূপে শঙ্কিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্র, মহামতি বিদুরের পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বর্তমান সময়ে আমাদের কিরূপ করা কর্তব্য যাহাতে পৌর-জানপদবর্গ অনুরক্ত থাকে।"

(বনপর্ব—৪ অধ্যায়, ৩ শ্লোক)

তদুত্তরে বিদুর বলিয়াছিলেন, হে মহারাজ! ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের মধ্যেই ধর্মই মূল এবং রাজ্যেরও ধর্মই মূল—ইহাই পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন। তুমি স্বশক্তি অনুসারে ধর্মে স্থিত হইয়া তোমার পুত্রগণ ও পাণ্ডুর পুত্রগণকে রক্ষা কর। কিন্তু এই রাজ্যের মূল ধর্ম, দ্যূতসভায় বিনষ্ট হইয়াছে। শকুনি প্রভৃতি পাপাত্মগণ কপটদ্যূতে যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করিয়া ধর্মের উপঘাত করিয়াছে। তোমার এই দুরনুষ্ঠিত কার্যের সমাধানের জন্য আমার মতানুসারে তোমার পুত্র দুর্যোধনকে পাপমুক্ত করিয়া প্রতিষ্ঠিত করা উচিত। এ জন্য পাণ্ডবদের প্রাপ্য রাজ্যাংশ তাহাদিগকে প্রদান কর। রাজার ইহাই পরম ধর্ম যে, তিনি নিজের ধনে সন্তুষ্ট থাকিবেন কিন্তু পরধন আত্মসাৎ করিতে অভিলাষ করিবেন না। যাহাতে যশের বিনাশ না হয়, জ্ঞাতিভেদ না হয় এবং ধর্মও রক্ষিত হয়, ইহাই সর্বতোভাবে তোমার কর্তব্য। পাণ্ডবগণের তুষ্টি ও শকুনির অপমান করা তোমার উচিত। পাণ্ডবগণের রাজ্য প্রদান করিলেই তোমার পুত্রগণ জীবিত থাকিবে। আর তাহা যদি না কর তবে কুরুবংশের অবশ্যই বিনাশ হইবে। বিদুর অতঃপর ভীম অর্জুনাদি পাণ্ডবগণের অসাধারণ বীরত্বের কথা বলিয়াছিলেন এবং তাহারা যে অপরাজেয় তাহাও বলিয়াছিলেন। হে মহারাজ, অহিত পুত্রকে পরিত্যাগ করা উচিত, ইহা আমি পূর্বেই তোমাকে বলিয়াছিলাম। আর তাহা না করিলে তুমি পরে অতিশয় সন্তাপযুক্ত হইবে। পাণ্ডবেরা ও কৌরবেরা মিলিত হইয়া রাজ্যশাসন করিলে এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটিত না। তুমি দুর্যোধনকে নিগৃহীত করিয়া যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যের আধিপত্যে স্থাপন কর। অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির রাগদ্বেষবিহীন বলিয়া ধর্মানুসারে

পৃথিবী পালন করিতে পারিবে। যুধিষ্ঠির রাজা হইলে অপর রাজন্যবৃন্দ বৈশ্যের মত আমাদের নিকটে আনত হইবে। দুর্যোধন শকুনি কর্ণ প্রভৃতিরা প্রীতিপূর্বক পাণ্ডু পুত্রগণের ভজনা করুক। দুঃশাসন ভীমের নিকটে যাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করুক এবং দ্রৌপদীর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করুক। তুমি আশ্বাস প্রদান-পূর্বক যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যে স্থাপন কর। তুমি উভয়পক্ষের কল্যাণ আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছ। এজন্য আমি যাহা উভয়পক্ষের কল্যাণ তাহাই বলিলাম। ইহা অপেক্ষা আর অন্য কিছু কল্যাণকর হইতে পারে না। এরূপ করিলে তুমি কৃতকৃত্য হইতে পারিবে।

(বনপর্ব—৪ অধ্যায়, ৪-১৭ শ্লোক)

এতদুত্তরে ধৃতরাষ্ট্র বলিয়াছিলেন, বিদুর, তুমি দ্যূতসভাতেও এই কথাই বলিয়াছিলে, এখনও তাহাই বলিতেছ। ইহা পাণ্ডবগণের হিত হইলেও, আমার পুত্রগণের হিত নহে। এজন্য তোমার কথা আমার মনে প্রবিষ্ট হইতেছে না। দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া পাণ্ডবেরা অরণ্যে গমন করিয়াছে। তাহাদিগকে আনয়ন করিয়া রাজ্য প্রদান করা সঙ্গত বলিয়া আমার মনে হয় না। তোমার কথা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি যে, তুমি আমায় হিতকথা বলিতেছ না। আমার ঔরস পুত্রকে আমি পাণ্ডবদের জন্য পরিত্যাগ করিব ইহা তুমি কিরূপ উপদেশ করিতেছ? যদিও পাণ্ডবেরা নিশ্চিতই আমার পুত্র, কিন্তু দুর্যোধন আমার দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। পরের জন্য নিজের দেহের পরিত্যাগের উপদেশ সাম্যের দিকে লক্ষ্য করিয়া কেহ বলিতে পারে না। বিদুর, তুমি কুটিল উপদেশ আমাকে করিতেছ। অথচ আমি তোমার অধিক সম্মান সর্বদাই করিয়া থাকি। অতএব তুমি তোমার ইচ্ছা অনুসারে চলিয়াও যাইতে পার, থাকিতেও পার। বহু সম্মান দ্বারাও অসতী স্ত্রী বশীভূত হয় না।

এই কথা বলিয়া ধৃতরাষ্ট্র ক্রুদ্ধভাবে তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর বিদুর—

"নেদমস্তীত্যথ বিদুরো ভাষমাণঃ।
সম্প্রাদ্রবদ্ যত্র পার্থা বভূবুঃ॥

(বনপর্ব—৪ অধ্যায়, ২২ শ্লোক)

ইহার অর্থ, ধৃতরাষ্ট্রের ব্যবহারে বিদুর স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন—এই কুরুকুল অবশ্যই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ বিদুর কাম্যকবনে পাণ্ডবগণের নিকটে গমন করিয়াছিলেন।

বনপর্বের ৫ম অধ্যায়।—মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক বিদুর প্রত্যাখ্যাত হইয়া কাম্যকবনে গমন করিয়া পাণ্ডবগণকে সেখানে দেখিতে পাইলেন। অকস্মাৎ বিদুরকে কাম্যকবনে আসিতে দেখিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির শঙ্কিত হইয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির মনে করিয়াছিলেন—বিদুর কি ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে পুনর্বার আমাদিগকে দ্যূতক্রীড়ার জন্য আহ্বান করিতে আসিয়াছেন? আমাদের অস্ত্রশস্ত্রগুলিই অবশিষ্ট আছে। ক্ষুদ্র শকুনির পরামর্শে ধৃতরাষ্ট্র কি আমাদের এই অস্ত্রগুলিও দ্যূতে জয় করিতে অভিলাষী হইয়াছেন? যুধিষ্ঠির এইরূপ শঙ্কিত হইলেও তাঁহারা গাত্রোত্থানপূর্বক মহামতি বিদুরের প্রত্যুদ্‌গমন করিয়াছিলেন এবং পাণ্ডবগণের দ্বারা বিদুর সৎকৃত হইয়াছিলেন। পাণ্ডবগণ কর্তৃক সৎকৃত বিদুর আসনোপবিষ্ট হইয়া আশ্বস্ত হইলে পাণ্ডবেরা বিদুরের অকস্মাৎ দ্বৈতবনে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। অনন্তর বিদুর পাণ্ডবগণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের সহিত তাঁহার যে বার্তালাপ হইয়াছিল তাহা বলিয়াছিলেন। বিদুরের কথা শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র অতি অসন্তুষ্ট হইয়া বিদুরকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। এই কথাই বিদুর পাণ্ডব-গণকে বলিয়াছিলেন।

ক্রুদ্ধ হইয়া ধৃতরাষ্ট্র আমাকে বলিয়াছিলেন—

"ততঃ ক্রুদ্ধো ধৃতরাষ্ট্রোঽব্রবীন্মাম্,
যস্মিন্ শ্রদ্ধা ভারত তত্র যাহি।
নাহং ভূয়ঃ কাময়ে ত্বাং সহায়ং
মহীমিমাং পালয়িতুং পুরং বা॥

(বনপর্ব—৫ অধ্যায়, ১৭ শ্লোক)

ইহার অভিপ্রায়—আমার কথা শুনিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন—হে ভারত, যাহাতে তোমার শ্রদ্ধা আছে সেইখানে তুমি যাও। তোমাকে আর আমি সহায়রূপে কামনা করি না। পৃথিবীপালনের জন্য অথবা নগর-পালনের জন্য তোমার সহায়তা আমি চাহি না। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়—রাজ্যপরিপালনে বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের অত্যন্ত সহায় ছিলেন। যাহা হউক্, ততঃপর বিদুর যুধিষ্ঠিরকে বলিয়া-ছিলেন, আমি ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া তোমাকে প্রশাসন করিবার জন্য আসিয়াছি। দ্যূতসভায় আমি তোমাদিগকে যাহা উপদেশ করিয়াছিলাম তাহা মনে রাখিবে। তদ্ব্যতীত অন্য কথাও তোমাদিগকে বলিব। বিদুর বলিয়াছিলেন—শত্রুগণপ্রযুক্ত তীব্র ক্লেশ সহন করিয়াও যে ক্ষমা অবলম্বনপূর্বক উপযুক্ত কালের প্রতীক্ষা করে এবং নিজের অন্তর্গত ক্রোধরূপ অগ্নিকে বর্ধিত করে সেই পৃথিবী ভোগ করিয়া থাকে। হে মহারাজ, যাহার ধন, সহায়কগণের সহিত অবিভক্ত অর্থাৎ সহায়কগণের সহিত মিলিত ভাবে স্বীয় ধন যে রাজা ভোগ করেন, সহায়কেরা তাঁহার দুঃখেরও অংশভাগী হইয়া থাকেন। সহায়গণের সহিত সংবিভাগই সহায় সংগ্রহের প্রধান উপায়। সহায় প্রাপ্তিতেই পৃথিবীর প্রাপ্তি হইয়া থাকে। সহায় সংগ্রহে সত্য ব্যবহার এবং নিরর্থক বাক্যের অপ্রয়োগ, এবং সহায়গণের সহিত তুল্য অন্নের ভোজন এবং

সহায়গণের নিকট নিজের প্রশংসা বা প্রাধান্যের অপ্রখ্যাপন সহায় সংগ্রহের উপায়।

মহামতি বিদুর সহায় সংগ্রহের যে অনাবিল নীতি বলিয়াছেন তাহা বর্তমান সময়ে প্রতিক্ষেত্রে উপেক্ষিত হয় বলিয়াই কেহ কাহারও যথার্থ সহায় হয় না। যাহাকে সহায়করূপে গ্রহণ করিতে অভিলাষ হইবে তাহার সহিত সত্য ব্যবহার, অনর্থক বাক্যের অপ্রয়োগ, সমান অন্নের তুল্য ভাবে গ্রহণ ও তাহার নিকটে নিজের উৎকর্ষের অপ্রখ্যাপন ইত্যাদি ব্যবহার করিতে হইবে। বর্তমান সময়ে সহায় সংগ্রহের বিপুল আয়োজন ও আড়ম্বর সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু সহায় সংগ্রহে যাহা অবশ্য করণীয় তাহার বিপরীত আচরণই সর্বত্র করা হয়। এই জন্য বস্তুতঃ কেহই কাহারও সহায়ক হয় না। কপট ব্যবহার দ্বারা যাহাকে সহায়করূপে গ্রহণ করা হইয়াছে সেও শত্রুই থাকিয়া যায়।

যাহা হউক্, বিদুরের এই সমস্ত উপদেশ শ্রবণ করিয়া যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন—আপনি যাহা বলিলেন, তাহা আমি করিব আরও আমার সম্বন্ধে যাহা আপনার বক্তব্য তাহা বলুন, তাহাও করিব। ইহাতে ৫ম অধ্যায় শেষ হইয়াছে।

ততঃপর ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, বিদুর যখন ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া পাণ্ডবদের নিকটে গমন করিয়াছিলেন তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়াছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের সন্তাপের কারণ এই ছিল যে, বিদুরের সন্ধিবিগ্রহাদি বিষয়ে অতিশয় নৈপুণ্য আছে। সে পাণ্ডবদের সহায় হইলে পাণ্ডবদেরই অসাধারণ বৃদ্ধি ও তাহাদের জয় অবশ্যই হইবে, বিদুরের মন্ত্রণা না পাইয়া আমাদের পরাজয়ই হইবে। এইসব চিন্তা করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অতি সন্তপ্ত হইয়াছিলেন ও বুঝিয়াছিলেন—বিদুরকে দ্বেষ করায় আমাদেরই বিনাশ হইবে। এইজন্য তিনি রাজসভার দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া রাজসভায় উপস্থিত সমস্ত রাজন্যবৃন্দের

সমক্ষে মূর্ছিত হইয়া পতিত হইয়াছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া মহীতল হইতে উত্থিত হইয়া সমীপস্থিত সঞ্জয়কে ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—

"ভ্রাতা মম সুহৃচ্চৈব সাক্ষাদ্ ধর্ম ইবাপরঃ।
তস্য স্মৃত্যাদ্য সুভৃশং হৃদয়ং দীর্য্যতীব মে॥"
তমানয়স্ব ধর্মজ্ঞং মম ভ্রাতরমাশু বৈ।
ইতি ব্রুবন্ স নৃপতিঃ কৃপণং পর্যদেবয়ৎ॥

(বনপর্ব—৬ অধ্যায়, ৫-৬ শ্লোক)

ইহার অভিপ্রায়—বিদুর আমার ছোট ভাই এবং আমার পরম সুহৃৎ। সে দ্বিতীয় ধর্মের মত নিষ্পাপ। তাহাকে আমি পরিত্যাগ করিয়াছি। কিন্তু এখন তাহাকে স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। হে সঞ্জয়, তুমি আমার ধর্মজ্ঞ ভাইকে শীঘ্র লইয়া আইস। এই বলিয়া ধৃতরাষ্ট্র বহু বিলাপ করিয়াছিলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র স্বীয় কার্যে অতিশয় অনুতপ্ত হইয়া বিদুরকে স্মরণ করিয়া অতি মুগ্ধচিত্ত হইয়া ভ্রাতৃস্নেহে আকুল হইয়া সঞ্জয়কে বলিয়াছিলেন—

"গচ্ছ সঞ্জয় জানীহি ভ্রাতরং বিদুরং মম।
যদি জীবতি রোষেণ ময়া পাপেন নির্ধুতঃ॥

(বনপর্ব—৬ অধ্যায়, ৮ শ্লোক)

ইহার অভিপ্রায় সঞ্জয়, তুমি যাও। তুমি আমার ভাই বিদুরকে দেখ। বিদুর বাঁচিয়া আছে কিনা তাহা দেখ। আমি অতি পাপবুদ্ধি, এমন ভাইকে আমি পরিত্যাগ করিয়াছি। সে আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া প্রাণও পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে। সেই আমার ভাই বিদুর এ পর্যন্ত অতি অল্প অপ্রিয়ও আমার করে নাই। সে অমিত বুদ্ধি, সে প্রাজ্ঞ, সে আমার কোন অপ্রিয় না করিলেও সেই পরম বুদ্ধিমান্ বিদুরের আমি বড়ই অপ্রিয় করিয়াছি। **বিদুর না আসিলে আমি জীবন পরিত্যাগ করিব।** অতএব সঞ্জয়, তুমি শীঘ্র যাও এবং বিদুরকে লইয়া আইস।

ধৃতরাষ্ট্রের কথা শুনিয়া সঞ্জয় তৎক্ষণাৎ কাম্যক বনের দিকে ধাবিত হইয়াছিলেন ও অচিরকালমধ্যে কাম্যকবনের সঞ্জয় উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহাভারতের এই পর্বের ১১শ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে—পাণ্ডবেরা হস্তিনা হইতে দিনরাত্রি চলিয়া তিন অহোরাত্রে কাম্যকবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সুতরাং বুঝিতে পারা যায় কাম্যকবন হস্তিনা হইতে দূরে ছিল। অথচ সঞ্জয় অচিরকাল মধ্যে হস্তিনা হইতে কাম্যকবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহাতে বুঝিতে পারা যায়—সঞ্জয় অতিশীঘ্রগামী রথে আরোহণ করিয়া গিয়াছিলেন। সঞ্জয় কাম্যকবনে যাইয়া বিদুর ও ব্রাহ্মণগণের সহিত উপবিষ্ট পাণ্ডবগণকে দেখিতে পাইলেন এবং পাণ্ডবগণকে যথোচিত অভিবাদন করিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির সঞ্জয়ের আগমণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সঞ্জয় বিদুরকে বলিলেন—

"রাজা স্মরতি তে ক্ষত্তর্ধৃতরাষ্ট্রোঽম্বিকাসুতঃ।
তং পশ্য গত্বা ত্বং ক্ষিপ্রং সঞ্জীবয় চ পার্থিবম্॥"

সঞ্জয় কহিলেন—হে বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র তোমায় স্মরণ করিতেছেন। তুমি শীঘ্র তাঁহার নিকটে যাইয়া ধৃতরাষ্ট্রকে সঞ্জীবিত কর।

(বনপর্ব—৬অধ্যায়, ১৬ শ্লোক)

অনন্তর বিদুর পাণ্ডবগণের অনুমতি গ্রহণ করিয়া অতি সত্বর হস্তিনানগরীতে উপনীত হইয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বিদুর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সম্মুখে উপস্থিত হইলে ধৃতরাষ্ট্র বলিয়াছিলেন—বড় সৌভাগ্যের কথা যে, বিদুর তুমি আমার কাছে আসিয়াছ। আরও সৌভাগ্যের কথা, আমার কথা তুমি স্মরণ করিয়াছ ইহাতে আমার বড়ই আনন্দ হইয়াছে। ধৃতরাষ্ট্র বলিয়াছিলেন—ভাই, এই দিবারাত্রি আমি জাগ্রত হইয়া কাটাইয়াছি। আমার শরীরও যেন রক্ষিশূন্য শ্রীশূন্য হইয়াছে এইরূপ মনে করিয়াছি। অনন্তর—

"সোহঙ্কমানীয় বিদুরং মূর্দ্ধ্যা ঘ্রায় চৈব হ।
ক্ষম্যতামিতি চোবাচ যত্নুক্তোহসি ময়ানঘ ॥"
(বনপর্ব—৬ অধ্যায়, ২১ শ্লোক)

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে স্বীয় অঙ্কে গ্রহণ করিয়া বিদুরের মূর্ধদেশ আঘ্রাণপূর্বক বলিয়াছিলেন—ভাই, যে সমস্ত দুরুক্তি আমি তোমাকে করিয়াছি তাহার জন্য তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আর্য-সভ্যতাতে স্নেহপাত্রের মূর্ধদেশ আঘ্রাণ করা স্নেহের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন বলিয়া পরিগণিত। অনন্তর বিদুর বলিয়াছিলেন—আমি তো পূর্বেই তোমার দুরুক্তির ক্ষমা করিয়াছি। হে মহারাজ, তুমি আমার পরম গুরু। তোমার আজ্ঞা পাওয়ামাত্রই আমি তোমাকে দর্শন করিবার জন্য অতি শীঘ্র আসিয়াছি। হে মহারাজ, ধর্মচিত্ত পুরুষগণের স্বভাবতঃই দীনজনের প্রতি অনুকম্পা হইয়া থাকে। যদিও তোমার পুত্রগণ ও পাণ্ডুর পুত্রগণ আমার নিকটে তুল্যই বটে কিন্তু পাণ্ডুর পুত্রগণ দীন। এজন্য আমার বুদ্ধি তাহাদের প্রতি অনুকম্পাপরায়ণ। ইহাতে আমার পক্ষপাত কিছু নাই। এইরূপে ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুর দুই ভ্রাতা পরস্পর পরস্পরকে অনুনয় করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। এইখানে ষষ্ঠাধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

অনন্তর ৭ম অধ্যায় বলা হইয়াছে মহারাজ দুর্যোধন যখন শুনিয়াছিলেন—কাম্যকবন হইতে বিদুর প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছেন এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃকও বিশেষভাবে অনুনীত হইয়াছেন তখন দুর্মতি দুর্যোধন অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়াছিলেন। তখন দুর্যোধন—শকুনি কর্ণ ও দুঃশাসনের সহিত মিলিত হইয়া অত্যন্ত রাগ-দ্বেষযুক্ত হইয়া তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন—

"এষ প্রত্যাগতো মন্ত্রী ধৃতরাষ্ট্রস্য ধীমতঃ।
বিদুরঃ পাণ্ডুপুত্রাণাং সুহৃদ্ বিদ্বান্ হিতে রতঃ ॥"
(বনপর্ব—৭ অধ্যায়, ৩ শ্লোক)

ইহার অভিপ্রায়—মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রী বিদুর আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন। এই বিদুর বিদ্বান্ হইলেও পাণ্ডবগণেরই সুহৃৎ এবং তাহাদেরই হিতাকাঙ্ক্ষী। মন্ত্রী বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে মিলিত হইয়াছেন। এই বিদুরের মন্ত্রণা অনুসারে হয়ত ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণকে বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারেন। বিদুরের মন্ত্রণায় ধৃতরাষ্ট্রের বুদ্ধিই পরিবর্তিত হইয়া যাইতে পারে। যে পর্যন্ত তাহা না হইতেছে সেই সময়ের মধ্যে আপনারা আমাদের হিত চিন্তা করুন। যদি পাণ্ডবগণকে বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত অবস্থায় হস্তিনাতে দর্শন করি তাহা হইলে আমার মৃত্যু ঘটিবে।

"বিষমুদ্বন্ধনং চৈব শস্ত্রমগ্নিপ্রবেশনম্ ।
করিষ্যে ন হি তান্ ঋদ্ধান্ পুনর্দ্রষ্টুমিহোৎসহে ।।"

(বনপর্ব—৭ অধ্যায়, ৬ শ্লোক)

ইহার অভিপ্রায়, বনবাস পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবগণ হস্তিনায় আসিলে আমি বিষ ভক্ষণ করিব, অথবা উদ্বন্ধন অর্থাৎ গলায় দড়ি দিব, অথবা শস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করিব। কিন্তু পুনর্বার পাণ্ডবগণকে সমৃদ্ধ অবস্থায় দেখিতে পারিব না। এইখানেই বনপর্বে বিদুরের কথা সমাপ্ত হইয়াছে।

মহাভারতের আদিপর্ব, সভাপর্ব ও বনপর্বে মহামতি বিদুরের প্রসঙ্গ যাহা আছে তাহা আমরা প্রদর্শন করিলাম। বিরাটপর্বে বিদুরের প্রসঙ্গ কিছু নাই। উদ্‌যোগপর্বে বিদুরের প্রসঙ্গ অতি বিস্তৃত, এবং এই পর্বেই বিদুরের যথার্থ পরিচয় উপনিবদ্ধ রহিয়াছে। মাত্র এই পর্বের আলোচনা করিলেই মহামতি বিদুরের অসাধারণতা জানিতে পারা যায়। প্রবন্ধের প্রারম্ভে যে **"ক্ষত্তুঃ প্রজ্ঞাম্"** বলা হইয়াছে তাহা এই পর্বেই ভগবান্ ব্যাসদেব প্রদর্শন করিয়াছেন। দ্যূত-পরাজিত পাণ্ডবেরা দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও ততঃপর একবৎসর অজ্ঞাত বাস করিয়া স্বীয় পৈতৃকরাজ্যের অর্ধাংশ গ্রহণে অভিলাষী হইয়াছিলেন। যাহা

দ্যূতক্রীড়ায় পাণ্ডবেরা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পাণ্ডবেরা বিরাটরাজ্যে এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিয়া মহারাজ বিরাটের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। বিরাট-দুহিতা উত্তরাকে অর্জুনের জ্যেষ্ঠপুত্র অভিমন্যু বিবাহ করিয়াছিলেন। বিরাটরাজ্যের অন্তর্গত উপপ্লব্য নগরীতে পাণ্ডবেরা তাঁহাদের আত্মীয় বন্ধুবর্গের সহিত মিলিত হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। মহারাজ দ্রুপদ ও শ্রীকৃষ্ণের ও অন্য বান্ধববর্গের পরামর্শানুসারে মহারাজ দ্রুপদের বৃদ্ধ পুরোহিত বহু শিষ্য পরিবৃত হইয়া পাণ্ডবগণের পৈতৃক রাজ্যার্ধ প্রদান করিবার প্রস্তাব করিতে উপপ্লব্য হইতে হস্তিনায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। দ্রুপদ-পুরোহিত হস্তিনায় যাইয়া মহারাজ, ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর প্রভৃতির সমক্ষে হস্তিনার রাজসভায় পাণ্ডবগণের রাজ্যার্ধ প্রদানের প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছিলেন, এই প্রস্তাব অবগত হইয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপনের জন্য সঞ্জয়কে উপপ্লব্য নগরে পাণ্ডবগণের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। সঞ্জয় পাণ্ডবগণের নিকটে উপস্থিত হইয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় পাণ্ডবগণের নিকটে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায়ের সারমর্ম এই যে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণকে বহু আশীর্বাদ ও পাণ্ডবগণের বহু কল্যাণ কামনা করিতেছেন কিন্তু তিনি পাণ্ডবগণকে তাহাদের অবশ্য প্রাপ্য রাজ্যার্ধ প্রদান করিবেন না, কিন্তু এজন্য ধার্মিক পাণ্ডবগণের কৌরবদিগের সহিত যুদ্ধ করা কোনও মতেই সঙ্গত হইবে না। পাণ্ডবেরা রাজ্যার্ধ পাইবে না কিন্তু এজন্য পাণ্ডবদের যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া কোন ক্রমেই সঙ্গত নয়, কারণ পাণ্ডবেরা ধর্মবুদ্ধিসম্পন্ন, এবং যুদ্ধও মহা হিংসাযুক্ত এবং পরিণাম-বিরস। বলাবাহুল্য এই প্রস্তাবে মহারাজ যুধিষ্ঠির সম্মত হন নাই। তিনি রাজ্যার্ধ নিতান্ত অল্পপক্ষে কুশস্থল, বৃকস্থল, মাকন্দী, বারণাবত এই চারিটি গ্রাম ও অন্য আর একটি বাসযোগ্য গ্রাম

এই পাঁচখানি গ্রাম পাইলেও যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবেন কিন্তু কিছুই না পাইয়া চিরবনবাসী হইয়া থাকিতে সম্মত হইবেন না। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সহিত আলোচনা করিয়া সঞ্জয় উপপ্লব্য হইতে যখন প্রতিনিবৃত্ত হইবেন তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির হস্তিনায় অবস্থিত বান্ধববর্গকে পাণ্ডবগণের অভিবাদনাদি ও কুশলসংবাদ জানাইবার জন্য সঞ্জয়কে বিশেষভাবে বলিয়াছিলেন। মহামতি বিদুরকে জানাইবার জন্য যুধিষ্ঠির সঞ্জয়কে বলিয়াছিলেন—

স এব ভক্তঃ স গুরুঃ স ভর্ত্তা, স বৈ পিতা স চ মাতা সুহৃচ্চ।
অগাধবুদ্ধির্বিদুরো দীর্ঘদর্শী, স নো মন্ত্রী কুশলং তস্য পৃচ্ছেঃ॥

(উদ্‌যোগপর্ব—৩০ অধ্যায়, ৩১ শ্লোক)

ইহার অর্থ—হে সঞ্জয়, তুমি হস্তিনায় যাইয়া আমরা বিদুরের কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছি ইহা বিদুরকে বলিবে। এই বিদুরই আমাদের ভক্ত এবং বিদুর আমাদের গুরু, বিদুর আমাদের ভর্তা, তিনিই আমাদের পিতামাতা এবং সুহৃৎ, বিদুর অগাধবুদ্ধি, দীর্ঘদর্শী ও আমাদের মন্ত্রী। আমাদের পক্ষ হইতে তুমি তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। মহামতি বিদুরের সম্বন্ধে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কিরূপ ভাব, কীদৃশ শ্রদ্ধা, আদর ও গৌরব ছিল এই শ্লোকে তাহা অতি পরিস্ফুট হইয়াছে। মহামতি বিদুরের প্রতি যুধিষ্ঠির যে শ্রদ্ধা গৌরব প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহা হইতেই বিদুরের স্বরূপ সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায়।

সঞ্জয় মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সহিত বহু আলাপ আলোচনা করিয়া পাণ্ডবেরা বহু সহায়ক নরপতিগণের সহিত মিলিত হইয়াছেন দেখিয়া এবং পাণ্ডবগণের অকপট পরমোদার ভাব অবগত হইয়া এবং পাণ্ডবগণের দুর্বার বীর্যের কথা চিন্তা করিয়া সঞ্জয় হস্তিনায় যাইয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট তাহা বলিয়াছিলেন। সঞ্জয় পাণ্ডবগণের সহিত আলাপ আলোচনাতে

স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের অত্যুৎকট রাজ্যলোভই কুরুবংশসংহারের কারণ হইবে এবং পাণ্ডবগণের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের অতি ক্রূর ব্যবহারের জন্য তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে তাঁহার সমক্ষেই বহু নিন্দা করিয়াছিলেন। সঞ্জয়ের কথায় ধৃতরাষ্ট্র বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার নীতি অনুসারে পাণ্ডবেরা কার্য করিতে সম্মত হইবে না। তাহাতে উভয়পক্ষে যুদ্ধ অপরিহার্য হইবে ; উভয়পক্ষে যুদ্ধ সংঘটিত হইলে কুরুরাজের জয়লাভ করা সুকঠিন হইবে এবং তাঁহার পুত্রপৌত্র প্রভৃতি বান্ধববর্গ এই যুদ্ধে বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। অথচ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণের রাজ্যার্ধে অতিমাত্র লুব্ধ হইয়া তাহাও কোনমতেই পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। পাণ্ডবগণের রাজ্যও আত্মসাৎ করিব অথচ তাহাদের সহিত কোনক্রমে যুদ্ধেও লিপ্ত হইব না ইহাই ছিল ধৃতরাষ্ট্র মহারাজের গূঢ় অভিপ্রায়। সঞ্জয়ের তিরস্কার উক্তিতে তিনি নিজেকে নিন্দিত বোধ করিয়াছিলেন। রাজ্যলোভে তিনি উদ্বেলিত হইয়াছিলেন এবং ভাবী যুদ্ধ আশঙ্কায় শঙ্কিতও হইয়াছিলেন। এজন্য মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অপার চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়া বিনিদ্র রজনী যাপন করিতে লাগিলেন। এইসব দুশ্চিন্তায় মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের রাত্রিতে নিদ্রা হইত না। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র এই জাতীয় চিন্তায় অশান্তভাবে রাত্রি জাগ্রত হইয়া অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। আর এই অংশই মহাভারতের উদ্‌যোগপর্বে **ধৃতরাষ্ট্রের প্রজাগরপর্ব বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।** এই প্রজাগরপর্বে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র মহামতি বিদুরকে আনাইয়া তাহার নিকট হইতে হিতোপদেশ শ্রবণ করিবার অভিলাষ করিয়াছিলেন। মহামতি বিদুরও ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায়ানুসারে তাঁহার নিকটে আগমন করিয়া বহু হিতোপদেশ করিয়াছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে বিদুরের হিতোপদেশই **"বিদুরনীতি নামে"** প্রখ্যাত। সাংসারিক জীবনে মানুষের কল্যাণ লাভের উপায়

বিদুর অতি বিস্তৃতভাবে ও বিশদভাবে বলিয়াছিলেন। বিদুর বৃহস্পতিপ্রণীত দণ্ডনীতিশাস্ত্রে অতিশয় বিচক্ষণ হইলেও উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহা অনপেক্ষিত বলিয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে তাহা বলেন নাই। এজন্য পরবর্তী নীতিশাস্ত্রসমূহে ভীষ্ম, উদ্ধব প্রভৃতির সিদ্ধান্ত গৃহীত ও আলোচিত হইলেও বিদুরের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কোন আলোচনা পরবর্তীকালীন কৌটিল্য প্রভৃতি নীতিশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না।[১] চিন্তাবিহ্বল ধৃতরাষ্ট্রকে আশ্বস্ত করিয়া সুপথে পরিচালিত করিবার জন্য এই প্রজাগরপর্বে বিদুরনীতি বলা হইয়াছে। উদ্‌যোগপর্বের ৩৩ অধ্যায় হইতে ৪১ অধ্যায় পর্যন্ত নয়টি অধ্যায়ে প্রজাগরপর্ব বর্ণিত হইয়াছে। এই সমস্ত অধ্যায়গুলি বিদুরপ্রোক্ত নীতিতে পরিপূর্ণ। এই অধ্যায়গুলি হইতে দুই চারটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া আজকাল স্কুলের সংস্কৃত-পাঠ্যগ্রন্থে নিবদ্ধ হইয়া থাকে। এই অধ্যায়গুলির সরল বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিলে লোকের বিদুরের নীতি বুঝিবার সুবিধা হইবে। আমরাও এস্থলে দুই একটি কথা বলিয়া বিদুরের নীতির পরিচয় প্রদর্শন করিব।

ষড়্‌দোষাঃ পুরুষেণেহ হাতব্যা ভূতিমিচ্ছতা।
নিদ্রা তন্দ্রা ভয়ং ক্রোধ আলস্যং দীর্ঘসূত্রতা॥

(উদ্‌যোগ পর্ব—৩৩ অধ্যায়, ৮২ শ্লোক)

কল্যাণকামী পুরুষ ছয়টি দোষ পরিত্যাগ করিবে—নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, ক্রোধ, আলস্য ও দীর্ঘসূত্রতা।

ষড়িমান্ পুরুষো জহ্যাদ্ ভিন্নাং নাবমিবার্ণবে।
অপ্রবক্তারমাচার্যমনধীয়ানমৃত্বিজম্॥
অরক্ষিতারং রাজানং ভার্যাঞ্চাপ্রিয়বাদিনীম্।
গ্রামকামঞ্চ গোপালং বনকামঞ্চ নাপিতম্॥

(উদযোগ পর্ব—৩৩ অধ্যায়, ৮৩, ৮৪ শ্লোক)

১ চাণক্যনীতি, হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে এবং আরও পরবর্তী শার্ঙ্গধর পদ্ধতি প্রভৃতি সুভাষিত গ্রন্থে মহাভারত হইতে "বিদুরনীতির" শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

সমুদ্রে ভগ্ন জলযানের মত এই ছয়টিকে পুরুষ ত্যাগ করিবে। অপ্রবক্তা আচার্য, অনধীয়ান ঋত্বিক্‌, অরক্ষক রাজা, অপ্রিয়বাদিনী ভার্যা, গ্রামবাসেচ্ছু গোরক্ষক ও বনবাসেচ্ছু নাপিত।

অর্থাগমো নিত্যমরোগিতা চ প্রিয়া চ ভার্যা প্রিয়বাদিনী চ।
বশ্যশ্চ পুত্রোঽর্থকরীচ বিদ্যা ষড্‌জীবলোকস্য সুখানি রাজন্‌॥

(উদ্‌যোগ পর্ব—৩৩ অধ্যায়, ৮৬ শ্লোক)

হে মহারাজ, নিত্য অর্থাগম ও আরোগ্য, প্রিয়বাদিনী অনুকূলা ভার্যা, বশ্য পুত্র ও অর্থকরী বিদ্যা—এই ছয়টি জীবলোকের সুখপ্রদ হইয়া থাকে।

ষড়িমে ষট্‌সু জীবন্তি সপ্তমো নোপলভ্যতে।
চৌরাঃ প্রমত্তে জীবন্তি ব্যাধিতেষু চিকিৎসকাঃ॥
প্রমদাঃ কাময়ানেষু যজমানেষু যাজকাঃ।
রাজা বিবদমানেষু নিত্যং মূর্খেষু পণ্ডিতাঃ॥

(উদ্‌যোগ পর্ব—৩৩ অধ্যায়, ৮৮-৮৯ শ্লোক)

চোর অনবহিত পুরুষ আছে বলিয়াই জীবিত থাকে। ব্যাধিগ্রস্ত লোক আছে বলিয়াই চিকিৎসক, কামী আছে বলিয়াই প্রমদা, যাগকর্তা আছে বলিয়াই যাজক, পরস্পর বিবদমান প্রজা আছে বলিয়াই রাজা এবং মূর্খ আছে বলিয়াই পণ্ডিত জীবিত থাকেন।

ষড়েতে হ্যবমন্যন্তে নিত্যং পূর্বোপকারিণম্‌।
আচার্যং শিক্ষিতাঃ শিষ্যাঃ কৃতদারাশ্চ মাতরম্‌॥
নারীং বিগতকামাশ্চ কৃতার্থাশ্চ প্রয়োজকম্‌।
নাবং নিস্তীর্ণকান্তারা আতুরাশ্চ চিকিৎসকম্‌॥

(উদ্‌যোগ পর্ব—৩৩ অধ্যায়, ৯১-৯২ শ্লোক)

উপকৃত হইয়া উপকারীর প্রতি এই ছয়জন অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া থাকে—শিক্ষিত শিষ্যগণ আচার্যকে, বিবাহিত পুত্রেরা মাতাকে, বিগতকাম পুরুষেরা স্ত্রীকে, কৃতার্থ পুরুষেরা কৃতার্থতার

সহায়ককে, নদী উত্তীর্ণ হইয়া নৌকাকে, রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া চিকিৎসকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে।

একং হন্যান্নবা হন্যাদিষুর্মুক্তো ধনুষ্মতা।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতোৎসৃষ্টা হন্যাদ্‌রাষ্ট্রং সরাজম্‌॥
(উদ্‌যোগ পর্ব—৩৩ অধ্যায়, ৪৭ শ্লোক)

ধনুর্দ্ধর কর্তৃক নিক্ষিপ্ত শর দ্বারা একজন বিদ্ধ হইতেও পারে নাও হইতে পারে কিন্তু বুদ্ধিমান্ কর্তৃক বুদ্ধি নিক্ষিপ্ত হইলে রাজার সহিত রাষ্ট্র বিনষ্ট হইয়া থাকে।

একঃ ক্ষমাবতাং দোষো দ্বিতীয়ো নোপপদ্যতে।
যদেনং ক্ষময়া যুক্তমশক্তং মন্যতে জনঃ॥
(উদ্‌যোগ পর্ব—৩৩ অধ্যায়, ৫২ শ্লোক)

সোঽস্য দোষো ন মন্তব্যঃ ক্ষমাহি পরমংবলম্‌।
ক্ষমাগুণো হ্যশক্তানাং শক্তানাং ভূষণং ক্ষমা॥
(উদ্‌যোগ পর্ব—৩৩ অধ্যায়, ৫৩ শ্লোক)

ক্ষমা বশীকৃতি র্লোকে ক্ষময়া কিং ন সাধ্যতে।
শান্তিখড়্গঃ করে যস্য কিং করিষ্যতি দুর্জনঃ॥
(উদ্‌যোগ পর্ব—৩৩ অধ্যায়, ৫৪ শ্লোক)

ক্ষমাবানের দোষ একটিই দ্বিতীয় দোষ হইতে পারে না। ক্ষমাবান্‌কে লোকে অশক্ত বলিয়া থাকে। কিন্তু ইহাও ক্ষমাবানের দোষ নহে, কারণ ক্ষমাই পরম বল, অশক্তের গুণই ক্ষমা এবং শক্ত পুরুষের ক্ষমা ভূষণ। ক্ষমা লোকের বশীকরণ, ক্ষমার অসাধ্য কিছু নাই। ক্ষমারূপ খড়্গ যাহার হাতে আছে দুর্জন তাহার কি করিবে।

দ্বাবিমৌ গ্রসতে ভূমিঃ সর্পোবিলশয়ানিব।
রাজানঞ্চা প্যযোদ্ধারং ব্রাহ্মণঞ্চা প্রবাসিনম্‌॥
(উদ্‌যোগ পর্ব—৩৩ অধ্যায়, ৫৭ শ্লোক)

সর্প যেমন বিলবাসী মূষিকাদিকে ভক্ষণ করে এইরূপ পৃথিবী এই দুইটি পুরুষকে ভক্ষন করে, যুদ্ধভীরু ক্ষত্রিয় ও প্রবাসভীরু

ব্রাহ্মণ। যুদ্ধভীরু ক্ষত্রিয় বিনাশপ্রাপ্ত হয় এবং প্রবাসভীরু ব্রাহ্মণ মূর্খ হইয়া থাকে।

দ্বাবিমাবপ্সু নিক্ষেপ্যৌ কণ্ঠেবদ্ধা মহাশিলাম্।
ধনবন্ত মদাতারং দরিদ্রঞ্চাতপস্বিনম্ ॥
(উদ্‌যোগ পর্ব—৩৩ অধ্যায়, ৬৪ শ্লোক)

ধনবান্ হইয়া কৃপণ ও দরিদ্র হইয়া অতপস্বী এই দুইজনের জীবন নিষ্ফল।

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্যমণ্ডল ভেদিনৌ।
পরিব্রাড্ যোগযুক্তশ্চ রণেচাভিমুখো হতঃ ॥
(উদ্‌যোগ পর্ব—৩৩ অধ্যায়, ৬৫ শ্লোক)

দুই জাতীয় লোক সূর্যমণ্ডল ভেদ পূর্বক সত্যলোকে—ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকে যোগযুক্ত সন্ন্যাসী ও সম্মুখ যুদ্ধে নিহত বীর পুরুষ।

ন স্বেসুখে কুরুতেবৈ প্রহর্ষং, নান্যস্য দুঃখে ভবতি প্রহৃষ্টঃ।
দত্ত্বা ন পশ্চাৎকুরুতেঽনুতাপং স কথ্যতে সৎপুরুষার্যশীলঃ ॥
(উদ্‌যোগ পর্ব—৩৩ অধ্যায়, ১১৭ শ্লোক)

যে নিজের সুখে হর্ষ প্রকাশ করে না ও পরের দুঃখে আনন্দিত হয় না এবং দান করিয়া অনুতপ্ত হয় না সেই আর্যস্বভাব সৎপুরুষ বলিয়া অভিহিত হয় ॥

মিতং ভুঙ্‌ক্তে সংবিভজ্যাশ্রিতেভ্যো, মিতংস্বপিত্যমিতং কর্মকৃত্বা।
দদাত্যমিত্রেষ্বপিযাচিতঃস্বং তমাত্মবন্তং প্রজহত্যনর্থাঃ ॥
(উদ্‌যোগ পর্ব—৩৩ অধ্যায়, ১২২ শ্লোক)

যে আশ্রিতজনকে পরিতুষ্ট করিয়া নিজে ভোগ করে, প্রচুর কর্ম করিয়া অল্প নিদ্রিত হয়, যে পার্থিত হইয়া শত্রুকেও স্বীয়ধন দান করে সেই আত্মবান্ পুরুষকে সমস্ত অনর্থই পরিত্যাগ করে।

ন রাজ্যং প্রাপ্তমিত্যেব বর্তিতব্যমসাম্প্রতম্ ।
শ্রিয়ংহ্যবিনয়োহন্তি জরা রূপমিবোত্তমম্ ॥

(উদ্‌যোগ পর্ব—৩৪ অধ্যায়, ১২ শ্লোক)

রাজ্য হস্তগত হইয়াছে বলিয়াই দুর্নীতির অনুষ্ঠান করিবে না। অবিনয় রাজ্যশ্রীর নাশ করে। যেমন জরা উত্তম রূপের নাশক হইয়া থাকে। বিদুরের এই নীতি আজ আমাদের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

পুষ্পং পুষ্পং বিচন্বীত মূলোচ্ছেদং ন কারয়েৎ।
মালাকার ইবারামে ন যথাঙ্গারকারকঃ ॥

(উদ্‌যোগ পর্ব—৩৪ অধ্যায়, ১৮ শ্লোক)

ফুলমালী ফুলের বাগানে ফুলগাছ হইতে ফুলই সংগ্রহ করে কিন্তু ফুলগাছের মূলোচ্ছেদ করেনা রাজাও প্রজাদের সহিত এই ফুলমালীর মত আচরণ করিবেন। কিন্তু অঙ্গারকারক অর্থাৎ কাঠকয়লা সংগ্রাহক যেমন বৃক্ষের মূলপর্যন্ত উৎখাত করিয়া বৃক্ষকে দগ্ধ করে রাজা প্রজার প্রতি এইরূপ আচরণ কখনও করিবেন না। রাজবৃত্তি মালাকারের মতই হইবে কিন্তু অঙ্গার-কারকের মত কখনও হইবে না বিদুর ইহাই বলিয়াছেন। এই বিদুর বাক্যের অনুসারে পরবর্তী সুভাষিতেও বিস্তৃতভাবে মালাকারবৃত্তি বলা হইয়াছে—

"উৎখাতান্ প্রতিরোপয়ন্ কুসুমিতান্ চিন্বন্ লঘূন্ বর্দ্ধয়ন্।
অত্যুচ্চান্নয়ন্ পৃথূংশ্চলঘয়ন্ বিশ্লেষয়ন্ সংহতান্ ॥
কুব্জান্‌কণ্টকিনো বহির্নিরসয়ন্ ম্লানান্ পুনঃসেচয়ন্,
মালাকারইব প্রয়োগনিপুণোরাজা চিরংনন্দতি ॥

(শার্ঙ্গধর পদ্ধতি—রাজনীতি ১৪ শ্লোক)

ইহার অভিপ্রায় ফুলমালী যেমন ফুলের বাগানে যাইয়া উৎখাত গাছগুলিকে আবার প্রতিরোপিত করে, বহুপুষ্পিত বৃক্ষ হইতে কিছু ফুল সংগ্রহ করে, ছোট গাছগুলির বৃদ্ধির ব্যবস্থা করে,

অত্যুচ্চ গাছগুলিকে অবনামিত করে বহুশাখ বৃক্ষগুলির শাখা ছেদ করিয়া লঘু করে, সংহত গাছগুলিকে ফাঁক করিয়া দেয়, অনিষ্ট কণ্টকি গাছগুলিকে উৎখাত করিয়া বাহিরে ফেলিয়া দেয়, দুর্বল গাছগুলির সেকাদির দ্বারা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করে, নীতিকুশল রাজাও মালাকারের রীতি অনুসারে রাজ্যের পরিপালন করিলে দীর্ঘকাল সুখে রাজ্যভোগ করিতে পারিবেন।

য এবং যত্নঃ ক্রিয়তে পররাষ্ট্রবিমর্দনে।
স এব যত্নঃ কর্তব্যঃ স্বরাষ্ট্র পরিপালনে ॥

(উদ্‌যোগ পর্ব—৩৪ অধ্যায়, ৩০ শ্লোক)

রাজা পরের রাজ্য অধিকার করিবার জন্য যেরূপ প্রয়াস করিয়া থাকেন, সেইরূপ প্রয়াস নিজের রাজ্য পরিপালনের জন্য করা উচিত।

বিদ্যামদো ধনমদস্তৃতীয়ো ঽভিজনো মদঃ।
মদাএতেঽবলিপ্তানা মেতএবসতাংদমাঃ ॥

(উদ্‌যোগ পর্ব—৩৪ অধ্যায়, ৪৪ শ্লোক)

বিদ্যার জন্য মত্ততা, ধনের জন্য মত্ততা ও সৎকুলের জন্য মত্ততা, গর্বিত দুর্জন লোকদিগেরই হইয়া থাকে কিন্তু গর্বিত লোকদিগের যাহা মদের—মত্ততার কারণ তাহাই সজ্জনের দমের—চিত্ত-প্রশান্তির কারণ হইয়া থাকে। যাহা অপাত্রের মদের কারণ তাহাই সৎপাত্রের দমের কারণ। মদ ও দম শব্দের অক্ষর-বিপর্য্যাস হইয়াছে।

আঢ্যানাংমাংসপরমং মধ্যানাংগোরসোত্তরম্।
তৈলোত্তরং দরিদ্রাণাং ভোজনং ভরতর্ষভ ! ॥

(উদ্‌যোগ পর্ব—৩৪ অধ্যায়, ৪৯ শ্লোক)

'তৈলোত্তরং' স্থলে 'শাকোত্তরম্' পাঠও আছে। ধনাঢ্যগণের মাংসপ্রধান আহার, মধ্যবিত্তগণের গোদুগ্ধ প্রধান আহার এবং দরিদ্রগণের তৈলপ্রধান বা শাকপ্রধান আহার হইয়া থাকে।

সম্পন্নতরমেবান্নং দরিদ্রা ভুঞ্জতে সদা।
ক্ষুৎস্বাদুতাং জনয়তি সা চাঢ্যেষুসুদুর্লভা॥

(উদ্‌যোগ পর্ব—৩৪ অধ্যায়, ৫০ শ্লোক)

দরিদ্রেরাই সর্বদা শ্রেষ্ঠ সুস্বাদু অন্ন ভোজন করিয়া থাকে। কারণ ক্ষুধাই অন্নের স্বাদুতাকারক কিন্তু ক্ষুধা আঢ্যগণের সুদুর্লভ।

প্রায়েণ শ্রীমতাংলোকে ভোক্তুংশক্তির্ন বিদ্যতে।
জীর্যন্ত্যপিতু কাষ্ঠানি দরিদ্রাণাংমহীপতে !॥

(উদ্‌যোগ পর্ব—৩৪ অধ্যায়, ৫১ শ্লোক)

ধনবান্ ব্যক্তিগণের অধিকাংশেরই ভোজনে শক্তি থাকে না, কিন্তু দরিদ্রগণের উদরে কাষ্ঠও জীর্ণ হইয়া থাকে।

অর্থানামীশ্বরো যঃ স্যাদিন্দ্রিয়াণামনীশ্বরঃ।
ইন্দ্রিয়াণামনৈশ্বর্যাৎ ভ্রশ্যতীহ ন সংশয়ঃ॥

(উদ্‌যোগ পর্ব—৩৪ অধ্যায়, ৬৩ শ্লোক)

অর্থের প্রভু হইয়াও যে স্বীয় ইন্দ্রিয়গণের প্রভু হইতে পারে নাই, সে ইন্দ্রিয়ের অপ্রভুত্ববশতঃই ঐশ্বর্য হইতেও ভ্রষ্ট হইয়া থাকে।

অভ্যাবহতি কল্যাণং বিবিধং বাক্ সুভাষিতা।
সৈব দুর্ভাষিতা রাজন্নর্থায়োপপদ্যতে॥

(উদ্‌যোগ পর্ব—৩৪ অধ্যায়, ৭৭ শ্লোক)

বাক্য সুভাষিত হইয়া বিবিধ কল্যাণের জনক হইয়া থাকে। সেই বাক্যই দুর্ভাষিত হইলে অনর্থের জনক হইয়া থাকে। ইহার অনুরূপ শ্লোক কাব্যাদর্শে দণ্ডী বলিয়াছেন—

গৌ র্গৌঃকামদুঘা সম্যক্‌প্রযুক্তা স্মর্যতেবুধৈঃ।
অপ্রযুক্তাপুনর্গোত্বংপ্রয়োক্তুঃ সৈব শংসতি॥

ইহার অভিপ্রায়—গোশব্দের দুইটি অর্থ এই শ্লোক গৃহীত হইয়াছে। বাক্য ও ধেনু। সুপ্রযুক্ত বাক্য কামদুঘা ধেনু। দুষ্প্রযুক্তবাক্য বাক্য প্রয়োক্তারই গোত্বপ্রতিপাদক।

রোহতে সায়কৈর্বিদ্ধং বনংপরশুনাহতম্ ।
বাচাদুরুক্তং বীভৎসং ন সংরোহতি বাক্‌ক্ষতম্॥

(উদ্‌যোগ পর্ব—৩৪ অধ্যায়, ৭৮ শ্লোক)

শরীরে অস্ত্রক্ষতেরও কালে পরিপূরণ হয়, কুঠারছিন্ন বনও পুনর্বার প্ররূঢ় হয়, কিন্তু দুর্বাক্য দ্বারা যে বীভৎস বাক্‌ক্ষত মনুষ্যের উৎপন্ন হয় তাহার কোনও কালেই পরিপূরণ হয় না।

কর্ণি নালীক নারাচান্নির্হরন্তি শরীরতঃ ।
বাক্‌শল্যস্তু ন নির্হর্ত্তুং শক্যো হৃদিশয়োহি সঃ॥

(উদ্‌যোগ পর্ব—৩৪ অধ্যায়, ৭৯ শ্লোক)

শরীরে কর্ণি, নালীক, নারাচ প্রভৃতি অস্ত্র বিদ্ধ হইলেও শস্ত্রোদ্ধরণিক চিকিৎসকগণ তাহা শরীর হইতে নিঃসারিত করিতে পারেন, কিন্তু বাক্‌শল্য কেহই নিঃসারিত করিতে পারে না, কারণ বাক্যশল্য শরীরে বিদ্ধ না হইয়া তাহা মানুষের কেবলমাত্র হৃদয়েই বিদ্ধ হইয়া থাকে।

বাক্‌সায়কা বদনান্নিষ্পতন্তি, যৈরাহতঃ শোচতি রাত্র্যহানি।
পরস্য নামর্মসু তে পতন্তি, তান্ পণ্ডিতো নাবসৃজেৎ পরেষু॥

(উদ্‌যোগ পর্ব—৩৪ অধ্যায়, ৮০ শ্লোক)

দুর্বাক্য প্রয়োক্তার মুখ হইতে বাক্যরূপশর নিষ্ক্রান্ত হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা আহত মানুষ দিবারাত্রি শোকযুক্ত হইয়া থাকে। দুর্বাক্যরূপ শর নিয়তভাবে পরের মর্মই ভেদ করিয়া থাকে, দুর্বাক্যশর কখনও লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয় না এজন্য পণ্ডিতজন কখনও দুর্বাক্যরূপ শর অন্যের প্রতি নিক্ষেপ করিবেন না।

ন দেবা দণ্ডমাদায় রক্ষন্তি পশুপালবৎ।
যন্তু রক্ষিতুমিচ্ছন্তি বুদ্ধ্যা সংযোজয়ন্তি তম্॥

(উদ্‌যোগ পর্ব—৩৫ অধ্যায়, ৪০ শ্লোক)

পশুপালক দণ্ড হাতে লইয়া যেমন পশুদিগের রক্ষা করে,

দেবতারা সেইরূপে প্রাণিগণের রক্ষা করেন না। কিন্তু দেবতারা যাহাকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহার শুভবুদ্ধির উদয় করিয়া দেন।

দিবসেনৈব তৎ কুর্যাদ্ যেন রাত্রৌ সুখংবশেৎ।
অষ্ট মাসেন তৎ কুর্যাদ্ যেন বর্ষাঃ সুখংবশেৎ॥

(উদ্‌যোগ পর্ব—৩৫ অধ্যায়, ৬৭ শ্লোক)

মানুষ দিনেই সেইরূপ কার্য করিবে যাহাতে সে রাত্রিতে সুখে বাস করিতে পারে, বৎসরের আট মাসে সেইরূপ কার্য করিবে যাহাতে বর্ষার চার মাস সুখে বাস করিতে পারে।

পূর্বে বয়সি তৎ কুর্যাদ্ যেন বৃদ্ধঃ সুখংবসেৎ।
যাবজ্জীবন্তু তৎ কুর্যাদ্ যেন প্রেত্য সুখংবসেৎ॥

(উদ্‌যোগ পর্ব—৩৫ অধ্যায়, ৬৮ শ্লোক)

মানুষ যৌবনেই সেইরূপ কার্য করিবে যাহাতে বার্দ্ধক্যে সুখে বাস করিতে পারে এবং যাবজ্জীবন সেইরূপ কার্য করিবে যাহাতে মৃত্যুর পরে পরলোকে সুখে বাস করিতে পারে।

ধনেনা ধর্মলব্ধেন যচ্ছিদ্রমপিধীয়তে।
অসংবৃতং তদ্‌ভবতি ততোহন্যদব দীর্যতে॥

(উদ্‌যোগ পর্ব—৩৫ অধ্যায়, ৭০ শ্লোক)

অধর্মলব্ধ ধন দ্বারা সাংসারিক ন্যূনতার যে পূর্তি করা হয়—তাহাতে সেই ন্যূনতার পরিপূরণ ত হইনা আবার অন্য ন্যূনতার—অন্য অভাবের প্রকাশ হয়।

সুবর্ণ পুষ্পাং পৃথিবীং চিন্বন্তি পুরুষাস্ত্রয়ঃ।
শূরশ্চ কৃতবিদ্যশ্চ যশ্চ জানাতি সেবিতুম্॥

(উদ্‌যোগ পর্ব—৩৫ অধ্যায়, ৭৪ শ্লোক)

তিনজন পুরুষ সুবর্ণপুষ্পা পৃথিবীকে চয়ন করিয়া থাকে, শূর, কৃতবিদ্য ও যে রাজসেবাতে দক্ষ। এই শ্লোকটি আলঙ্কারিকগণ ধ্বনির উদাহরণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই শ্লোকের আক্ষরিক

অর্থে তাৎপর্য নাই। বহু ধন লাভকেই সুবর্ণপুষ্পা পৃথিবীর চয়ন বলা হইয়াছে। পাণ্ডবেরা যথার্থ শূর ও কৃতবিদ্য বলিয়া তাহারা সর্বত্রই ধনলাভ করিবে ইহাই বিদুরের অভিপ্রায়।

মহান প্যেকজো বৃক্ষো বলবান্ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ।
প্রসহ্যএব বাতেন সমর্থো মর্দ্দিতুং ক্ষণাৎ॥

(উদ্‌যোগ পর্ব—৩৬ অধ্যায়, ৬২ শ্লোক)

সুপ্রতিষ্ঠিত মহান্ বৃক্ষও যদি একাকী অবস্থান করে তবে প্রবলবায়ু দ্বারা তাহা বিনষ্ট হইয়া থাকে।

অথ যে সহিতা বৃক্ষাঃ সঙ্ঘশঃ সুপ্রতিষ্ঠিতাঃ।
তেঽপি শীঘ্রতমান্ বাতান্ সহন্তেঽন্যোন্য সংশ্রয়াৎ॥

(উদ্‌যোগ পর্ব—৩৬ অধ্যায়, ৬৩ শ্লোক)

যে সমস্ত বৃক্ষ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া অবস্থান করে তাহারা পরস্পরের সহায়তাপ্রযুক্ত তীব্রতম বায়ুও সহন করিয়া থাকে। তীব্রবায়ুতেও সেই সমস্ত বৃক্ষ বিনাশ প্রাপ্ত হয় না।

সুলভাঃ পুরুষা রাজন্ সততং প্রিয়বাদিনঃ।
অপ্রিয়স্যচ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতাচ দুর্লভঃ॥

(উদ্‌যোগ পর্ব—৩৭ অধ্যায়, ১৫ শ্লোক)

রাজার সতত প্রিয়বাক্যভাষী পুরুষের অভাব নাই অর্থাৎ সেরূপ পুরুষ রাজার অতি সুলভ। কিন্তু রাজার অপ্রিয় অথচ হিতকর বাক্যের বক্তা পুরুষ দুর্লভ এবং এইরূপ বাক্যের শ্রোতা রাজাও দুর্লভ।

দ্যূত মেতৎ পুরাকল্পে দৃষ্টং বৈরকরং নৃণাম্।
তস্মাদ্ দ্যূতং ন সেবেত হাস্যার্থমপি বুদ্ধিমান্॥

(উদ্‌যোগ পর্ব—৩৭ অধ্যায়, ১৯ শ্লোক)

অতি প্রাচীনকাল হইতেই দ্যূতক্রীড়া দারুণ শত্রুতার জনক ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে। এজন্য পরিহাসচ্ছলেও বুদ্ধিমান্ পুরুষের দ্যূতক্রীড়া করা উচিত নহে।

উক্তং ময়া দ্যূতকালেঽপি রাজন্ নেদং যুক্তংবচনং প্রতীপেয়।
তদৌষধং পথ্যমিবাতুরস্য ন রোচতে তব বৈচিত্রবীর্য॥

(উদ্‌যোগ পর্ব—৩৭ অধ্যায়, ২০ শ্লোক)

হে মহারাজ! দ্যূতক্রীড়ার সময়েও আমি দ্যূতক্রীড়া করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। কিন্তু হে প্রাতিপেয়! মহারাজ প্রতীপের বংশধর! হে বিচিত্রবীর্যের পুত্র ধৃতরাষ্ট্র! রোগীর হিতকর ঔষধ যেমন ভাল লাগে না—সেইরূপ তোমারও ভাল লাগে নাই।

গুণাশ্চ ষড়্‌মিতভুক্তং ভজন্তে আরোগ্যমায়ুশ্চ বলং সুখঞ্চ।
অনাবিলঞ্চাস্য ভবত্যপত্যং নচৈন মাদ্যূন ইতি ক্ষিপন্তি॥

(উদ্‌যোগ পর্ব—৩৭ অধ্যায়, ৩৪ শ্লোক)

ছয়টি গুণ মিতভোজী লাভ করে। আরোগ্য, আয়ু, বল, সুখ, উত্তম সন্তান, এবং "বহুভোজী" এইরূপ নিন্দার অভাব।

ধার্তরাষ্ট্রা বনং রাজন্ ব্যাঘ্রাঃ পাণ্ডুসুতা মতাঃ।
মাবনং ছিন্ধি সব্যাঘ্রং মা ব্যাঘ্রা নীনশন্ বনাৎ॥

(উদ্‌যোগ পর্ব—৩৭ অধ্যায়, ৪৫ শ্লোক)

নস্যাদ্ বন মৃতে ব্যাঘ্রান্ ব্যাঘ্রা ন স্যুর্ঋতেঃ বনম্।
বনংহিরক্ষ্যতে ব্যাঘ্রৈ র্ব্যাঘ্রান্ রক্ষতি কাননম্॥

(উদ্‌যোগ পর্ব—৩৭ অধ্যায়, ৪৬ শ্লোক)

হে মহারাজ! তোমার পুত্রগণ বনসদৃশ এবং পাণ্ডুপুত্রেরা ব্যাঘ্রসদৃশ। ব্যাঘ্রের সহিত বন ধ্বংস করিও না। বন হইতে বিযুক্ত করিয়া ব্যাঘ্রগণকে বিনষ্ট করিও না। ব্যাঘ্র না থাকিলে কেবল বন থাকিতে পারে না। বন না থাকিলেও কেবল ব্যাঘ্র থাকিতে পারে না। বনস্থিত ব্যাঘ্রসমূহ দ্বারা বন রক্ষিত থাকে আর বন দ্বারা ব্যাঘ্রসমূহও রক্ষিত থাকে। বন ও ব্যাঘ্র পরস্পরের উপকারক। পরস্পরের উপকার বুঝাইবার জন্য শাস্ত্রে "বন ব্যাঘ্র" ন্যায়ের প্রয়োগ হইয়া থাকে। বাঘ আছে বলিয়া লোকে বন কাটিতে সাহস পায় না, এবং বনে অবস্থিত বলিয়া ব্যাঘ্রও সহজে বিনষ্ট হয় না। বাঘ বনের ও বন বাঘের রক্ষা করিয়া থাকে।

অপকৃত্য বুদ্ধিমতো দূরস্থোঽস্মীতি নাশ্বসেৎ।
দীর্ঘৌ বুদ্ধিমতো বাহূ যাভ্যাং হিংসতি হিংসিতঃ॥
(উদ্‌যোগ পর্ব—৩৮ অধ্যায়, ৮ শ্লোক)

বুদ্ধিমানের অপকার করিয়া দূরস্থ আছি বলিয়া আশ্বস্ত হইবে না। কারণ বুদ্ধিমানের হস্তযুগল অতিদীর্ঘ। বুদ্ধিমান্ দূরস্থ শত্রুরও অপকার করিতে সমর্থ।

নতৎ পরস্য সন্দধ্যাৎ প্রতিকূলং যদাত্মনঃ।
সংগ্রহেণৈব ধর্মঃস্যাৎ কামাদন্যঃ প্রবর্ততে॥
(উদ্‌যোগ পর্ব—৩৯ অধ্যায়, ৭২ শ্লোক)

নিজের নিকটে যাহা প্রতিকূল তাহা পরের জন্য ব্যবস্থা করিবে না। সঙ্ক্ষেপত ধর্মের ইহাই সার কথা। অধর্মে প্রবৃত্তি রাগ-বশতঃই হইয়া থাকে। তাহার জন্য উপদেশের অপেক্ষা নাই।

ন স্বপ্নেন জয়েন্নিদ্রাং ন কামেন জয়েৎস্ত্রিয়ঃ।
নেন্ধনেন জয়েদগ্নিং ন পানেন সুরাং জয়েৎ॥
(উদ্‌যোগ পর্ব—৩৯ অধ্যায়, ৮২ শ্লোক)

নিদ্রার অভ্যাসে নিদ্রাতে অনিচ্ছা উৎপন্ন হয় না, ভোগের অভ্যাস দ্বারা স্ত্রীতে অনিচ্ছা উৎপন্ন হয় না। কাষ্ঠের দাহে অগ্নির অনিচ্ছা হয় না এবং পানাভ্যাসে সুরাতে অনিচ্ছা হয় না।

যৎপৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
নাল মেকস্য তৎসর্বং মিতি পশ্যন্ন মুহ্যতি॥
(উদ্‌যোগ পর্ব—৪০ অধ্যায়, ৪ শ্লোক)

বিষয়ের ভোগে শান্তি হয় না কিন্তু ত্যাগেই শান্তি—ইহাই এস্থলে বলা হইয়াছে। পৃথিবীতে যত ব্রীহিযব হিরণ্য পশু ও স্ত্রী আছে এই সমস্ত ভোগ্য একজন ভোক্তারই পর্যাপ্ত নহে সুতরাং অনন্ত ভোক্তার ভোগ্য হইবে কিরূপে এজন্য ভোগের ত্যাগেই শান্তি হইয়া থাকে।

অশুশ্রূষা ত্বরা শ্লাঘা বিদ্যায়াঃ শত্রবস্ত্রয়ঃ।
আলস্যংমদ মোহৌচ চাপলং গোষ্ঠিরেবচ॥
স্তব্ধতা চাভিমানিত্বং তথাংত্যাগিত্ব মেবচ।
এতে বৈ সপ্ত দোষাঃ স্যুঃ সদা বিদ্যার্থিনাং মতাঃ॥
সুখার্থিনঃ কুতো বিদ্যা নাস্তি বিদ্যার্থিনঃ সুখম্।
সুখার্থী বা ত্যজ্যেদ্ বিদ্যাং বিদ্যার্থী বা ত্যজেৎ সুখম্॥

(উদ্‌যোগ পর্ব—৪০ অধ্যায়, ৫-৭ শ্লোক)

গুরুর বাক্য শ্রবণে অনিচ্ছা, অল্প সময়ে বিদ্যার সমাপ্তির ইচ্ছা, ও বিদ্যার দর্প এই তিনটি বিদ্যা লাভের শত্রু। আলস্য, মত্ততা, মোহ, চাপল্য, আড্ডায় রুচি, ঔদ্ধত্য,' দর্প, ধন সঞ্চয়ের ইচ্ছা এই সাতটি বিদ্যার্থীর মহাদোষ, মত্ততা ও মোহ, এই দুইটিকে এক গণনা করিয়া সাতটি বুঝিতে হইবে। পাঠ্যাবস্থায় যে সুখভোগের ইচ্ছা করে তাহার বিদ্যালাভ হইতে পারে না, যে বিদ্যার্থী সে বিদ্যাভ্যাস কালে সুখভোগ ত্যাগ করিবে। বিদ্যাভ্যাস কালে সুখার্থী বিদ্যার এবং বিদ্যার্থী বিদ্যাভ্যাস কালে সুখে ত্যাগ করিবে।

আমরা বিদুরনীতি হইতে ৪৯টি শ্লোক দিগ্‌দর্শন অভিপ্রায়ে এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। এই প্রজাগর পর্বের সমগ্র ভাগই বিদুরনীতি। এই নীতি অতি অসাধারণ এই নীতির প্রায় প্রত্যেক বাক্যেই ধৃতরাষ্ট্রের নীতিহীনতা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই প্রজাগর পর্বের ৩৩ অধ্যায় ১৫ শ্লোকে ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে বলিয়াছেন—

শ্রোতুমিচ্ছামি তে ধর্ম্যং পরং নৈঃশ্রেয়সম্ বচঃ।
অস্মিন্ রাজর্ষি বংশেহিত্ব মেকঃ প্রাজ্ঞসম্মতঃ॥

হে বিদুর তোমার ধর্মসম্মত ও পরম কল্যাণপ্রদ বাক্য আমি শুনিতে ইচ্ছা করি। এই রাজর্ষিবংশে তুমিই একমাত্র প্রাজ্ঞ-সম্মত—বিদ্বান্। **এই শ্লোকে ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে রাজর্ষিবংশসম্ভূত ও অসাধারণ বিদ্বান্ বলিয়াছেন।** বিদুর শূদ্রাগর্ভসম্ভূত হইলেও

এজন্য তাঁহার প্রতি কিছুমাত্র হীনদৃষ্টি মহাভারতে উল্লিখিত হয় নাই। ৩৪ অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে বলিয়াছেন—

জাগ্রতো দহ্যমানস্য যৎকার্য মনুপশ্যসি।
তদ্‌ব্রূহি ত্বংহি ন স্তাত ধর্মার্থকুশালোহ্যসি॥

আমি জাগ্রত থাকিয়া দুশ্চিন্তায় দগ্ধ হইতেছি এ অবস্থায় আমার যাহা কল্যাণকর তাহা তুমি বল। হে তাত তুমি ধর্ম ও অর্থবিষয়ে অতি বিচক্ষণ। ৩৫ অধ্যায়ের প্রারম্ভে ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে বলিয়াছেন—

ব্রূহিভূয়ো মহাবুদ্ধে ধর্মার্থ সহিতং বচঃ।
শৃন্বতো নাস্তি মে তৃপ্তি র্বিচিত্রাণি হি ভাষসে॥

হে মহামতি বিদুর তুমি আরও আমাকে ধর্মার্থসহিত বাক্য বল, তুমি বড়ই বিচিত্র কথা আমাকে শুনাইতেছ। তোমার কথা শুনিয়া আমার তৃপ্তি হইতেছে না। যতই শুনিতেছি ততই শুনিবার ইচ্ছা প্রবল হইতেছে। ৩৯ অধ্যায়, ৯ শ্লোকে ধৃতরাষ্ট্র বলিয়াছেন—

সর্বংত্ব মায়তীযুক্তংভাষসে প্রাজ্ঞসম্মতম্।
নচোৎসহে সুতংত্যক্তুং যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ॥

হে বিদুর তুমি আমাকে পরিণামে কল্যাণপ্রদ প্রাজ্ঞজনসম্মত কথাই বলিতেছ। কিন্তু আমি পুত্র পরিত্যাগ করিতে পারিব না। যে পক্ষে ধর্ম সেই পক্ষেই জয় হইবে। এইরূপে বিদুর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে বহু উপদেশ করিয়া সর্বশেষে বলিয়া ছিলেন মহারাজ! পাণ্ডবেরা ক্ষত্রিয় সন্তান একান্ততঃ বনে বাস তাহাদিগের উপযুক্ত নহে এজন্য তুমি তাদের রাজ্যার্ধ প্রদান কর তাহাতেই উভয় পক্ষের কল্যাণ হইবে। বিদুরের কথা শ্রবণ করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বলিয়াছিলেন—

এবমেতদ যথাত্বং মামনুশাসসি নিত্যদা।
মমাপিচ মতিঃ সোম্য ভবত্যবং যথাত্থ মাম্॥

(উদ্‌যোগ পর্ব—৪০ অধ্যায়, ৩০ শ্লোক)

সাতু বুদ্ধিঃ কৃতাপ্যেবং পাণ্ডবান্ প্রতিমে সদা।
দুর্যোধনং সমাসাদ্য পুর্নবিপরিবর্ততে॥

(উদ্যোগ পর্ব—৪০ অধ্যায়, ৩১ শ্লোক)

ইহার অভিপ্রায় ধৃতরাষ্ট্র বলিয়াছিলেন তুমি সর্বদা আমাকে যেরূপ অনুশাসন করিয়া থাক আমারও তোমার কথা মতই বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। তোমার অনুশাসন অনুসারে পাণ্ডবগণকে রাজ্যপ্রদানে আমার বুদ্ধি হইলেও দুর্যোধন আমার নিকটে আসিলেই আমার সেই বুদ্ধির পরিবর্তন হইয়া যায়। কোনও মানুষই তাহার ভাগ্য অতিক্রম করিতে পারে না। ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই হইবে। ভাগ্যই ঠিক, পুরুষকার নিরর্থক। অনন্তর প্রজাগার পর্বের শেষে ৪১ অধ্যায়ে—ধৃতরাষ্ট্র বলিয়াছিলেন—

অনুক্তং যদি তে কিঞ্চিদ্ বাচা বিদুর বিদ্যতে।
তন্মেশুশ্রূষতো ব্রূহি বিচিত্রাণি হি ভাষসে॥

(উদ্যোগ পর্ব—৪১ অধ্যায়, ১ শ্লোক)

বিদুর! আমাকে অনুশাসন করিতে যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে তাহাও বল তোমার কথা শুনিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হইতেছে, তুমি বড়ই বিচিত্র কথা আমাকে বলিতেছ। এতদুত্তরে বিদুর বলিয়াছিলেন আমি তোমাকে লৌকিক উপদেশ সমস্তই বলিয়াছি ইতঃপর তোমাকে অধ্যাত্মবিদ্যার উপদেশ করা অবশিষ্ট আছে। ভগবান্ সনৎকুমার তোমাকে সেই অধ্যাত্মবিদ্যার উপদেশ করিবেন।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের কথা শ্রবণ করিয়া মহামতি বিদুর বলিয়াছিলেন—হে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, যিনি ব্রহ্মলোকনিবাসী সনৎসুজাত—

কেচিদেনং ব্যবস্যন্তি পিতামহসুতং প্রভুং।
সনৎকুমারং সর্বেষাং ব্রহ্মযোনিংতমগ্রজম্॥

কেচিৎমহেশ্বর সুতং কেচিৎ পুত্রং বিভাবসোঃ।
উমায়াঃ কৃত্তিকানাঞ্চ গঙ্গায়াশ্চ বদন্ত্যুত ॥

(শল্যপর্ব—৪৬ অধ্যায়, ৯৮-৯৯ শ্লোক)

ইহার অভিপ্রায় শল্যপর্বে স্কন্দ প্রাদুর্ভাব প্রকরণে বলা হইয়াছে যে এই সনৎ সুজাতকে কেহ ব্রহ্মার মানস পুত্র, ইনিই ব্রহ্মবিদ্যার নিধি ও ব্রহ্মবিদ্‌গণের অগ্রজ বলিয়া থাকেন। ইহাকে কেহ মহাদেবপুত্র বলিয়া কেহ বা অগ্নির পুত্র বলিয়া নির্দেশ করেন। ইহাকেই কেহ পার্বতীর পুত্র, ছয় কৃত্তিকার পুত্র, কেহবা গঙ্গার পুত্র বলিয়া থাকেন।

ব্রহ্মার মানসপুত্র, তিনি ইতঃপর তোমাকে মৃত্যুভয়-নিবারক ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করিবেন। এই সনৎসুজাতেরই অপর নাম সনৎকুমার। ইনি ব্রহ্মবিদ্যার নিধান। ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম প্রপাঠকে নারদ-সনৎকুমার আখ্যায়িকাতে ভগবান্ সনৎকুমারই নারদকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করিয়াছিলেন বলা হইয়াছে। এই সনৎকুমারের নামই স্কন্দ। এ কথাও ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম প্রপাঠকে বলা হইয়াছে। এই স্কন্দই ভগবান্ কার্তিকেয়। ইনিই **দেবসেনাপতি।**

ধনুর্বেদশ্চতুস্পাদঃ শস্ত্রগ্রামঃ সসংগ্রহঃ।
তত্রৈনং সমুপাতিষ্ঠৎ সাক্ষাদ্বাণীচকেবলা ॥

(শল্যপর্ব—৪৪ অধ্যায়, ২২ শ্লোক)

এই দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ই ব্রহ্মবিদ্যার নিধি। যিনি ব্রহ্মবিদ্যায় পারঙ্গত, তিনি যুদ্ধবিদ্যায়ও পারঙ্গত। ইহাই ভারতীয় রীতি। যুদ্ধবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যার বিরোধী নহে। ব্রহ্মবিদ্যায় পারঙ্গত না হইলে যুদ্ধবিদ্যায়ও পারঙ্গত হওয়া যায় না। মহাভারতে ভীষ্ম-দ্রোণ প্রভৃতি ইহার উদাহরণ। যাহা হউক্ বিদুর বলিয়াছিলেন—তোমার হৃদয়ে যে গোপনীয় ও প্রকাশ্য বিষয়ের

জিজ্ঞাসা আছে তাহা ভগবান্ সনৎকুমার তোমাকে উপদেশ করিবেন। এতদুত্তরে ধৃতরাষ্ট্র বলিয়াছিলেন,

কিং ত্বং ন বেদ তদ্‌ভূয়ো যন্মে ব্রূয়াৎ সনাতনঃ।
ত্বমেব বিদুর ব্রূহি প্রজ্ঞাশেষোঽস্তি চেত্তব॥

(উদ্‌যোগ পর্ব—৪১ অধ্যায়, ৪ শ্লোক)

ধৃতরাষ্ট্র বলিয়াছিলেন—হে বিদুর, সনৎকুমার যাহা আমাকে উপদেশ করিবেন সেই বিদ্যা কি তুমি জান না? তুমিই আমাকে বল, যদি তোমার সেই বিদ্যা জানা থাকে। তদুত্তরে বিদুর বলিয়াছিলেন—

"শূদ্রযোনাবহং জাতো নাতোঽন্যদ্ বক্তুমুৎসহে।
কুমারস্য তু যা বুদ্ধির্বেদ তাং শাশ্বতীমহম্॥

(উদ্‌যোগ পর্ব—৪১ অধ্যায়, ৫ শ্লোক)

বিদুর বলিয়াছিলেন—হে মহারাজ, ভগবান্ সনৎকুমার তোমাকে যে বিদ্যা বলিবেন সেই শাশ্বতী ব্রহ্মবিদ্যা আমিও জানি। কিন্তু আমি তোমাকে উপদেশ করিতে পারি না। আমি শূদ্রযোনিতে উৎপন্ন হইয়াছি, এজন্য ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশের অধিকার আমার নাই। এস্থলে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বিদুর তত্ত্বদর্শনে সনৎকুমারের তুল্য হইলেও সনাতন-ধর্মমর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করিয়া তিনি ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করেন নাই। ইহাকেই যথার্থতঃ মর্যাদা পরিপালন বলে। বিদুরের কতদূর অধ্যাত্মবিদ্যা জানা ছিল তাহা আমরা বিদুরনির্যাণ প্রসঙ্গে প্রকাশ করিব। ততঃপর সনৎসুজাত পর্ব আরব্ধ হইয়াছে। উদ্‌যোগ পর্বের এই ৪১ অধ্যায়েই প্রজাগর পর্ব সমাপ্ত হইয়াছে। এই অধ্যায়ের শেষে ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে বলিয়াছিলেন—

"কথমেতেন দেহেন স্যাদিহৈব সমাগমঃ।"

(উদ্‌যোগ পর্ব—৪১ অধ্যায়, ৭ শ্লোক)

বিদুর! আমার এই দেহে পৃথিবীলোকে ব্রহ্মলোকবাসী সনৎকুমারের সহিত দেখা হইবে কিরূপে? অনন্তর বিদুর সনৎকুমারের ধ্যান করিবামাত্র তথায় সনৎকুমার আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বিদুরের আধ্যাত্মিক শক্তির ইহাও প্রকৃষ্ট নিদর্শন। বিদুর সংসারী পুরুষ হইয়াও স্বার্থসিদ্ধির জন্য কিছুই করেন নাই। তাঁহার সমস্ত কার্যই কেবলমাত্র পরার্থ ছিল। এইজন্যই বিদুরের চরিত্র আদর্শ চরিত্র।

ততঃপর ভগবদ্‌যান পর্বে ৮৬ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন কৌরব ও পাণ্ডগণের সন্ধির প্রস্তাব লইয়া উপপ্লব্য নগরী হইতে হস্তিনা নগরীতে আগমন করিতেছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সহযাত্রিগণের সহিত বৃকস্থল নামক কুরুরাজ্যের অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ নগরীতে উপস্থিত হইয়া তথায় রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন। যখন কৃষ্ণ বৃকস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন এই সংবাদ তৎক্ষণাৎ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট প্রদান করা হইয়াছিল। আগামী দিবসের পূর্বভাগে কৃষ্ণ হস্তিনায় আগমন করিবেন এই সংবাদ অবগত হইয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার প্রধান মন্ত্রী বিদুরকে বলিয়াছিলেন—

উপপ্লব্যাদিহ ক্ষত্তরুপায়াতো জনার্দনঃ।
বৃকস্থলে নিবসতি স চ প্রাতরিহৈষ্যতি॥

(ভগবদ্‌যানপর্ব—৮৬ অধ্যায়, ১ শ্লোক)

ইহার অর্থ শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনাতে আসিবার জন্য উপপ্লব্য হইতে রওনা হইয়া বৃকস্থলে উপস্থিত হইয়াছেন এবং আগামী পূর্বাহ্ণে কৃষ্ণ হস্তিনায় আসিবেন। এইরূপ বলিয়া ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণের অনেক গুণ ও মহাপ্রভাব বর্ণনা করিয়া কৃষ্ণ হস্তিনায় উপস্থিত হইলে তাঁহাকে সুবিপুল উপঢৌকন প্রদান করা হইবে এইরূপ বলিলেন। কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে এই উপঢৌকন দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায়

ছিল যে, কৃষ্ণকে বহু উপঢৌকন প্রদান করিলে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া আমাদের পক্ষ অবলম্বন করিবেন এবং তাহাতে আমাদের জয় সুনিশ্চিত হইবে। কৃষ্ণকে উপঢৌকন দিবার সামগ্রীর কথা যাহা ধৃতরাষ্ট্র বলিয়াছিলেন তাহা পাঠকগণের কৌতুকপ্রদ হইবে বলিয়া এস্থলে তাহা প্রদর্শন করিতেছি।

ধৃতরাষ্ট্র বলিয়াছিলেন—কৃষ্ণকে সুবর্ণনির্মিত ১৬টি রথ প্রদান করিব, প্রত্যেক রথে বাহ্লিকদেশজাত অত্যুত্তম অশ্ব চারিটি করিয়া থাকিবে। আর কৃষ্ণকে ৮টি হস্তী প্রদান করিব, প্রত্যেকটি হস্তীর সহিত ৮জন করিয়া অনুচর থাকিবে। সেই হস্তী বিশাল দন্তবিশিষ্ট এবং যুদ্ধোন্মত্ত এবং সর্বদা মদস্রাবী হইবে। কৃষ্ণকে একশত দাসী প্রদান করিব, যাহারা অপ্রজাতা, সুলক্ষণা এবং সুবর্ণ কান্তিবিশিষ্টা। এই সংখ্যক দাসও প্রদান করিব। পার্বতীয়গণ কর্তৃক উপহৃত মেষচর্ম যাহা অতি সুখস্পর্শ তাহাও বহু সহস্র প্রদান করিব এবং চীন দেশ হইতে সমাগত বহু উত্তম চর্ম কৃষ্ণকে প্রদান করিব। দিবারাত্রি সমানভাবে উজ্জ্বলিত থাকে এইরূপ সুনির্মল মণি কৃষ্ণকে প্রদান করিব। দিনরাত্রে ১১২ মাইল পথ অতিক্রম করিতে পারে, এইরূপ অশ্বতরীযুক্ত যান কৃষ্ণকে প্রদান করিব। কৃষ্ণের সহিত যে-সমস্ত বাহক, পশু ও পুরুষেরা আসিবে তাহাদের প্রত্যেককে আটগুণ করিয়া অন্ন প্রদান করিব। দুর্যোধন ব্যতীত আমার পুত্রপৌত্রেরা সকলেই অলঙ্কৃত হইয়া সুসজ্জিত রথারোহণ পূর্বক কৃষ্ণের প্রত্যুদ্গমন করিবে। বারবনিতারা অলঙ্কৃত হইয়া পাদচারে কৃষ্ণের প্রত্যুদগমনের জন্য গমন করিবে। হস্তিনানগরী হইতেও কল্যাণী কন্যাগণ অলঙ্কৃত হইয়া অনিবারিতভাবে কৃষ্ণের প্রত্যুদ্গমন করিবে। স্ত্রীপুরুষ বালক প্রভৃতি নগরের সকলেই কৃষ্ণকে দর্শন করিবার সুযোগ পাইবে। হস্তিনা নগরীর চতুর্দিকে মহাধ্বজপতাকা প্রভৃতি স্থাপন করা হউক। নগরীর পথসমূহ

বিরজস্ক ও জলসিক্ত করা হউক। দুর্যোধনের গৃহ হইতে দুঃশাসনের গৃহ শ্রেষ্ঠ। এই গৃহ নানাবিধ রত্নের দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া কৃষ্ণের অবস্থানের জন্য প্রদান করা হউক। ইহাতে ৮৬ অধ্যায় সম্পূর্ণ হইয়াছে।

এতদুত্তরে বিদুর বলিয়াছিলেন—হে মহারাজ, তুমি রাজগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছ। তোমার ধার্মিক বলিয়া লোকে প্রখ্যাতি আছে। লোকে তোমাকে গুণবান্ বলিয়া মনে করে। তুমি নিজের গুণের রক্ষার জন্য প্রযত্ন কর। তুমি সারল্য অবলম্বন কর। বালবুদ্ধি পরায়ণ হইয়া তুমি বহু নাশ করিও না। হে মহারাজ, তুমি কৃষ্ণকে যাহা প্রদানের অভিলাষ করিয়াছ, কৃষ্ণ এতদপেক্ষা অধিক প্রদানের যোগ্য। সমস্ত পৃথিবী প্রদান করিলেও কৃষ্ণকে অধিক দেওয়া হয় না। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পারি, তুমি ধর্মের জন্য অথবা কৃষ্ণের প্রীতির জন্য ইহা করিতেছ না। ইহা তোমার ছলমাত্র। তোমার যাহা অন্তর্গত-ভাব, তাহা তোমার বাহ্য কর্মদ্বারা আমি বিশেষভাবে অবগত আছি। পাণ্ডবেরা পাঁচখানি গ্রামমাত্র চাহিয়াছিল, তাহাও তুমি দিতে চাহিতেছ না; সুতরাং পাণ্ডবদের সহিত সন্ধি হওয়ার কোন আশা নাই। তুমি অর্থের প্রলোভন দেখাইয়া কৃষ্ণকে পাণ্ডবদিগের পক্ষ হইতে বিযুক্ত করিতে চাহিতেছ—ইহা তোমার বালকতামাত্র। কোনও বিত্তদ্বারা, কোনরূপ পূজার দ্বারা অথবা কোনরূপ কার্যদ্বারা অর্জুন হইতে কৃষ্ণকে পৃথক্ করা যাইতে পারিবে না। সমস্ত অবস্থাতেই অর্জুন কৃষ্ণের অপরিত্যাজ্য। অর্জুন কৃষ্ণের প্রাণের তুল্য। আমি সত্য বলিতেছি—তোমার দেওয়া কোন বস্তুই কৃষ্ণ গ্রহণ করিবেন না। কেবল পাদপ্রক্ষালনের জল ও কুশল প্রশ্নের উত্তর তোমা হইতে গ্রহণ করিবেন। কৃষ্ণ সর্বথা পূজ্য। তিনি যে-কল্যাণ আকাঙ্ক্ষা করিয়া হস্তিনায় আসিতেছেন, তাঁহার সেই প্রার্থিত

কল্যাণ পূরণের জন্য উদ্‌যুক্ত হও। তিনি তোমাদের সহিত পাণ্ডবগণের শান্তি ইচ্ছা করিয়া আসিতেছেন। উভয়পক্ষে শান্তির ব্যবস্থা কর। হে মহারাজ, তুমি পাণ্ডবগণের পিতা এবং তাহারা তোমার পুত্র। তুমি বৃদ্ধ, তাহারা শিশু। তাহারা তোমাকে পিতার মত মনে করে। তুমিও তাহাদিগকে পুত্রবৎ মনে কর।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ যখন হস্তিনা নগরীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন মহাসমারোহের সহিত কুরুবংশীয়গণ কৃষ্ণের প্রত্যুদ্‌গমন ও সম্বর্ধনা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ ক্রমে কুরু রাজসভায় উপস্থিত হইয়া কুরুপক্ষীয়গণের সহিত মিলিত হইয়া নানাবিধ বার্তালাপের পরে সভা হইতে নির্গত হইয়াছিলেন।

"তৈঃ সমেত্য যথান্যায়ং কুরুভিঃ কুরুসংসদি।
বিদুরাবসথং রম্যমুপাতিষ্ঠত মাধবঃ॥"

(উদ্‌যোগ পর্ব—৮৯ অধ্যায়, ২৩ শ্লোক)

কুরুরাজসভায় শ্রীকৃষ্ণ কুরুপক্ষীয়গণের সহিত মিলিত হইয়া কুরুসভা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বিদুরের রম্যগৃহে গমন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ যে বিদুরের গৃহে গিয়াছিলেন, সেই বিদুরগৃহকে মহাভারতে "রম্য" অর্থাৎ রমণীয় বলা হইয়াছে। বিদুর পর্ণকুটীরবাসী হইলে বিদুরগৃহকে রম্য বলা হইত না। অনন্তর বলা হইয়াছে—

"বিদুরঃ সর্বকল্যাণৈরভিগম্য জনার্দনম্।
অর্চয়ামাস দাসার্হং সর্বকামৈরুপস্থিতম্॥"

(উদ্‌যোগ পর্ব—৮৯ অধ্যায়, ২৩ শ্লোক,)

কৃষ্ণ যখন বিদুরের গৃহে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন বিদুর সর্ববিধ কল্যাণানুষ্ঠানপূর্বক কৃষ্ণের প্রত্যুদ্‌গমন করিয়া বহুবিধ কাম্য বস্তুর দ্বারা কৃষ্ণের অর্চনা করিয়াছিলেন। বিদুর ভিক্ষোপজীবী হইলে তাহা করিতে পারিতেন না। অনন্তর বিদুর শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন—

"যা মে প্রীতিঃ পুষ্করাক্ষ ! ত্বদ্দর্শন-সমুদ্ভবা।
সা কিমাখ্যায়তে তুভ্যমন্তরাত্মাঽসি দেহিনঃ ॥"

(উদ্‌যোগ পর্ব—৮৯ অধ্যায়, ২৭ শ্লোক)

বিদুর বলিয়াছিলেন—হে পুণ্ডরীকাক্ষ, তোমাকে দর্শন করিয়া আমার যে প্রীতি, যে আহ্লাদ হইয়াছে, তাহা তোমার কাছে আর আমি কি নিবেদন করিব। তুমিই সমস্ত জীবেরই অন্তরাত্মা। সুতরাং আমার যে প্রীতি হইয়াছে, তাহা তুমি বুঝিতেই পারিতেছ। বিদুর কি দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতেন তাহা এই শ্লোকে পরিস্ফুট হইয়াছে। মহাভারতের এই শ্লোকের অনুরূপ শ্লোক কাব্যাদর্শে—

অদ্য যা মম গোবিন্দ জাতা ত্বয়ি গৃহাগতে।
কালেনৈষা ভবেৎ প্রীতিস্তবৈবাগমনাৎ পুনঃ ॥
ইত্যাহ যুক্তং বিদুরো নান্যতস্তাদৃশী ধৃতিঃ।
ভক্তিমাত্রসমারাধ্যঃ সুপ্রীতশ্চ ততো হরিঃ ॥

দণ্ডী "প্রেয়ঃ" অলঙ্কারের উদাহরণরূপে এই শ্লোকটি প্রদর্শন করিয়াছেন। দণ্ডীর উক্ত শ্লোকের সহিত মহাভারতীয় শ্লোকের শব্দগত ও অর্থগত বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে। অনন্তর বিদুর কৃষ্ণের আতিথ্য সম্পাদন করিয়া পাণ্ডুপুত্রগণের কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং কৃষ্ণও পাণ্ডবগণের সমস্ত বৃত্তান্ত বিদুরের নিকট বর্ণনা করিয়াছিলেন। এইখানে ৮৯ অধ্যায় শেষ হইয়াছে।

৯০ অধ্যায়ের প্রারম্ভে বলা হইয়াছে—কৃষ্ণ বিদুরের গৃহে যাইয়া বিদুর গৃহস্থিত পিতৃষ্বসা কুন্তীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। কুন্তীর সহিত তাঁহার বার্তালাপ হয়। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ দুর্যোধনের গৃহে গমন করিয়াছিলেন এবং দুর্যোধনাদির সহিত বহু বার্তালাপের পর রাত্রিতে বাস করিবার জন্য **বিদুরের গৃহে আগমন করিয়াছিলেন।** কৃষ্ণ যখন বিদুরের গৃহে আগমন করিয়াছিলেন তখন কৃষ্ণের অনুগমন করিতে করিতে দ্রোণ,

কৃপাচার্য, ভীষ্ম, বাহ্লীক এবং অন্যান্য কুরুবংশীয়েরা বিদুরের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কৌরবেরা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন—আমাদের গৃহ তোমার অবস্থানের জন্য প্রদান করিতেছি। তুমি আমাদের গৃহে অবস্থান কর। তদুত্তরে কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—আপনারা আমার যথেষ্ট সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন, আমার জন্য আপনাদের অপেক্ষা করিবার আর কোন আবশ্যকতা নাই। কৃষ্ণের কথায় কৌরবগণ প্রতিনিবৃত্ত হইলে বিদুর সমস্ত কাম্য-দ্রব্যের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অর্চনা করিয়াছিলেন।

"যাতেষু কুরুষু ক্ষত্তা দাসার্হমপরাজিতম্।
অভ্যর্চয়ামাস তদা সর্বকামৈঃ প্রযত্নবান্॥"

(উদ্যোগ পর্ব—৯১ অধ্যায়, ৩৮ শ্লোক)

কৌরবগণ প্রতিনিবৃত্ত হইলে বিদুর সমস্ত কাম্য দ্রব্যের দ্বারা অতি উদ্যুক্তভাবে শ্রীকৃষ্ণের অর্চনা করিয়াছিলেন।

"ততঃ ক্ষত্তান্নপানানি শুচীনি গুণবন্তি চ।
উপাহরদনেকানি কেশবায় মহাত্মনে॥"

(উদ্যোগ পর্ব—৯১ অধ্যায়, ৩৯ শ্লোক)

অনন্তর বিদুর অতি পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ বহুবিধ অন্ন ও পানীয় বস্তু শ্রীকৃষ্ণের নিকট আনয়ন করিয়াছিলেন।

"তৈস্তর্পয়িত্বা প্রথমং ব্রাহ্মণান্ মধুসূদনঃ।
বেদবিদ্ভ্যো দদৌ কৃষ্ণঃ পরমদ্রবিণান্যপি॥

(উদ্যোগ পর্ব—৯১ অধ্যায়, ৪০ শ্লোক)

বিদুর কর্তৃক আনীত সেই প্রভূত অন্নপানাদির দ্বারা প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণগণকে তৃপ্ত করিয়াছিলেন এবং কৃষ্ণ ব্রাহ্মণগণকে ধনও দান করিয়াছিলেন। বিদুরানীত অন্নপানাদির দ্বারাই কৃষ্ণ ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধন করিয়াছিলেন বলিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, বিদুর প্রচুর পরিমাণে অন্নপান আনয়ন করিয়াছিলেন।

**"ততোঽনুযায়িভিঃ সার্দ্ধং মরুদ্ভিরিব বাসবঃ।
বিদুরান্নানি বুভুজে শুচীনি গুণবন্তি চ॥"**

(উদ্‌যোগ পর্ব—৯১ অধ্যায়, ৪১ শ্লোক)

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ, সাত্যকি কৃতবর্মা প্রভৃতি কৃষ্ণের অনুযায়ী মহারথগণের সহিত মিলিত হইয়া অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র বিদুরান্ন ভোজন করিয়াছিলেন। বিদুর শ্রেষ্ঠ, গুণবৎ প্রভূত অন্ন কৃষ্ণকে প্রদান করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ প্রথমতঃ ব্রাহ্মণগণকে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রদান করিয়া নিজেও বহুসংখ্যক অনুযায়িগণের সহিত মিলিত হইয়া ঐ অন্ন ভোজন করিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝিতে পারা যায়, বিদুর অতি সুসমৃদ্ধ অবস্থায় হস্তিনানগরীতে বাস করিতেন। কিন্তু বিদুর ভিক্ষোপজীবী ছিলেন না এবং হস্তিনার বহির্ভাগে পর্ণকুটীরেও বাস করিতেন না। এইখানে ৯১ অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

কৃষ্ণ বিদুরান্ন ভোজন করিয়া তৃপ্ত ও বিশ্রান্ত হইলে রাত্রিকালে কৃষ্ণের সহিত বিদুরের বহু বার্তালাপ হইয়াছিল। বিদুর বলিয়াছিলেন—তুমি উভয়পক্ষের সন্ধির প্রস্তাব লইয়া হস্তিনায় আগমন করিয়া ভাল কার্য কর নাই। কারণ দুর্যোধন অতি পাপিষ্ঠ, ধর্মার্থবিরোধী, মন্দবুদ্ধি, অপক্রোধী, মানীর মান নাশক ও নিজে মানকামী, বৃদ্ধজনের শাসন লঙ্ঘনকারী, ধর্মশাস্ত্র বিরোধী, মূঢ়বুদ্ধি, দুরাত্মা, দুরাগ্রহী, যাহাকে কখনও শ্রেয়ঃপথ বুঝাইতে পারা যায় না। এই দুর্যোধন অতি কামাত্মা, প্রাজ্ঞমানী, মিত্রদ্রোহী, সর্বশঙ্কী, অকৃতজ্ঞ, ত্যক্তধর্মা, মিথ্যাপ্রিয়, মূঢ় ও অকৃতবুদ্ধি, অজিতেন্দ্রিয়। এইরূপ আরও বহু দোষ দুর্যোধনের আছে। তুমি মঙ্গলজনক কথা বলিলেও সে দম্ভপ্রযুক্ত তাহা গ্রহণ করিবে না। এই দুর্যোধন ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি মহারথগণের প্রতি অতি সম্মান প্রদর্শন করে, কিন্তু পাণ্ডবগণের সহিত শান্তিস্থাপনে ইহার ইচ্ছা নাই। কর্ণের সহিত দুর্যোধনের এইরূপ নিশ্চয় আছে যে,

ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি মহারথগণকে পাণ্ডবগণ কখনই যুদ্ধে পরাজিত করিতে পারিবে না। এই দুর্যোধন বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছে বলিয়া বালকের মত নিজেকে কৃতার্থ বলিয়া মনে করিতেছে। এক কর্ণ ই সমস্ত পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিতে পারিবে—এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় দুর্যোধনের আছে। এজন্য সে পাণ্ডবগণের সহিত শান্তিস্থাপন করিতে পারিবে না। এই কৌরবগণ সকলে নিশ্চয় করিয়াছে যে, পাণ্ডবগণের প্রাপ্য অংশ কখনও তাহাদিগকে দেওয়া হইবে না। এজন্য ইহাদের নিকটে তোমার বাক্য নিরর্থকই হইবে। যে স্থলে সু-উক্ত ও দুরুক্ত উভয়েই সমান, সেখানে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বহু কথা বলিবেন না যেমন গায়ক বধিরের নিকটে গান করে না। তুমিও অজ্ঞ মূঢ় নির্মর্যাদ কৌরবগণের নিকটে বাক্য বলিলে যোগ্য আদর পাইবে না, যেমন চণ্ডালগণের নিকট ব্রাহ্মণ যোগ্য আদর পায় না। এই দুর্যোধন বহু বল সংগ্রহ করিয়াছে বলিয়া তোমার বাক্যে কখনও সম্মত হইবে না। এই মূঢ়ের নিকটে তুমি যাহা বলিবে সমস্তই নিরর্থক হইবে। এই পাপচিত্ত কৌরবগণের সভাতে তোমার গমন করা কোনমতেই আমার সঙ্গত মনে হয় না। ইহারা সংখ্যায় বহু এবং ইহারা দুর্বুদ্ধি, দুষ্টচেতা ও অশিষ্ট। ইহাদের অভিপ্রায়ের বিপরীত কথা তোমার বলা সঙ্গত হইবে না। ইহারা অনুপাসিত-বৃদ্ধ এবং ধনমদে গর্বিত, যৌবনমদে উদ্ধত এবং ক্রোধী। ইহারা কেহই তোমার কল্যাণবাক্য গ্রহণ করিবে না। তুমি যদি বলপূর্বক কোন কথা দৃঢ়তার সহিত বল, তবে তোমার প্রতি ইহারা অনিষ্ট আচরণ করিতে পারে বলিয়া আমার শঙ্কা হয়। এই দুর্যোধনাদিরা মনে করিয়াছে যে, ইন্দ্রও আমাদের সহিত যুদ্ধে সমর্থ হইবেন না। কামক্রোধানুবর্তী এই কৌরবগণের মধ্যে তোমার যোগ্য বাক্য অযোগ্যই হইবে। এই মূঢ় দুর্যোধন হস্তিসৈন্যের মধ্যে এবং রথাশ্বাদিসৈন্যের মধ্যে স্থিত হইয়া মনে করিতেছে—

আমার আর কোন ভয় নাই এবং সমগ্র পৃথিবী আমারই বশবর্তিনী হইয়াছে। এই ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধন পৃথিবীর একচ্ছত্রী রাজা হইয়াছে এবং আমার কার্যসিদ্ধি হইয়াছে এরূপ মনে করিতেছে। আমার মনে হইতেছে এই পৃথিবী কালপক্ক হইয়াছে, কারণ পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য দুর্যোধনের পক্ষে বহুসংখ্যক নরপতি সম্মিলিত হইয়াছে। যে সমস্ত রাজন্যগণ দুর্যোধনের পক্ষে সম্মিলিত হইয়াছে, তাহারা সকলেই পূর্বে তোমার সহিত কৃতবৈর হইয়াছে আর পূর্বেই তাহারা তোমার দ্বারা হৃতসার হইয়াছে। তোমার প্রতি উদ্বেগবশঃতই ইহারা দুর্যোধনের পক্ষে মিলিত হইয়াছে। এই সমস্ত রাজন্যবৃন্দ প্রাণের মমতা পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য দুর্যোধনের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই সমস্ত দুষ্ট রাজন্যবৃন্দের মধ্যে তুমি প্রবেশ করিবে ইহা আমার কোনমতে সঙ্গত মনে হয় না। এই বহু-সংখ্যক দুষ্টচেতা রাজন্যবর্গের মধ্যে তুমি একাকী কিরূপে যাইবে ইহা আমি ভাবিতে পারিতেছি না। যদিও আমি জানি যে, তুমি দেবতাদেরও দুঃসহ এবং তোমার প্রভাব, পৌরুষ ও বুদ্ধি আমি জানি তথাপি হে গোবিন্দ, পাণ্ডবগণের প্রতি আমার যাদৃশ প্রীতি আছে, তদপেক্ষা অনেক অধিক প্রীতি তোমাতে আছে। এ জন্য আমি তোমার প্রতি প্রেমবশঃত এবং তোমার প্রতি বহুমানবশতঃ এবং সৌহার্দবশতঃ তোমাকে এই সব কথা বলিলাম। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তোমাকে দর্শন করিয়া আজ আমার যে আনন্দ হইয়াছে, তাহা আমি আর তোমাকে কি বলিব? তুমিই সমস্ত প্রাণিগণের অন্তরাত্মা।

এই স্থলে ৯২ অধ্যায় শেষ হইয়াছে।

তাহারপর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—মহাপ্রাজ্ঞ বিচক্ষণ ব্যক্তির যেরূপ বলা উচিত, হে বিদুর, তুমি সেই রূপ বলিয়াছ। তোমার মত সুহৃদ্ব্যক্তির আমার মত সুহৃৎ ব্যক্তিকে যেরূপ বলা

উচিত সেইরূপ বলিয়াছ। ধর্মার্থযুক্ত এবং তথ্য বাক্য যেরূপ তোমার বলা উচিত, সেইরূপ কথা আমাকে বলিয়াছ। পুত্রের কল্যাণ আকাঙ্ক্ষা করিয়া পিতামাতার যেরূপ বলা উচিত, তুমি আমাকে সেইরূপ বলিয়াছ। তুমি আমাকে যাহা বলিয়াছ তাহা সত্য, কালোচিত এবং যুক্তিযুক্ত। শ্রীকৃষ্ণের এই সমস্ত উক্তি দ্বারা তিনি বিদুরকে কি দৃষ্টিতে দেখিতেন তাহাও সুস্পষ্ট হইয়াছে। এইরূপে ভগবান্ বিদুরের বাক্যের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন—হে বিদুর, তুমি অবহিত-চিত্তে আমার আগমনের হেতু শ্রবণ কর। এই বলিয়া ভগবান্ কুরুপাণ্ডবের সন্ধির জন্য শ্রীকৃষ্ণ কেন হস্তিনায় আসিয়াছেন তাহা অতি যুক্তিযুক্তভাবে বিদুরের নিকটে বলিয়াছিলেন। এইরূপে বিদুরের সহিত কৃষ্ণের কথোপকথনে বহু রাত্রি অতিবাহিত হইয়াছিল। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ—

"ইত্যেবমুক্ত্বা বচনং বৃষ্ণীনামৃষভস্তদা।'
শয়নে সুখসংস্পর্শে শিশ্যে যদুসুখাবহঃ॥"

(উদ্যোগ পর্ব্ব—৯৩ অধ্যায়, ২২ শ্লোক)

বিদুরকে এই কথা বলিয়া যদুসুখাবহ শ্রীকৃষ্ণ সুখসংস্পর্শ শয়নে শয়ন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ যে সুখসংস্পর্শ শয্যাতে শয়ন করিয়াছিলেন তাহাতে বুঝিতে পারা যায়—শ্রীকৃষ্ণ বিদুরদত্ত মহার্ঘ—শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন। কুরুরাজমন্ত্রী বিদুরের গৃহে শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ আড়ম্বের সহিত অবস্থান সুসঙ্গতই হইয়াছে। ইহাতে বুঝিতে পারা যায়—বিদুর অতিশয় সমৃদ্ধিযুক্ত হইয়াই হস্তিনাতে বাস করিতেন। এইখানে ৯৩ অধ্যায় শেষ হইয়াছে।

অনন্তর ৯৪ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে—

"তথা কথয়তোরেব তয়োর্বুদ্ধিমতোস্তদা।
শিবা নক্ষত্রসম্পন্না সা ব্যতীয়ায় শর্ব্বরী॥

(উদ্যোগ পর্ব্ব—৯৪ অধ্যায়, ১ শ্লোক)

ধর্মার্থকামযুক্তাশ্চ বিচিত্রার্থপদাক্ষরাঃ।
শৃণ্বতো বিবিধা বাচো বিদুরস্য মহাত্মনঃ॥
কথাভিরনুরূপাভিঃ কৃষ্ণস্যামিততেজসঃ।
অকামস্যেব কৃষ্ণস্য সা ব্যতীয়ায় শর্বরী॥ ৩॥"

(উদ্‌যোগ পর্ব—৯৪ অধ্যায়, ২-৩ শ্লোক)

ইহার অভিপ্রায়—রাত্রিতে বিদুরের গৃহে কৃষ্ণ ও বিদুর শয়ান থাকিয়াই নানাবিধ কথার আলোচনাতে রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ধর্মার্থকামযুক্ত নানাবিধ বিচিত্র কথা বিদুর বলিয়াছিলেন ও কৃষ্ণ তাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন। বিদুরের কথায় কৃষ্ণের অতৃপ্তভাবেই রাত্রি অতীত হইয়াছিল।

ধর্মার্থকামসম্বন্ধী নানাবিধ বিচিত্র কথা বিদুর কৃষ্ণকে শুনাইয়াছিলেন এবং কৃষ্ণও অতি আগ্রহের সহিত বিদুরের কথা শুনিতে শুনিতে রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিলেন। অনন্তর সূত মাগধগণ শঙ্খদুন্দুভিঘোষের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে জাগ্রত করিয়াছিলেন। অনন্তর কৃষ্ণ গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্বক স্নান সন্ধ্যাবন্দন ও অগ্নিহোত্র সমাপ্ত করিয়া নানাবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়াছিলেন এবং সূর্যদেবের উপস্থান করিয়াছিলেন। অনন্তর কৃষ্ণকে কুরুরাজের সভায় লইয়া যাইবার জন্য দুর্যোধন ও শকুনি বিদুরের গৃহে আসিয়া বলিয়াছিলেন—"ধৃতরাষ্ট্র এবং ভীষ্ম প্রভৃতি কৌরবগণ ও অপর রাজন্যবৃন্দ সকলেই রাজসভায় সমবেত হইয়াছেন এবং তোমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।" তখন কৃষ্ণ ব্রাহ্মণগণকে বহু ধনাদি দান করিয়া সভায় যাইবার জন্য রথারোহণ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ অতি সুসজ্জিত হইয়া বৃষ্ণিবীরগণ কর্তৃক রক্ষিত ও কৌরবগণ কর্তৃক পরিবৃত হইয়া বিদুরের সহিত এক রথে আরোহণ করিয়াছিলেন। দুর্যোধন প্রভৃতি রথারূঢ় হইয়া কৃষ্ণের অনুগমন করিয়াছিলেন।

সাত্যকি, কৃতবর্মা প্রভৃতি বৃষ্ণিবীরগণ নানাবিধ গজ, অশ্ব, রথ পরিবৃত হইয়া কৃষ্ণের রক্ষকরূপে কৃষ্ণের অনুগমন করিয়াছিলেন। এইরূপ মহাসমারোহে কৃষ্ণ রাজসভাদ্বারে উপনীত হইয়াছিলেন। রাজসভাদ্বারে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিদুর ও সাত্যকির হস্ত ধারণ পূর্বক রাজসভায় প্রবেশ করিয়াছিলেন।

"পাণৌ গৃহীত্বা বিদুরং সাত্যকিং চ মহাযশাঃ ॥"

(উদ্‌যোগ পর্ব—৯৪ অধ্যায়, ৩৩ শ্লোক)

এইরূপে কৃষ্ণ রাজসভায় প্রবিষ্ট হইলে ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ ও অপর রাজন্যবৃন্দ সকলেই আসন হইবে উত্থিত হইয়া কৃষ্ণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণের বসিবার জন্য স্থবর্ণনির্মিত অতি শ্রেষ্ঠ—সর্বতোভদ্র নামক আসন স্থাপন করা হইয়াছিল। এই শ্রেষ্ঠ আসনে যেমন কৃষ্ণ উপবেশন করিয়াছিলেন এইরূপ বিদুরও কৃষ্ণের আসনের সন্নিকটে অতিশ্রেষ্ঠ আসনে উপবেশন করিয়াছিলেন।

"বিদুরো মণিপীঠে তু শুক্লস্পর্দ্ধ্যাজিনোত্তরে।
সংস্পৃশন্নাসনং সৌরের্মহামতিরুপাবিশৎ ॥

(উদ্‌যোগ পর্ব্ব—৯৪ অধ্যায়, ৫১ শ্লোক)

ইহার অভিপ্রায়—কৃষ্ণের আসন স্পর্শ করিয়া অবস্থিত মণিপীঠে এবং শুক্লবর্ণ অতি মহার্হ চর্মের দ্বারা আচ্ছাদিত আসনে বিদুর উপবেশন করিয়াছিলেন। কুরুরাজমন্ত্রী বিদুরের রাজসভায় এইরূপ আসনে উপবেশন যোগ্যই বটে। এই সময়ে অন্যান্য রাজন্যবৃন্দ স্ব স্ব আসনে উপবেশন করিয়াছিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ, কুরু ও পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধ সংঘটিত হইলে ঘোর অনর্থ উৎপন্ন হইবে ইহা অতি স্পষ্টভাবে সকলকে বুঝাইয়া দিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে পাণ্ডবগণের প্রাপ্য রাজ্যার্ধ প্রদান করিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। অনন্তর মহর্ষি জামদগ্ন্য ও কণ্ব প্রভৃতি মহর্ষিগণ যুদ্ধ না করিয়া পাণ্ডবগণের রাজ্যার্ধ

প্রদানের জন্য নানাযুক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ আবার ভীমার্জুন প্রভৃতির অসাধারণ বীরত্বের কথা বলিয়া যুদ্ধ না করিয়া রাজ্যার্ধ প্রদানের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। উভয়পক্ষে যুদ্ধ সংঘটিত হইলে মহাবিনাশ ঘটিবে—এই সমস্ত বলিয়া রাজ্যার্দ্ধ প্রদানের জন্য বলিয়াছিলেন। অনন্তর ভীষ্ম ও দ্রোণ উভয়ে এবং বিদুর শ্রীকৃষ্ণের কথার সমর্থন করিয়াছিলেন। অনন্তর দুর্যোধন রাজসভাতে নিজের সর্বথা নির্দোষত্বখ্যাপনপূর্বক পাণ্ডবগণকে দোষী স্থির করিয়া বলিয়া ছিলেন—পূর্বে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করিলেও বর্তমানে আমরা রাজ্যার্দ্ধ তো প্রদান করিবই না, কিঞ্চিন্মাত্র ভূমিও প্রদান করিব না।

যাবদ্ধি তীক্ষ্ণয়া সূচ্যা বিধ্যেদগ্রেণ কেশব।
তাবদপ্যপরিত্যাজ্যং ভুমের্নঃ পাণ্ডবান্ প্রতি॥
(উদ্‌যোগ পর্ব—১২৭ অধ্যায়, ২৫ শ্লোক)

ইহার অর্থ—তীক্ষ্ণ সূচ্যগ্র দ্বারা যে পরিমাণ ভূমি বিদ্ধ হয়, সেই সূচ্যগ্র পরিমিত ভূমিও আমরা পাণ্ডবগণকে প্রদান করিব না। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণের প্রতি দুর্যোধনাদির অসদ্ব্যবহার অতি সুস্পষ্টভাবে সভায় বিবৃত করিয়াছিলেন। পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি না করিলে মহা অনর্থ উৎপন্ন হইবে, এরূপও বলিয়াছিলেন। অনন্তর দুঃশাসন বলিয়াছিলেন—হে মহারাজ দুর্য্যোধন, তুমি যদি ইচ্ছায় পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি না কর তবে কৌরবেরা তোমাকে, আমাকে ও কর্ণকে বন্ধন করিয়া পাণ্ডবগণের নিকট প্রত্যর্পণ করিবে। দুর্যোধনকে ক্রুদ্ধ করিবার জন্যই দুঃশাসন এইরূপ বলিয়াছিলেন। দুর্যোধন দুঃশাসনের কথা শ্রবণ করিয়া অতি ক্রুদ্ধভাবে অনুযায়ী রাজন্যবৃন্দের সহিত সভা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন। দুর্যোধনের এইরূপে সভাপরিত্যাগে ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষ্মও নানা কথা বলিয়া দুর্যোধনের নিন্দা করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণও দুর্যোধনের ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্যোধনকে রাজ্যচ্যুত করিতে ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশ করিয়াছিলেন। অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র নিরুপায় হইয়া দুর্যোধনকে শান্ত করিবার জন্য গান্ধারীকে রাজসভায় আনয়ন করিতে বিদুরকে আদেশ করিয়াছিলেন। বিদুরও ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞানুসারে মহারাণী গান্ধারীকে রাজসভায় আনয়ন করিয়াছিলেন। গান্ধারী রাজসভায় উপনীত হইয়া প্রথমতঃ ধৃতরাষ্ট্রকে তিরস্কার করিয়াছিলেন এবং গান্ধারীর আদেশে দুর্যোধন সভায় প্রবিষ্ট হইলে গান্ধারী অতি সারগর্ভ বহু-বাক্য দুর্যোধনকে বলিয়াছিলেন। দুর্যোধন, মাতা গান্ধারীর বাক্য শ্রবণ করিয়া মাতৃবাক্যে অনাদরপূর্ব্বক সভা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া শকুনি, দুঃশাসন ও কর্ণের সহিত মিলিত হইয়া কৃষ্ণকেই বলপূর্বক বন্দী করিবার জন্য মন্ত্রণা করিয়াছিলেন। দুর্যোধনদের এই মন্ত্রণা সাত্যকি ইঙ্গিতে বুঝিতে পারিয়া কৃষ্ণের রক্ষার জন্য সভার বহির্দেশে যদুবীরগণকে সুসজ্জিত থাকিতে আদেশ করিয়া কৃষ্ণের নিকটে আসিয়া এই সমস্ত কথা বলিয়াছিলেন। সাত্যকি যখন কৃষ্ণকে এই কথা বলিয়াছিলেন, তখন বিদুরও তাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন। কারণ বিদুর কৃষ্ণের অতি সন্নিধানে উপবেশন করিয়াছিলেন। দুর্যোধনের এই মন্ত্রণার কথা শুনিয়া বিদুর অতিমাত্র ব্যথিত হইয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে দুর্যোধনের এই কুমন্ত্রণার কথা বলিয়াছিলেন এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ প্রভাব ও পরাক্রমের কথা বলিয়া পরে বলিয়াছিলেন—কৃষ্ণের বিরুদ্ধে দুর্যোধনাদি উদ্‌যুক্ত হইলে দুর্যোধনাদি বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। অনন্তর কৃষ্ণ কুরুরাজসভাতে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়া কৌরবগণকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন—আমাকে বন্দী করার অভিপ্রায় বালক ভিন্ন অন্যের হইতে পারে না। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যাখ্যাত হইয়া কুরুসভা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং বিদুরের গৃহে আগমন পূর্বক পিতৃস্বসা কুন্তীদেবীর সহিত মিলিত হইলেন।

এইস্থলে মহারাণী কুন্তী রাণী বিদুলার অনুশাসন বলিয়া যুধিষ্ঠিরাদিকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। এই বিদুলা অনুশাসন ভারতীয় সাহিত্যে একটি অমূল্য রত্ন। কুন্তী কর্তৃক বিদুলা-অনুশাসন বিবৃত হওয়ায় মহারাণী কুন্তীরও অসাধারণ তেজস্বিতা বুঝিতে পারা গিয়াছে। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ কর্ণের সহিত মিলিত হইয়া তাহাকে যুধিষ্ঠিরের পক্ষে যোগদান করার জন্য বলিয়াছিলেন। কর্ণও অতি যুক্তিযুক্ত কারণ প্রদর্শন করিয়া তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনা হইতে বিফল মনোরথ হইয়া উপপ্লব্য নগরীতে পাণ্ডবগণের নিকট আসিয়াছিলেন। কৃষ্ণ উপপ্লব্য নগরীতে আগমন করিলে মহারাজ যুধিষ্ঠির হস্তিনার বিবরণ অবগত হইবার জন্য কৃষ্ণের নিকটে আসিয়া নানারূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন। এই স্থলে যুধিষ্ঠির বহু প্রশ্নের মধ্যে কৃষ্ণকে একটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন—

পিতা যবীয়ানস্মাকং ক্ষত্তা ধর্মভৃতাং বরঃ।
পুত্রশোকাভিসন্তপ্তঃ কিমাহ ধৃতরাষ্ট্রজম্॥

(উদ্‌যোগ পর্ব—১৪৭ অধ্যায়, ৯ শ্লোক]

সর্বধর্মকুশল আমাদের কনিষ্ঠ পিতা বিদুর পুত্রশোকে সন্তপ্ত হইয়া দুর্যোধনকে কি বলিয়াছিলেন? যুধিষ্ঠিরাদির জন্য সন্তপ্ত বিদুরকে এস্থলে পুত্রশোকাভিসন্তপ্ত বলা হইয়াছে। এই ব্যবহার মহাভারতে অতুলনীয় ও অতিশয় হৃদয়স্পর্শী। এই স্থলে কৃষ্ণ দুর্যোধনের প্রতি গান্ধারীর বাক্য বলিতে যাইয়া বলিয়াছেন—

রাজ্যে স্থিতো ধৃতরাষ্ট্রো মনীষী তস্যানুজো বিদুরো দীর্ঘদর্শী।
এতাবতিক্রম্য কথং নৃপত্বং দুর্যোধন প্রার্থয়সেঽদ্য মোহাৎ॥

(উদ্‌যোগ পর্ব—১৪৮ অধ্যায়, ৩১ শ্লোক)

ইহার অভিপ্রায়—সম্প্রতি কুরুরাজ্যের রাজা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা দীর্ঘদর্শী বিদুর এই দুইজনকে অতিক্রম করিয়া তুমি মোহপ্রযুক্ত কুরুরাজ্যের রাজা হইতে চাহিতেছ?

এই স্থলে গান্ধারী কুরুরাজ্যের রাজারূপে ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুর উভয়কেই নির্দেশ করিয়াছিলেন।

১৪৮ অধ্যায়ে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে দ্রোণের কথা বলিতে যাইয়া বলিয়াছেন—দ্রোণ দুর্যোধনকে এইরূপ বলিয়াছেন—"কুরুবংশের সত্যসন্ধ নরপতি পাণ্ডু, **জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্র ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিদুরের হস্তে কুরুরাজ্য সমর্পণ করিয়া বিহারপরায়ণ** হইয়াছিলেন।"

এই অধ্যায়ে বলা হইয়াছে—

বিসৃজ্য ধৃতরাষ্ট্রায় রাজ্যং স বিদুরায় চ।
চচার পৃথিবীং পাণ্ডুঃ সর্বাং পরপুরঞ্জয় ॥

(উদযোগ পর্ব—১৪৮ অধ্যায়, ৪ শ্লোক)

কোষ-সংবননে দানে ভৃত্যানাং চান্বেক্ষণে।
ভরণে চৈব সর্বস্য বিদুরঃ সত্যসঙ্গরঃ ॥

(উদ্‌যোগ পর্ব—১৪৮ অধ্যায়, ৯ শ্লোক)

মহারাজ পাণ্ডু, ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুরের হস্তে রাজ্য সমর্পণ করিয়া পৃথিবী বিচরণে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিদুরও রাজ্যে স্থিত হইয়া রাজকোষ সম্বর্ধন, দান, রাজভৃত্যগণের পরিদর্শন ও রাজাশ্রিতগণের ভরণপোষণে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহার দ্বারা কুরুরাজ্যে বিদুরের কত প্রভাব ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই অধ্যায়ে কৃষ্ণ বিদুরের উক্তি যাহা বলিয়াছেন তাহাতে বলা হইয়াছে বিদুর, পিতা ভীষ্মের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিয়াছিলেন—**হে ভীষ্ম, এই প্রনষ্ট কৌরববংশ তোমা কর্তৃকই পুনরুদ্ধৃত হইয়াছে।** আমি যে এত বিলাপ করিতেছি তুমি তাহাতে উপেক্ষা করিতেছ কেন? কে এই রাজবংশের কুলপাংশন দুর্যোধন? এই লোভাভিভূত দুর্যোধনের বুদ্ধির তুমিও অনুবর্তন করিতেছ। এই দুর্যোধন অনার্যবুদ্ধি, অকৃতজ্ঞ, লোভাবিষ্টচেতা। এ ধর্মার্থদর্শী পিতার আদেশ লঙ্ঘন করিতেছে। এই দুর্যোধনের জন্য এই কৌরববংশ

বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। হে ভীষ্ম, এই কৌরববংশ যাহাতে বিনাশপ্রাপ্ত না হয়, তাহা কর। এই দুর্যোধন আমাকে ও ধৃতরাষ্ট্রকে চিত্রের মত রাজ্যে রাখিয়াছে। হে মহামতি ভীষ্ম, এই কুলক্ষয় দর্শন করিয়া উপেক্ষা করিও না। ঘোর বিনাশকাল উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া যদি তোমার বুদ্ধি ভ্রষ্ট হইয়া থাকে, তবে চল— আমি, তুমি ও ধৃতরাষ্ট্র বনে গমন করি। অথবা এই প্রবঞ্চক দুর্যোধনকে বন্ধন করিয়া পাণ্ডবগণ কর্তৃক রক্ষিত এই রাজ্যের তুমি শাসন কর। হে রাজসিংহ, তুমি প্রসন্ন হও, কৌরবগণের, পাণ্ডবগণের ও রাজন্যবৃন্দের মহান্ বিনাশ দেখা যাইতেছে। বিদুর এই বলিয়া অতি চিন্তাকুল হইয়া দীনমনে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে বিরত হইয়াছিলেন।

অতঃপর কুরুপাণ্ডবের পৃথিবী-ক্ষয়কারক মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, মহাযুদ্ধ আরম্ভের পূর্বে উদ্‌যোগ পর্ব বর্ণিত হইয়াছে। এই পর্বে যে যে স্থলে বিদুরপ্রসঙ্গ আছে তাহা আমরা প্রদর্শন করিয়াছি। ততঃপর ভীষ্মপর্ব, দ্রোণপর্ব, কর্ণপর্ব, শল্যপর্ব, সৌপ্তিক-পর্ব বর্ণিত হইয়াছে। এই পাঁচটি পর্বে বিদুরের কোনও প্রসঙ্গ নাই। ভারত মহাযুদ্ধের অবসানে পুত্র, পৌত্র, সুহৃৎ, বান্ধববর্গের নিধন বার্তা সঞ্জয়ের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র মহাশোক সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের শোকাপনোদন করিবার জন্য মহামতি বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে যে সমস্ত তত্ত্বোপদেশ করিয়াছিলেন, শোকের শান্তির জন্য বিদুর যাহা ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছিলেন, তাহা স্ত্রীপর্বে বর্ণিত হইয়াছে। বিদুরের এই উপদেশ-বাক্য আজও শোকার্তজনের বিশেষ অবলম্বন হইয়া রহিয়াছে। আমরা সংক্ষেপে তাহা এইস্থানে প্রদর্শন করিব। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র যখন মহাশোকে নিমগ্ন হইয়া ভূমিতলে পতিত হইয়াছিলেন, তখন বিদুর অমৃতময় বাক্যসমূহ দ্বারা ধৃতরাষ্ট্রের শোকাপনয়ন করিয়াছিলেন।

উত্তিষ্ঠ রাজন্ কিং শেষে ধারয়াত্মানমাত্মনা।
এষা বৈ সর্বসত্ত্বানাং লোকেশ্বর পরা গতিঃ॥
(স্ত্রী পর্ব—২য় অধ্যায়, ২ শ্লোক)

মহারাজ! তুমি উত্থিত হও, ভূমিতে পতিত হইয়া থাকিও না, নিজেই নিজেকে আশ্বস্ত কর। হে মহারাজ সমস্ত প্রাণিগণের ইহাই পরম নিষ্ঠা। প্রাণিমাত্রেরই মৃত্যু অপরিহার্য। সঞ্চয় মাত্রেরই অবসানে ক্ষয় হইয়া থাকে। উত্থানমাত্রেরই পতন অনিবার্য। সংযোগমাত্রেরই বিয়োগে পরিসমাপ্তি। জীবিত-মাত্রেরই মরণে পর্যবসান। মহাবীরই হউক আর অতিভীরুই হউক, উভয়েরই মৃত্যু অনিবার্য। সুতরাং যুদ্ধধর্মা ক্ষত্রিয়গণ মৃত্যুভয়ে যুদ্ধ হইতে বিরত হইবে কেন? যুদ্ধ না করিয়াও মৃত্যু হইতে নিস্তার নাই আর যুদ্ধ করিলেই সকলে যুদ্ধে প্রাণ হারায় না। মৃত্যুর কাল উপস্থিত হইলে কেহই জীবিত থাকিতে পারে না। সমস্ত প্রাণীরই আদিতে বা অবসানে অভাবই থাকে, কেবল মধ্য-অবস্থায় তাহাদের ভাব দেখা যায়। যাহার আদি ও অন্তে অভাব, মধ্য অবস্থায় তাহার ভাব দেখা গেলেও তাহা অভাবই বটে। সুতরাং প্রাণিগণের অভাবে শোকের অবসর নাই। সমস্তই কালের অধীন, কালের কেহ প্রিয় বা শত্রু নাই। কাল সমানভাবেই সমস্ত প্রাণিগণকে আকর্ষণ করিতেছে। যখনই যাহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইবে, তখনই তাহার মৃত্যু হইবে ইহাতে শোকের অবসর নাই। আরও কথা, সম্মুখ যুদ্ধে নিহত বীরগণের জন্য শোক করা অনুচিত, যেহেতু তাহারা পরমগতি প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহারা সকলেই স্বাধ্যায়বান্, চরিতব্রত এবং যুদ্ধে অভিমুখ হইয়া নিহত হইয়াছে। পূর্বেও ইহারা ছিল না। ইহারা অদর্শন হইতেই আপতিত হইয়াছিল এবং পুনর্বার অদর্শনপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে শোকের কোন অবসর নাই। ইহারা কেহই তোমার ছিল না, আর তুমিও তাহাদের কেহ ছিলে

না। সুতরাং ইহাতে শোকের অবসর নাই। আরও কথা, বেদাদি শাস্ত্রসকল এককণ্ঠে সম্মুখ যুদ্ধে নিহত শূর বীরগণের পরম গতিলাভ হয় বলিয়াছেন। যুদ্ধে নিহত হইলে স্বর্গলাভ, যুদ্ধে জয় হইলে যশোলাভ হয়। সুতরাং যুদ্ধে জয় ও পরাজয় উভয়ই মঙ্গলজনক বলিয়া যুদ্ধ কোনকালে নিষ্ফল হইতে পারে না। যাহারা যুদ্ধে নিহত হইয়াছে, তাহাদের সর্বকামপ্রদানকারী লোক ইন্দ্রই সম্পাদন করিবেন। যুদ্ধে নিহত হইয়া আজ তাহারা ইন্দ্রের অতিথি হইয়াছে। যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতির দ্বারা সেইরূপ স্বর্গলাভ হইতে পারে না, যেরূপ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া শূরগণ স্বর্গলাভ করে। শূরগণ নিজের শরীররূপ অগ্নিতে পরবীরগণের অস্ত্রাহুতি গ্রহণ করিয়াছেন। নিজের শরীরাগ্নিতে হূয়মান শরসমূহকে অত্যন্ত তেজস্বিতাপূর্বক সহন করিয়াছেন। ইঁহারা যুদ্ধযজ্ঞ সমাপ্ত করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। এজন্য ক্ষত্রিয়গণের যুদ্ধ হইতে অধিক স্বর্গলাভের কিছু নাই। যুদ্ধে নিহত ক্ষত্রিয়গণ মহাশূর এবং সমিতিশোভন ছিলেন। ইঁহাদের সকলেরই শুভ পরিণাম হইয়াছে বলিয়া ইঁহারা শোকাস্পদ নহেন। এখন তুমি নিজেকে নিজে আশ্বস্ত কর। শোকাভিভূত হইয়া দেহত্যাগ করিও না। প্রত্যেক জন্মেই সকলের মাতা, পিতা, পুত্র, দার প্রভৃতি হইয়া থাকে। ইহাতে বুঝিতে পারা যায়—মাতা, পিতা, পুত্রের কেহ নহে, পুত্রও মাতাপিতার কেহ নহে। মূঢ় ব্যক্তিগণেরই শোক ও ভয় উৎপন্ন হয়। পণ্ডিতের শোক ও মোহ থাকে না। কালই সমস্ত ভূতগণের উৎপাদক ও বিনাশক। জীব সুপ্ত হইলেও কাল জাগ্রত থাকে। কাল দুরতিক্রম। যৌবন, রূপ, জীবন, দ্রব্যসঞ্চয়, আরোগ্য ও প্রিয়সঙ্গম অনিত্য বলিয়া পণ্ডিতজন তাহাতে আকাঙ্ক্ষা করিবে না। আরও, আত্মীয়স্বজনের মৃত্যুজন্য

যে শোক তাহা জানপদিক শোক, ইহা তোমার একার নহে। দুঃখ নিবারণের ইহাই একমাত্র উপায় যে, সেই দুঃখের চিন্তা না করা। চিন্তা করিলে দুঃখ আরও শতগুণে বর্ধিত হয়। অনিষ্ট বস্তুর সংযোগে ও ইষ্টবস্তুর বিয়োগে যে মানস দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহাতে অল্পবুদ্ধি লোকেরাই দগ্ধ হইয়া থাকে। তুমি যে এখন অনুশোচনা করিতেছ, তাহাতে অর্থ, ধর্ম, সুখ কিছুই লাভ হইবে না। প্রজ্ঞা দ্বারা মানস দুঃখ, ঔষধের দ্বারা শারীর দুঃখ নিবারণ করিবে ইহাই বিজ্ঞানের বল। তাহা না করিয়া বালকের মত হওয়া উচিত নহে। আরও জীবের পূর্বকৃত কর্ম সব অবস্থায়ই তাহার অনুবর্তন করিয়া থাকে।

আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ।
আত্মৈব হ্যাত্মনঃ সাক্ষী কৃতস্যাপকৃতস্য চ॥

(স্ত্রী পর্ব—২ অধ্যায়, ৩৫ শ্লোক)

আত্মাই আত্মার বন্ধু, আত্মাই আত্মার শত্রু, আত্মাই আত্মার শুভাশুভ কর্মের দ্রষ্টা।

ততঃপর ধৃতরাষ্ট্র বলিয়াছিলেন—হে মহাবুদ্ধি, তোমার শুভ বাক্যের দ্বারা আমার শোক বিগত হইয়াছে। আমি এইরূপ কথা আরও শুনিতে ইচ্ছা করি। অনন্তর বিদুর আরও বহু উপদেশ এই তৃতীয় অধ্যায়ে প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে বিদুর বলিয়াছেন—

কদলীসন্নিভো লোকঃ সারো হ্যস্য ন বিদ্যতে।
অশাশ্বতমিদং সর্বং চিন্ত্যমানং নরর্ষভ॥

(স্ত্রী পর্ব—৩ অধ্যায়, ৪ শ্লোক)

কদলীস্তম্ভের মত নিঃসার এই লোক। ইহাতে কোন সার নাই। আবার বলিয়াছেন—

"যথা জীর্ণমজীর্ণং বা বস্ত্রং ত্যক্ত্বা তু পুরুষঃ।
অন্যদ্রোচয়তে বস্ত্রমেবং দেহাঃ শরীরিণাম্॥
(স্ত্রী পর্ব—৩।৮ শ্লোক)

ইহার অভিপ্রায়—মানুষ যেমন পুরাতন অথবা নূতন বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্য বস্ত্র পরিধান করে, জীব ও সেইরূপ একদেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেহ গ্রহণ করে।

এই শ্লোকটি গীতার "বাসাংসি জীর্ণানি" এই শ্লোকের অনুরূপ।

''যথাচ মৃণ্ময়ং ভাণ্ডং চক্রারূঢ়ং বিপদ্যতে।
কিঞ্চিৎ প্রক্রিয়মাণং বা কৃতমাত্রমথাপি বা॥
উত্তার্যমাণমাপাকাদুদ্ধৃতঞ্চাপি ভারত।
অথবা পরিভুজ্যন্তমেবং দেহাঃ শরীরিণাম্॥
(স্ত্রী পর্ব—৩ অধ্যায়, ১১।৩ শ্লোক)

মৃন্ময় কুম্ভাদি কুম্ভকারের চক্রে থাকিয়াও বিনষ্ট হয়, কুম্ভ করার সময়ও কোনটি বিনষ্ট হয়, এইরূপ সূত্রদ্বারা ছিন্নকরার সময়েও কোনটি বিনষ্ট হয়। কোনটি বা কুম্ভকারের আপাকেই বিনষ্ট হয়। এইরূপ মনুষ্যশরীরও গর্ভে, প্রসব সময়ে, প্রসবের অব্যবহিত পরে অথবা বহু পরে বিনষ্ট হয়।

অনন্তর বিদুর চতুর্থ অধ্যায়ে সংসারগহনের বর্ণনা করিয়াছেন। অনন্তর পঞ্চম অধ্যায়ে এই সংসারগহন বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এইরূপে সপ্তম অধ্যায় পর্যন্ত বিদুর নানাবিধ উপদেশের দ্বারা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের শোকাপনয়নের প্রয়াস করিয়াছেন।

অনন্তর অনুশাসন পর্বের শেষভাগে ভীষ্ম দেহত্যাগ করিলে—

চিতাং চক্রুর্মহাত্মানঃ পাণ্ডবাঃ বিদুরস্তথা।
(অনুশাসন পর্ব—১৬৮ অধ্যায়, ১১ শ্লোক)

ইহার অভিপ্রায়—ভীষ্মের মৃত্যুর পরে পাণ্ডবেরা ও বিদুর ভীষ্মের চিতা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির ও বিদুর ক্ষৌমবস্ত্র ও মাল্য দ্বারা ভীষ্মকে আচ্ছাদিত করিয়াছিলেন।

বিদুর যুদ্ধের প্রারম্ভে যে আর্তনাদ করিয়াছিলেন, তাহার ফলস্বরূপ দুর্যোধন শকুনি প্রভৃতি মৃত্যুসময়ে বিদুরের কথা স্মরণ করিয়াছিলেন। মহারাজ দুর্যোধন হ্রদপ্রবেশের পূর্বে হত-জ্ঞাতিমিত্র হইয়া—বলিয়াছিলেন।

"সস্মার বচনং ক্ষত্তুর্ধর্মশীলস্য ধীমতঃ ॥
ইদং নূনং মহাপ্রাজ্ঞো বিদুরো দৃষ্টবান্ পুরা।
মহদ্বৈশসমস্মাকং ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ সংযুগে ॥"

(শল্য পর্ব—২৯ অধ্যায়, ২৬।২৭ শ্লোক)

যুদ্ধে যখন সমস্ত ভ্রাতৃগণের সহিত বান্ধববর্গ ও সৈন্যগণ বিনাশ-প্রাপ্ত হইয়াছিল মাত্র দুর্যোধন একাকী জীবিত ছিলেন, তখন ধর্মশীল বিদুরের কথা তাঁহার মনে হইয়াছিল। দুর্যোধন বলিয়াছিলেন আজ যাহা আমরা চোখে দেখিতেছি মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর তাহা পূর্বেই দেখিয়াছিলেন। আমাদের ও ক্ষত্রিয়গণের এই মহাক্ষয় বিদুর বহু পূর্বেই দেখিতে পাইয়া ঘোর আর্তনাদ করিয়াছিলেন। শকুনিও পুত্রের মৃত্যুদর্শন করিয়া অশ্রুকণ্ঠ হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক বিদুরের বাক্য স্মরণ করিয়াছিলেন।

"পুত্রন্তু নিহতং দৃষ্ট্বা শকুনিস্তত্র ভারত।
সাশ্রুকণ্ঠো বিনিঃশ্বস্য ক্ষত্তুর্বাক্যমনুস্মরন্ ॥"

(শল্য পর্ব—২৮।৩২ শ্লোক)

শকুনি যখন তাঁহার পুত্রকে নিহত দেখিতে পাইলেন, তখন অশ্রুকণ্ঠ হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক বিদুরের বাক্য স্মরণ করিয়াছিলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আশ্বমেধিক পর্বের

প্রথমাধ্যায়ে আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুতে অতি শোকসন্তপ্ত হইয়া বলিয়াছিলেন—

"অশ্রুত্বা হিতকামস্য বিদুরস্য মহাত্মনঃ।
বাক্যানি সুমহার্থানি পরিতপ্যামি দুর্মতিঃ॥
(অশ্বমেধিক পর্ব—১ম অধ্যায়, ১১ শ্লোক)

উক্তবান্ বিদুরো যন্মাং ধর্মাত্মা দিব্যদর্শনঃ।
দুর্যোধনাপরাধেন কুলং তে বিনশিষ্যতি॥
(অশ্বমেধিক পর্ব—১ম অধ্যায়, ১২ শ্লোক)

এবং ব্রুবতি কৌন্তেয়! বিদুরে দীর্ঘদর্শিনি।
দুর্যোধনমহং পাপমন্ববর্তং বৃথামতিঃ॥
(অশ্বমেধিক পর্ব—১ম অধ্যায়, ১৮ শ্লোক)

অশ্রুত্বা তস্য ধীরস্য বাক্যানি মধুরাণ্যহম্।
ফলং প্রাপ্য মহদ্দুঃখং নিমগ্নঃ শোকসাগরে॥
(অশ্বমেধিক পর্ব—১ম অধ্যায়, ১৯ শ্লোক)

ইহার অভিপ্রায়—ধৃতরাষ্ট্র বলিয়াছিলেন, আমি দুর্মতি, হিতকাম মহাত্মা বিদুরের বাক্য শ্রবণ না করিয়া আজ শোকে দগ্ধ হইতেছি। দিব্যদর্শন মহাত্মা বিদুর আমাকে বলিয়াছিল—দুর্যোধনের অপরাধে তোমার বংশ বিনষ্ট হইবে। যদি তোমার বংশের কল্যাণ চাও তবে আমার কথা শোন। এই মন্দবুদ্ধি দুষ্টাত্মা দুর্যোধনকে পরিত্যাগ কর। কর্ণ ও শকুনি যেন দুর্যোধনকে দেখিতে না পারে। এই দ্যূতক্রীড়া বন্ধ কর। ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যে অভিষিক্ত কর। অতি ধার্মিক যুধিষ্ঠির রাজ্য পরিচালনা করিবে। যদি যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য দিতে ইচ্ছা না কর, তবে রাজ্য তুমি নিজেই স্বহস্তে পরিচালন কর। দীর্ঘদর্শী বিদুর এই সমস্ত কথা বলিলেও বৃথাবুদ্ধি আমি পাপাত্মা দুর্যোধনেরই অনুবর্তন করিয়াছিলাম। বিদুরের সেই সমস্ত মধুর বাক্য শ্রবণ না করিয়া আজ আমি শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি।

দ্রোণ পর্বের ১৪৭ অধ্যায়ে জয়দ্রথ বধের পরে অর্জুনও বিদুরের বাক্য স্মরণ করিয়াছিলেন অর্জুন বলিয়াছেন—

পশ্যন্নিদং মহাপ্রাজ্ঞঃ ক্ষত্তা রাজানমুক্তবান্।
কুলান্তকরণে পাপে জাতমাত্রে সুযোধনে॥

(দ্রোণ পর্ব—১৪৭ অধ্যায়, ১৪ শ্লোক)

ইহার সারমর্ম এই যে, কুলান্তকারী দুর্যোধন উৎপন্ন হইলে মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর এই দারুণ লোকক্ষয় দেখিতে পাইয়া ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছিলেন—দুর্যোধনকে এখনই পরিত্যাগ কর।

অনন্তর আশ্রমবাসিক পর্বে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বনগমনে উদ্যত হইয়া মৃত বান্ধববর্গের পারলৌকিক কর্ম করিবার জন্য কিছু ধন যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি বিদুরকে যুধিষ্ঠিরের নিকটে পাঠাইয়াছিলেন। বিদুরের বাক্য অনুসারে যুধিষ্ঠিরও বহু ধন ধৃতরাষ্ট্রকে দান করিয়াছিলেন।

যখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বনগমনে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সহিত গান্ধারী, কুন্তী, বিদুর ও সঞ্জয় বনগমন করিয়াছিলেন। যখন ধৃতরাষ্ট্রাদি বনে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডববর্গ বধূগণ পরিবৃত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রাদিকে দর্শন করিবার জন্য কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রে যাইয়া ধৃতরাষ্ট্র, রাজর্ষি শতযুপের আশ্রমে অবস্থান করিতেছিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া বিদুরকে দেখিতে না পাইয়া বলিয়াছিলেন—

"ক চাসৌ বিদুরো রাজন্ নেমং পশ্যামহে বয়ম্।

(আশ্রমবাসিক পর্ব—২৬ অধ্যায়, ১৫ শ্লোক)

হে মহারাজ! বিদুর কোথায়, তাহাকে তো দেখিতে পাইতেছি না? তখন ধৃতরাষ্ট্র বলিয়াছিলেন—হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, বিদুর

ঘোর তপস্যায় নিরত হইয়াছেন। বিদুর বায়ুভক্ষ হইয়া নিরাহার অবস্থায় আছেন। শরীর অস্থিমাত্রাবশেষ হইয়াছে। এই শূন্য কাননে ব্রাহ্মণেরা কদাচিৎ তাহাকে দেখিয়া থাকেন। এই সময়ে যুধিষ্ঠির বিদুরের অন্বেষণের জন্য অরণ্যে বহির্গত হইয়া দূর হইতে দেখিতে পাইলেন—

দিগ্বাসা মলদিগ্ধাঙ্গো বনরেণু সমুক্ষিতঃ।
দূরাদালক্ষিতঃ ক্ষত্তা.........॥

(আশ্রমবাসিক পর্ব—২৬ অধ্যায়, ১৮ শ্লোক)

বিদুর নগ্ন অবস্থায় মলদিগ্ধাঙ্গ, জটাযুক্ত এবং মুখে বীটাধারণ করিয়াছেন। এইভাবে দূর হইতে বিদুরকে দর্শন করিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন—

"ভো ভো বিদুর রাজা হহং দয়িতস্তে যুধিষ্ঠিরঃ।
ইতি ব্রুবন্নরপতিস্তং যত্নাদভ্যধাবত॥

(আশ্রমবাসিক পর্ব—২৬ অধ্যায়, ২১ শ্লোক)

হে বিদুর, আমি তোমার বড় প্রিয় রাজা যুধিষ্ঠির, তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। এই কথা বলিয়া যুধিষ্ঠির অতি দ্রুতবেগে বিদুরের দিকে ধাবিত হইয়াছিলেন। তখন বিদুর একান্ত স্থানে একটি বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। যুধিষ্ঠিরও বিদুরের নিকটে উপস্থিত হইয়া বিদুর অতি ক্ষীণ হইলেও তাঁহাকে দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন। বিদুরের নিকটে গিয়া যুধিষ্ঠির "আমি যুধিষ্ঠির" এই বলিয়া বিদুরের অগ্রে হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তখন বিদুর নির্নিমেষ দৃষ্টিতে যুধিষ্ঠিরের দিকে তাকাইয়া যুধিষ্ঠিরের দৃষ্টির সহিত নিজের দৃষ্টি সংযুক্ত করিয়া যোগাবলম্বনপূর্বক যুধিষ্ঠিরের শরীরে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

"বিবেশ বিদুরো ধীমান্ গাত্রৈর্গাত্রাণি চৈব হ।
প্রাণান্ প্রাণেষু চ দধদিন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়েষু চ॥

(আশ্রমবাসিক পর্ব—২৬ অধ্যায়, ২৬ শ্লোক)

স যোগবলমাস্থায় বিবেশ নৃপতেস্তনুম্।

(আশ্রমবাসিক পর্ব—২৬ অধ্যায়, ২৭ শ্লোক)

বিদুরস্য শরীরং তু তথৈব স্তব্ধলোচনম্।
বৃক্ষাশ্রিতং তদা রাজা দদর্শ গতচেতনম্॥

(আশ্রমবাসিক পর্ব—২৬ অধ্যায়, ২৮ শ্লোক)

বিদুর নিজের প্রাণ যুধিষ্ঠিরের প্রাণে, স্বীয় ইন্দ্রিয়সমূহ যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রিয়ে স্থাপন করিয়া যোগবলে নিজের দেহ পরিত্যাগ করিয়া যুধিষ্ঠিরের দেহে প্রবেশ করিলেন। বিদুরের শরীরও গতচেতন হইয়া পূর্বের মতই স্তব্ধলোচন হইয়া বৃক্ষাশ্রিত হইয়া রহিল। অনন্তর যুধিষ্ঠির বিদুরের অনুপ্রবেশে নিজেকে অধিকতর বলবান্ মনে করিয়াছিলেন। বিদুরের মৃতদেহ সংকারের জন্য যুধিষ্ঠির উদ্যুক্ত হইলেন। তখন দৈববাণী হইল—

"ভো ভো রাজন্ন দগ্ধব্যমেতদ্ বিদুরসংজ্ঞকম্।
কলেবরমিহৈবং তে ধর্ম এষ সনাতনঃ॥

(আশ্রমবাসিক পর্ব—২৬ অধ্যায়, ৩২ শ্লোক)

লোকাঃ সান্তানিকা নাম ভবিষ্যন্ত্যস্য ভারত।
যতিধর্ম মবাপ্তোহসৌ নৈষ শোচ্যঃ পরন্তপ॥"

(আশ্রমবাসিক পর্ব—২৬ অধ্যায়, ৩৩ শ্লোক)

ইহার অভিপ্রায়—বিদুরের দেহ আগ্নতে দগ্ধ করিও না। বিদুরের দাহক্রিয়া না হইলেও তাহার সান্তানিক লোক লাভ হইবে। বিদুর যতিধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার অগ্নি সংস্কার হইবে না। যতিধর্ম গ্রহণ করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া ইহার জন্য শোকও করা উচিত নয়।

ইহার টীকাতে নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন—এতেন "শূদ্রযোনৌ জাতানামপি যতিধর্মোঽস্তীতি দর্শিতম্।" শূদ্র যোনিতে উৎপন্ন পুরুষেরও সন্ন্যাসে অধিকার আছে—মহাভারতের এই

উক্তি দ্বারা তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। এইখানে মহামতি বিদুরের চরিত্র সমাপ্ত হইল।

উপসংহার

এই প্রবন্ধে আমরা মহামতি বিদুরের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার দেহত্যাগ পর্যন্ত ঘটনারাশি মহাভারত অবলম্বন করিয়া প্রদর্শন করিলাম। মহামতি বিদুর মহাভারতেরই একজন অসাধারণ পাত্র। এজন্য বিদুর সম্বন্ধে মহাভারতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহাই অতি প্রামাণিক। বিদুর সম্বন্ধে অন্য পুরাণাদিতে মহাভারতের বিরুদ্ধ যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা প্রামাণিক হইতে পারে না। কারণ মহাভারতেই তাৎপর্যতঃ বিদুর চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। অন্যত্র প্রাসঙ্গিকভাবে বিদুরের চরিত্র লেশতঃ বলা হইয়াছে। বিদুরের সমগ্র জীবনী মহাভারতেই বর্ণিত হইয়াছে অন্যত্র বর্ণিত হয় নাই। অন্য পুরাণাদি বিদুর চরিত্র বর্ণনের জন্য প্রবৃত্ত হয় নাই, কেবল মহাভারতই বিদুরাদির চরিত্র বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এইকথা আমরা এই প্রবন্ধের প্রারম্ভেই দেখাইয়াছি।

বিদুর যোগবলে দেহত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন না করিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের দেহে প্রবিষ্ট হইলেন কেন? এইরূপ প্রশ্নের উত্তর মহাভারতেই রহিয়াছে। বন পর্বের ৩১৪ অধ্যায়ের ২২ শ্লোকে বলা হইয়াছে—যক্ষরূপী ধর্মের সহিত যুধিষ্ঠিরের যখন পরিচয় হইয়াছিল, তখন যক্ষের আদেশ অনুসারে যুধিষ্ঠির যক্ষের নিকট হইতে বর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৃতীয় বর প্রদানে উদ্যুক্ত হইয়া যক্ষরূপী ধর্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন—

"ত্বং হি মৎপ্রভবো রাজন্ বিদুরশ্চ মমাংশজঃ॥"

(বন পর্ব— ৩১৪ অধ্যায়, ২২ শ্লোক)

ধর্ম বলিয়াছিলেন—যুধিষ্ঠির! তুমি আমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছ এবং বিদুরও আমার অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বিদুর ও যুধিষ্ঠির উভয়ই ভগবান্ ধর্মের অংশ অর্থাৎ একই বস্তু একই তত্ত্ব। এইজন্যই উভয়ের মধ্যে এত প্রীতি ছিল যাহা মহাভারতে বার বার বলা হইয়াছে। যুধিষ্ঠির জীবিত থাকিতে বিদুর অন্যত্র যাইতে পারেন না। যুধিষ্ঠিরের সহিত বিদুর মিলিত হইলেই ধর্ম পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে এবং যুধিষ্ঠিরের গতি দ্বারাই বিদুরের গতি সিদ্ধ হইবে। একই তত্ত্বের দ্বিবিধ গতি হইতে পারে না। ইহাই বিদুরের যুধিষ্ঠির শরীরে প্রবেশের অভিপ্রায়।

বিদুর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সহিত বানপ্রস্থী হইলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তরও মহাভারতেই দেওয়া হইয়াছে। আদিপর্বের "অণীমাণ্ডব্য" উপাখ্যানে ১০৮ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে—

"এতেন ত্বপরাধেন শাপাত্তস্য মহাত্মনঃ।
ধর্মো বিদুররূপেণ শূদ্রযোনাবজায়ত॥ ১৮॥
ধর্মে চার্থে চ কুশলো লোভক্রোধ-বিবর্জিতঃ।
দীর্ঘদর্শী শমপরঃ কুরূণাঞ্চ হিতে রতঃ॥ ১৯॥

অণীমাণ্ডব্যের অভিশাপে ধর্মই বিদুররূপে শূদ্রযোনিতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। বিদুর ধর্মে ও অর্থে কুশল, লোভক্রোধবিবর্জিত দীর্ঘদর্শী নির্বৈর এবং কুরুগণের একান্ত হিতচিন্তক। এজন্য বিদুর কখনও কুরুবংশ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে পারেন নাই। জন্ম হইতে মৃত্যুপর্যন্ত কুরুকুলের হিতচিন্তাতেই নিরত ছিলেন। আরও বিশেষ কথা এই যে, বিদুর কুরুরাজের দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মাতৃগুণ অনুসারে তিনি কুরুবংশের সেবক ছিলেন। যে কোন গুরুত্বপূর্ণ কার্যে ধৃতরাষ্ট্র ও যুধিষ্ঠির বিদুরকেই নিযুক্ত করিতেন। বিদুরও প্রসন্নমনে তাহারই অনুষ্ঠান করিতেন। আশ্রমবাসিক পর্বের ১৯ অধ্যায়ে

ধৃতরাষ্ট্র ,গান্ধারী ও কুন্তী বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া কুরুক্ষেত্রে শতযূপের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া বানপ্রস্থ ধর্ম পরিপালন করিতেছিলেন। এই সময়ে বিদুর ও সঞ্জয় মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের পরিচর্যাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন।

"ক্ষত্তা চ ধর্ম্মার্থবিদগ্রবুদ্ধিঃ স সঞ্জয়স্তং নৃপতিং সদারম্।
উপাচরদ্ ঘোরতপোজিতাত্মা তদাকৃশোবল্কলচীরবাসাঃ॥"

অরণ্যে কুন্তী ও গান্ধারীর সহিত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে বিদুর ও সঞ্জয় উভয়ে চীরবল্কল ধারণ করিয়া জিতাত্মা হইয়া ঘোর অনুষ্ঠানে কৃশশরীর হইয়াও সদার ধৃতরাষ্ট্রের পরিচর্যা করিয়াছিলেন।

বিদুরের ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য

কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধে কুরুকুল নির্মূল হইলে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আসিয়া সঞ্জয় এই সংবাদ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছিলেন। সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে যে ভাবে এই ঘোর দারুণ সংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে সঞ্জয়ের বক্তব্যের মূল কথা ছিল দুর্যোধনের ও তোমার দুর্নীতিপ্রযুক্তই এই দারুণ সংহারপর্বের অনুষ্ঠান হইয়াছে। এই দারুণ বিনাশের কারণ তুমি ও দুর্যোধন। তোমাদের দুর্নীতিতেই এই দারুণ লোকক্ষয়। যাহা হউক এইরূপে তোমার পুত্রপৌত্রাদি বিনষ্ট হইলেও তোমারই কৃতকর্মের ফল বলিয়া তোমার শোকসন্তপ্ত হওয়া উচিত নয়। শোক পরিত্যাগ করিয়া নিজে সুস্থির হও। এইরূপে কঠোরভাবে দারুণ শোক সংবাদ প্রদান করিয়া সঞ্জয় মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে আশ্বস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

(স্ত্রী পর্ব—১ম অধ্যায়, জলপ্রাদানিক পর্ব)

কিন্তু মহামতি বিদুর যে অমৃতময় বাক্যের দ্বারা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন তাহা আমরা প্রদর্শন করিয়াছি। একই কার্য সঞ্জয় ও বিদুর উভয়েই করিয়াছিলেন। কিন্তু সঞ্জয় অতি কঠোর ভাষায় এবং বিদুর অতি মধুর ভাষায় ধৃতরাষ্ট্রের আশ্বাসন করিয়াছিলেন। সঞ্জয়ের বাক্যে ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধনের দুর্নীতিসমূহের উল্লেখ ছিল। বিদুরের কথায় তাহার কিছুই ছিল না। বরং বিদুর ইদানীং যুদ্ধের সমর্থনই করিয়াছিলেন। যুদ্ধারম্ভের পূর্বে বিদুর হাহাকার করিয়া যুদ্ধনিবারণের জন্য নানাকথা বলিয়াছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রকে দুর্নীতি পরিত্যাগ করিয়া যুধিষ্ঠিরাদির সহিত সন্ধি করিবার জন্য দ্যূতক্রীড়ার সময় হইতেই যুদ্ধারম্ভের পূর্ব পর্যন্ত বহু কথা বলিয়াছিলেন। বিদুর যে কুরুবংশের হিতচিন্তক ছিলেন তাহা বিদুরের ব্যবহার হইতেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু দুর্দৈববশতঃ যখন যুদ্ধ আরম্ভ হইল তখন বিদুর আর কিছুই বলেন নাই। যুদ্ধের শেষে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র যখন শোকসাগরে নিমগ্ন তখন ধৃতরাষ্ট্রের দুর্নীতির কথা লেশতঃও বিদুর উচ্চারণ করেন নাই; প্রত্যুত যুদ্ধ সমর্থন করিয়াই ধৃতরাষ্ট্রকে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন।

বিদুরের দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণ

উদ্যোগ পর্বের ১৩৪ অধ্যায়ে বিদুর শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ ভগবান্ রূপেই নির্দেশ করিয়াছেন। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছেন কৃষ্ণই জগতের কর্তা ইঁহার ইচ্ছাতেই সমস্ত কার্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। ইনি ঘোরবিক্রম। ইঁহার বিরোধ করিলে সকলেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ইঁহার সহিত বিরোধে তোমাদের সকলেরই বিনাশ হইবে। বিদুরের

গৃহে শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত হইলে বিদুর শ্রীকৃষ্ণকে পরমাত্মারূপেই নির্দেশ করিয়াছিলেন। উদ্‌যোগ পর্বের ৮৯ অধ্যায়ে বিদুর শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ পরমেশ্বররূপে জানিলেও সেবকের মত ব্যবহার না করিয়া পরম সুহৃদের মত ব্যবহার করিতেন। আন্তর বিশুদ্ধিই ভক্তের অসাধারণ লক্ষণ তাহা বিদুরের অসাধারণই ছিল, ভক্তের বাহ্য আচরণ বিদুরের বিশেষ ছিল না মহাভারতে তাহার কোনও বর্ণনা নাই। দ্রৌপদী অর্জুন প্রভৃতি অসাধারণ ভক্ত হইলেও ভক্তের বাহ্য আচরণ বিশেষ ছিল না।

বিদুরের ক্ষত্তা নাম

মহাভারতে বিদুরকে পারশব বলা হইয়াছে। মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রেও ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে জাত সন্তানকে পারশবই বলা হইয়াছে। কিন্তু মহাভারতে বিদুরকে পুনঃ পুনঃ ক্ষত্তা শব্দ দ্বারা নির্দেশ করা হইরাছে। মনু প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রে ক্ষত্তা প্রতিলোম সঙ্কর—

শূদ্রাদায়োগবঃ ক্ষত্তা চণ্ডালশ্চাধমো নৃণাম্।

(মনু—১০।১২ শ্লোক)

শূদ্রের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে উৎপন্ন সন্তান ক্ষত্তা হইয়া থাকে।

ক্ষত্রিয়া মাগধং বৈশ্যাচ্ছূদ্রাৎ ক্ষত্তারমেব চ।

(যাজ্ঞবল্ক আচার—৯৪ শ্লোক)

ইহারও পূর্বরূপই অর্থ। ব্রহ্মসূত্রের ১।৩।৩৫ সূত্রের পরিমলে অপ্যয় দীক্ষিত—

বৈশ্যাদ্ ব্রাহ্মণকন্যায়াং ক্ষত্তা নাম প্রজায়তে।
জীবিকা বৃত্তিরেতস্য রাজান্তঃপুররক্ষণম্॥

এইরূপ একটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহাতে ব্রাহ্মণ কন্যার গর্ভে বৈশ্যের ঔরসে উৎপন্ন সন্তানকেই ক্ষত্তা বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহা মন্বাদি ধর্মশাস্ত্র বিরুদ্ধ। যাহা হউক ইঁহারা প্রতিলোম সঙ্করকে ক্ষত্তা বলিয়াছেন। বিদুর অনুলোম সঙ্কর। আমাদের মনে হয়, মহাভারতের ক্ষর্তৃশব্দের লক্ষণা করিয়া পারশব জাতি বুঝান হইয়াছে। মহাভারতে বিদুরকে পারশবও বলা হইয়াছে।

সমাপ্ত